'আমা জাগা আমা ঘর, আমা বেগ মোনঘর'

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা

মোনঘর
রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি-৪৫০০
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা

মোনঘর প্রকাশন

মোনঘর

রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি-৪৫০০

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি স্মরণিকা

প্রকাশ কাল :

১১ মার্চ ২০১৬ খ্রীঃ
২৮ ফাল্গুন ১৪২২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :

মোনঘর প্রকাশন
মোনঘর
রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি-৪৫০০
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮ ০৩৫১-৬১০৪৩, ৬২৭৯৩, ৬১২০৬
E-mail : moanoghar@gmail.com
www.moanoghar.org

স্বত্ব : ©

মোনঘর প্রকাশন
মোনঘর
রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি।

প্রচ্ছদ :

ভান রাম থ্রির বম

শব্দ বিন্যাস ও মুদ্রণ :

ওয়ার্ক স্টেশন
৮ নং সিরাজুদ্দৌলা রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
E-mail: workstationbdctg@yahoo.com / gmail.com

মূল্য : ৩০০/- (তিন শত) টাকা মাত্র

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	: কীর্তি নিশান চাকমা
সম্পাদনা সমন্বয়ক	: শশাংক বিকাশ চাকমা
সম্পাদনা পরিষদ	: অশোক কুমার চাকমা
	: অনুমোদর্শী দেওয়ান
	: নন্দ কিশোর চাকমা
	: ভেনা: বোধিশ্রী ভিক্ষু
	: সুপর্না চাকমা

মোনঘর সংগীত

"আমা মোনঘর"

আমা জাগা আমাঘর,
আমা বেগ' মোনঘর।
সুগে দুগে ইদু থেই,
বেক্কুন আমি ভেই ভেই।।

ইধু থেলে এ' জনম,
পেবং আর গমে পহর।।

নম বুদ্ধর পধ ধুরি,
এয বেগে কামগোরি।
মধ্যে পধে হ্যাদি যেবং,
ন থেবদে কোন ডর।।

বুদ্ধ পুজি সুগ পেবং,
সর্ব্ব দুঃখ পার অবং।
সর্ব্ব কালত্ তরিবং,
পূণ্য পেবং জনম ভর।।

আমা জাগা আমাঘর,
আমা বেগ' মোনঘর।
সুগে দুগে ইদু থেই,
বেক্কুন আমি ভেই ভেই।।

রোজেয়ো - সুগত চাকমা (ননাধন)
ঘোঝা - ফণীন্দ্র লাল ত্রিপুরা

ধুমায়গ গক

মগু জগ মগু যগ,
মগু লেগ ধুমায়গ
যুয়ো ঢুয়ো মীঢ় থোগী
লেপ্পক গধু রোগী রেমী ।।

মীঢ় থেলে য়ো জমেঅ,
পেল গগ গধে ধুগ ।।

মধে লুঢ়দগ পদগী
গোজ লেগে গঅ গগী
ধদ্র পদে গুঢ়ী রেল
ম থেলেঢ়ে গম ঢগ ।।

লুঢ়দ পুজী যুগ পেল
যগল ঢুগদ পগ মুল
যগল গলগ গগীল
পুক্ক পেল জমেঅ গগ ।।

মগু জগ মগু যগ,
মগু লেগ ধুমায়গ
যুয়ো ঢুয়ো মীঢ় থোগী
লেপ্পক গধু রোগী রেমী ।।

গগেজয়ে ঃ যুগগ মঈগু (মমেদমে)
যগজ ঃ ধমীক্ত লল গ্রীপুগ

মোনঘর সংগীত
(বাংলা অনুবাদ)

আমাদের জায়গা, আমাদের ঘর
আমাদের সবাইয়ের মোনঘর
সুখে-দুঃখে আমরা এখানে সবাই বাস করি
সবাই আমরা পরস্পরের ভাই-বোন।।

এখানে পড়াশুনা করে আমরা সবাই
জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হবো।।

বুদ্ধের পথ অনুসরণ করে
আমরা সবাই মিলে কাজ করি
আমরা সবাই মধ্য পন্থা অনুসরণ করবো
এবং কোন কাজে ভয় পাবো না।।

বুদ্ধকে পূজা করে সুখ পাবো
সকল বাধা অতিক্রম করবো
সর্বকালে বেঁচে থাকবো
সারা জীবন পূণ্য লাভ করবো।।

আমাদের জায়গা, আমাদের ঘর
আমাদের সবাইয়ের মোনঘর
সুখে-দুঃখে আমরা এখানে সবাই বাস করি
সবাই আমরা পরস্পরের ভাই-বোন।।

রচয়িতা - সুগত চাকমা (ননাধন)
সুরকার - ফণীন্দ্র লাল ত্রিপুরা

Moanoghar Anthem

Our land, our home
Moanoghar is the home to all
We live here amidst hardships and happiness
We all are brothers & sisters in the community

If we live here(together)
We shall all be enlightened

By following the path shown by the Buddha
Let's all strive for the betterment of many
We shall follow the middle way
And shall have no fear

We shall find happiness if we respect principles of the Buddha
We shall overcome all sufferings
We shall endure all challenges of out time
And we shall find bliss in our life

Our land, our home
Moanoghar is the home to all
We live here amidst hardships and happiness
We all are brothers & sisters in the community

Text: Sugat Chakma(Nonadhan)
Music: Fanindra Lal Tripura

সম্পাদকীয়

মোনঘর গত ১৬-১৭ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন করেছে। এই উদযাপন মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার জন্যে খুবই একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত। মোনঘরের বর্তমান অবস্থানে পৌঁছার সমষ্টিগত প্রচেষ্টা এবং ভবিষ্যতের কর্মদ্যোগের প্রস্তুতির হিসাব মেলানোর বিশেষ মুহূর্তও ছিল এই ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন।

বর্তমানে মোনঘর পার্বত্য চট্টগ্রামের শিশুদের একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল ও আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের একটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান। মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ, বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ী, সহযোগী ও বিভিন্ন মহৎ ব্যক্তিবর্গ যাঁদের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা আর নিরলস পরিশ্রমে আজ মোনঘর তার বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর অপূর্ব সুযোগের মূহূর্ত ছিল ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানমালা।

এই স্মরণিকা সংখ্যায় মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণীজনদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানের তথ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া এ সংখ্যায় মোনঘরের জন্যে আরো দু'টো গুরুত্বপূর্ণ দলিল (নীতিমালা) -***'মোনঘরের আশ্রমিক আচরণ বিধি'*** ও ***'মোনঘর শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'*** প্রকাশ করা হয়েছে। মোনঘরের শিশুদের জীবনবোধ ও মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার এবং তাদের কল্যাণ ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ দু'টো নীতিমালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সবশেষে এই সংখ্যায় বাংলাদেশের এক স্বনামধন্য আদিবাসী অধিকার কর্মীর একটি লেখা ছাপা হয়েছে, যেখানে বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের অধিকারহীনতা ও তাদের প্রান্তিক অবস্থানের আর্তচিৎকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে এই লেখায় বাংলাদেশের আদিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার সুক্ষ্ম প্রতিফলনও স্থান পেয়েছে।

সূচীপত্র

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানমালা-২০১৪	৮
প্রথম দিনের সকালের অধিবেশন ও স্বাগত ভাষণ	১১
সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী	১২
সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতামন্ডলী ও অতিথিবৃন্দের ভাষণ	১৫
প্রথম দিনের বিকালের অধিবেশন	১৯
স্বাগত ভাষণ	২০
সম্মাননা প্রাপ্ত গুণীজনদের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২১
সম্মাননা প্রাপ্ত গুণীজনসহ অতিথিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত ভাষণ	৩৫
দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন	৪১
দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন	৪২
দ্বিতীয় দিনের সমাপনী অধিবেশন	৪৫
গুণীজন সম্মাননা ও গুণীজনদের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৪৬
সম্মাননা প্রাপ্ত গুণীজন ও অতিথিবৃন্দের ভাষণ	৫৪
মোনঘর আশ্রমিক আচরণ বিধি	৬৩
মোনঘর শিশু সুরক্ষা নীতি	৬৯
স্বপ্ন দেখার অধিকার	৭৩
ছবিতে মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন	৭৭

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানমালা ২০১৪[১]

স্থান: মোনঘর ক্যাম্পাস, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি।
তারিখ : ১৬-১৭ জানুয়ারী ২০১৫ খ্রী:

প্রথম দিন, ১৬ জানুয়ারী ২০১৫, শুক্রবার

সকালের অধিবেশন সকাল ৯.০০ ঘটিকা

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি : শ্রী উষাতন তালুকদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
বিশেষ অতিথি : জনাব আবুল কালাম আজাদ, মাননীয় পুলিশ সুপার(ভারপ্রাপ্ত), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
বিশেষ অতিথি : জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, মাননীয় মেয়র, রাঙ্গামাটি পৌরসভা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সভাপতি : মি: সুকুমার দেওয়ান, সভাপতি, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ
স্বাগত ভাষণ : ভদন্ত বুদ্ধদত্ত ভিক্ষু, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ
মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সম্মাননা প্রদান :
: ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের
: ভদন্ত বিমল তিষ্য মহাথের
: ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের
: ভদন্ত শ্রদ্ধালংকার মহাথের
: মি: পিয়ার মার্চন্ড
: মি: সজ্জন চাকমা
: প্রয়াত সুভাষ চাকমা

বিকালের অধিবেশন বেলা ২.৩০ ঘটিকা

প্রধান অতিথি : চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, সার্কেল চীফ, চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি
বিশেষ অতিথি : মি: গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
সভাপতি : মি: বিপ্লব চাকমা, সভাপতি, দি মোনঘরীয়ান্স
স্বাগত ভাষণ : মি: অশোক কুমার চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, মোনঘর

মোনঘর ও পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান রয়েছে, তাদের প্রতি সম্মাননা

: প্রয়াত রাজা ত্রিদিব রায়, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি
: রাজমাতা আরতি রায়, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি
: মিজ আরতি চাকমা, মাঝেরবস্তি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: ভৈরব চন্দ্র কার্বারী, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: কর রতন কার্বারী, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: নীল রতন চাকমা, ভেদভেদী, রাঙ্গামাটি সদর।

---

[১] বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক দেশব্যাপী লাগাতার হরতাল কর্মসূচী দেয়ার কারণে আমন্ত্রিত অতিথি ও অংশগ্রহনকারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করতে পারেননি। তাই চূড়ান্ত মূহুর্তে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের তালিকা অর্থাৎ অনুষ্ঠানমালা পরিবর্তন করতে হয়েছে। এখানে পরিবর্তিত অতিথিবৃন্দের তালিকা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

: প্রয়াত যোগেন্দ্র দেওয়ান, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত খচ্য চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: বেলাক্কা চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত কান্ত চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত গোলারাম কার্বারী, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত হুলোরাম চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত মোত্তুরু চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মিসেস লতিকা তালুকদার, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়।
: প্রয়াত ডা: ভগদত্ত খীসা, উত্তর কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি সদর।
: অধ্যাপক ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা, মাননীয় উপাচার্য, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
: মি: সুগত চাকমা (ননাধন), কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: কল্পরঞ্জন চাকমা, প্রাক্তন মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
: মি: মনিস্বপন দেওয়ান, প্রাক্তন উপ-মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
: মি: বীর বাহাদুর উশৈসিং, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
: শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের, সভাপতি, কাচালং শিশু সদন, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।
: মি: ফিলিপ ক্রাবট্রি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ইংল্যান্ড
: মি: গ্রাহাম আর্থার, অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার, ইংল্যান্ড
: মি: কালী প্রসন্ন দাশ, আফজালুন্নেসা ফাউন্ডেশন, ঢাকা
: মি: আহমেদ ফারুক, রোটারী ক্লাব, কাওরান বাজার, ঢাকা
: পার্টাজ, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, ফ্রান্স
: প্রয়াত সুহৃদ চাকমা, কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি সদর।

সন্ধ্যা ৬.০০টা : ফানুস বাতি উত্তোলন এবং ক্যাম্পাসে হাজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন।

দ্বিতীয় দিন, ১৭ জানুয়ারী ২০১৫, শনিবার

সকালের অধিবেশন সকাল ৯.০০ ঘটিকা

৯.০০-১০.৩০ : দি মোনঘরীয়ান্সের বার্ষিক সাধারন সভা
১০.৩০-১২.০০ : ***বিষয় ভিত্তিক দলগত আলোচনা***

১) শিক্ষা : সঞ্চালক: মি: বিধায়ক চাকমা
২) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য : সঞ্চালক : মি: কীর্তি নিশান চাকমা ও মি:শরৎ জ্যোতি চাকমা
৩) শিশু অধিকার ও যুব উন্নয়ন : সঞ্চালক: মি: দীপক চাকমা ও এডভোকেট চঞ্চু চাকমা
৪) বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা নীতি : মোনঘরের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন ও কার্যকারিতা
: সঞ্চালক: মি: সুখেশ্বর চাকমা ও মি: উচিংমং মারমা
৫) সমাজ উন্নয়ন : সঞ্চালক: মিজ ঝুমা দেওয়ান, মিজ সিনোরা চাকমা ও মি: অবিরত চাকমা
৬) পরিবেশ সংরক্ষণ : সঞ্চালক: মি: বিপ্লব চাকমা ও মি: নিখিল চাকমা
৭) স্থায়ীত্বশীলতা : সঞ্চালক: মি: অশোক কুমার চাকমা ও মি: সমর বিজয় চাকমা

সমাপনী অধিবেশন বিকাল ২.০০ ঘটিকা

প্রধান অতিথি : মি: নিখিল কুমার চাকমা, মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
বিশেষ অতিথি : মি: গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
বিশেষ অতিথি : মি: অরুন কান্তি চাকমা, মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদ
সভাপতি : মিজ নিরূপা দেওয়ান, সহ-সভাপতি, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ
স্বাগত ভাষণ ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক
: মি: কীর্তি নিশান চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ

গুণীজন সম্মাননা

১) শিক্ষা :

: অধ্যাপক ড. মানিক লাল দেওয়ান, প্রাক্তন ডীন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
: মি: ক্য শৈ প্রু (খোকা), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বান্দরবান।
: মিসেস অঞ্জুলিকা খীসা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাঙ্গামাটি।

২) নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন :

: মিজ মাধবীলতা চাকমা, মাননীয় সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
: মিসেস মঞ্জুলিকা চাকমা, প্রতিষ্ঠাতা, বেইন টেক্সটাইল, তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মিসেস শেফালিকা ত্রিপুরা, প্রতিষ্ঠাতা, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর।

৩) নাগরিক সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার :

: চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, সার্কেল চীফ, চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি।

৪) সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার চর্চা :

: জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল, বনরূপা, রাঙ্গামাটি।
: মি: প্রভাংশু ত্রিপুরা, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, খাগড়াছড়ি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : মোনঘরের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

প্রথম দিন, ১৬ জানুয়ারী ২০১৫, শুক্রবার

সকালের অধিবেশন সকাল ৯.০০ ঘটিকা

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি : শ্রী উষাতন তালুকদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
বিশেষ অতিথি : জনাব আবুল কালাম আজাদ, মাননীয় পুলিশ সুপার(ভারপ্রাপ্ত), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
বিশেষ অতিথি : জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, মাননীয় মেয়র, রাঙ্গামাটি পৌরসভা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সভাপতি : মি: সুকুমার দেওয়ান, সভাপতি, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ
স্বাগত ভাষণ : ভদন্ত বুদ্ধদত্ত ভিক্ষু, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ
মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সম্মাননা প্রদান :
: ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের
: ভদন্ত বিমল তিষ্য মহাথের
: ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের
: ভদন্ত শ্রদ্ধালংকার মহাথের
: মি: পিয়ার মার্চন্ড
: মি: সজ্জন চাকমা
: প্রয়াত সুভাষ চাকমা

অনুষ্ঠান সঞ্চালক : **মি: কীর্তি নিশান চাকমা,** সাধারন সম্পাদক, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ।

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ এবং মোনঘরের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর মোনঘর সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতীয় পতাকা ও বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি শ্রী উষাতন তালুকদার এমপি ও মি. সুকুমার দেওয়ান, সভাপতি, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ।

প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিদ্বয় এবং মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতাগণ মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং বেলুন উত্তোলনের মাধ্যমে মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন।

সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতামন্ডলী ও অতিথিবৃন্দ
মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করছেন

সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিদ্বয় ও সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহন করেন। এর পরপরই মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা অতিথিদের ফুলের তোড়া প্রদান ও ব্যাজ পরিয়ে দেয় এবং প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ হাতে তুলে দেয়।

তারপরে **ভদন্ত বুদ্ধদত্ত ভিক্ষু,** যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ, মোনঘরের পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে উপস্থিত সবাইকে মোনঘরের আশ্রিত সকল শিশু, শিক্ষকমন্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে সবিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাঁর ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ সারাংশ আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

আজ আমাদের জন্য খুবই আনন্দের দিন যে, অনেক বছর পর মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যাচ্ছি। আজ আমরা সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত। বিগত কয়েক দিন ধরে দেশের সার্বিক ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষ করে

স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন ভেনা. বুদ্ধ দত্ত ভিক্ষু
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, মোনঘর

রাঙ্গামাটিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে আমাদের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করা যাবে কিনা, তা' নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। যা' হোক, আমরা রাঙ্গামাটির গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রশাসনের সাথে পরামর্শক্রমে অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করি।

মোনঘরের আজ ৪০ বর্ষপূর্তি। একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪০ বছর কোন অংশে কম নয়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আজ মোনঘর বর্তমান অবস্থায় এসেছে। মোনঘর প্রতিষ্ঠারও অনেক আগে শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী ভান্তে, যিনি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, ১৯৬৪ সালে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় ***'পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম'*** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় আজকের আমাদের মোনঘর। তিনি যদি তাঁর শিষ্যদের [সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে, প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে, শ্রদ্ধালংকার ভান্তে এবং মি. সজ্জন চাকমা (প্রিয়তিষ্য ভিক্ষু) ও মি. সুভাষ চাকমা (জিনপাল ভিক্ষু)] যোগ্য করে তুলতে না পারতেন তাহলে হয়তো আমার মত পার্বত্য চট্টগ্রামের অনাথ অসহায় ছেলে-মেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতেন। পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম ও মোনঘর প্রতিষ্ঠিত না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হতো না। আজকের অনুষ্ঠানে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা বিভিন্ন কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি, উনারা উপস্থিত থাকতে পারলে আনন্দটা আরো বেশী হতো। আজকে উপস্থিত প্রতিষ্ঠাতাদের মাধ্যমে তাঁদেরকে আরেকবার মোনঘর ও দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি মোনঘরের একজন প্রাক্তন ছাত্র। ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৭৯ সালে। তখন মোনঘরের পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধালংকার ভান্তে এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শ্রদ্ধেয় বিমল তিষ্য ভান্তে ও শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে। অর্থাৎ শ্রদ্ধালংকার ভান্তে মায়ের ভূমিকা এবং বিমল ভান্তে ও প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে বাবার ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমি সকল মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে আবারো তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ভদন্ত বুদ্ধদত্ত ভিক্ষুর স্বাগত ভাষণের পর মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মি. কীর্তি নিশান চাকমা প্রতিষ্ঠাতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন এবং মোনঘরের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

প্রতিষ্ঠাতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে দেয়া হল :

সদ্ধর্মাদিত্য শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো

জন্ম ১৯২৫ সালে। তিনি এখন বাংলদেশের উপ-সংঘ রাজ। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম শহরের নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করছেন। বয়স প্রায় ৯০ বছর। বুদ্ধের একনিষ্ঠ শিষ্য হিসেবে তিনি কেবল ধ্যান-সাধনায় মগ্ন থাকেননি। ধর্ম সাধনার পাশাপাশি সমাজ বিনির্মাণের লক্ষে, বিশেষ করে শিক্ষাহীনতা দূর করতে তিনি নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বয়স তাকে এখনো কাবু করতে পারেনি। এই বয়সেও তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়ান সদ্ধর্ম প্রচার তথা মানুষের দুঃখ মুক্তির দেশনা দিতে। তার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলায় বোয়ালখালী দশবল বৌদ্ধ রাজ বিহারকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালে ***পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম*** ও রাঙ্গামটি পার্বত্য

বিভিন্ন জায়গায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

তাঁকে ক্রেস্ট হাতে তুলে দেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রী উষাতন তালুকদার এমপি মহোদয়।

শ্রীমৎ বিমল তিষ্য মহাথের

জন্ম ১৯৪৫ সালের ১২ই নভেম্বর বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলায় উদালবাগানে। তাঁর পিতার নাম প্রয়াত বাত্যা চাকমা ও মাতার নাম প্রয়াত পরানী চাকমা। তিনি ১৯৬৩ সালে সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরর নিকট শ্রামন্যধর্মে দিক্ষিত হন এবং পরবর্তীতে উপসম্পদা গ্রহন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে বি.এ (সম্মান), এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালে সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের যখন দীঘিনালা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে যান তখন তিনি ছাত্র এবং ছাত্র অবস্থায় তাকে অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহন করতে হয়। তিনি ১৯৭৪ সালে মোনঘরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সভাপতি'র দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি ঢাকাস্থ পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ, শাক্যমূনি বৌদ্ধ বিহার এবং বনফুল শিশু সদন এর প্রতিষ্ঠাতা। পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ভারতের কোলকাতায় অবস্থিত শিশু করুনা সংঘ ও বোধিচরিয় শিশু সদনের প্রতিষ্ঠাতা।

ব্যক্তিগত কারণে তিনি ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথের

জন্ম ১৯৫২ সালে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া গ্রামে। পিতা প্রয়াত নরেন্দ্র লাল চাকমা মাতা প্রয়াত ইন্দ্রপতি চাকমা। ১৯৬৫ সালে অধুনালুপ্ত "পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমে" ভর্তি হয়েছিলেন ছাত্র হিসেবে। ১৯৬৮ সালে দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক, ১৯৭২ সালে হাটহাজারী কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্বাবদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান), ১৯৭৮ সালে স্নাতকোত্তর ও ১৯৮০ সালে পালি ভাষা ও সাহিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৬৮ সালে মাধ্যমিক পাশ করার পরপরই সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরর নিকট শ্রামন্যধর্মে দীক্ষিত হন এবং পরবর্তীতে উপসম্পদা গ্রহন করে নিজেকে মানবতার সেবায় নিয়োজিত করেন। ১৯৭৫ সালে সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের যখন দীঘিনালা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে যান তখন ছাত্র অবস্থায় তাঁকে অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহন করতে হয়। তিনি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও তিনি ঢাকাস্থ বনফুল শিশু সদন এর সাধারণ সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। তিনি বর্তমানে ঢাকাস্থ বনফুল আদিবাসী গ্রিনহার্ট স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি এবং রাঙ্গামাটিস্থ আনন্দ বিহারের অধ্যক্ষ।

ব্যক্তিগত কারণে তিনি ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার মহাথের

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলায় ৫ জুলাই ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহন করেন। অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমে ভর্তি হয়েছিলেন ছাত্র হিসেবে ১৯৬৫ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে। পরের বছর ১৯৬৬ সালে তিনি সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরর নিকট শ্রামন্যধর্মে দীক্ষিত হন এবং ১৯৭২ উপসম্পদা লাভ করেন। উপাধ্যায় ছিলেন সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের। ১৯৭৩ সালে মাধ্যমিক পাস করার পর ১৯৭৫ সালে অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম এর পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহন করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৮৩ সালে বি.এ (সম্মান), এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্র অবস্থায় ১৯৭৮ সালে মোনঘরের পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহন করেন। পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি মোনঘরের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মোনঘর পরিচালনা পর্ষদের সহ-সভাপতি এবং রাঙ্গামাটি সদরের ভেদভেদিস্থ সংঘারাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ হিসেবে সেখানে অবস্থান করছেন।

তাঁকে ক্রেস্ট হাতে তুলে দেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও রাঙ্গামাটি পৌরসভার মাননীয় মেয়র জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী মহোদয়।

মি: পিয়ার মারশঁ

জন্ম ১৯ নভেম্বর ১৯৫৪ সালে, ফ্রান্সে। ১৯৭৩ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তু শরণার্থী ও শিশুদের সহায়তা করার জন্য, একটি কনসার্টের মাধ্যমে যোগাড় করা যৎসামান্য তহবিল নিয়ে ফ্রান্সে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা পার্টাজ (Partage) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে পার্টাজ ফ্রান্সের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারী সাহায্য সংস্থা। ১৯৮১/৮২ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পার্টাজ অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম, মোনঘর ও ঢাকাস্থ বনফুল শিশু সদনে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে।

৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে মি: পিয়ার মারশঁ তাঁর সহধর্মীনি মিসেস দিপ্তী মারশঁসহ উপস্থিত ছিলেন। মোনঘর পরিচালনা কমিটির সভাপতি মি: সুকুমার দেওয়ান তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠাতার সন্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

মি: সজ্জন চাকমা

১৯৬৪ সালে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমে (পার্বত্য) ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি রাঙ্গাপানি মিলন বিহারের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের দীর্ঘ কয়েক বছর পরিচালক ছিলেন। পরবর্তীতে ভিক্ষু জীবন ত্যাগ করে সংসারী হন, বর্তমানে ভারতের কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি পারিবারিক জীবনে তিন দুই কন্যা সন্তানের জনক।

ব্যক্তিগত কারণে তিনি ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

প্রয়াত সুভাষ চাকমা

১৯৬৮ সালে অধুনালুপ্ত খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমে (পার্বত্য) ভর্তি হন এবং দীর্ঘ বছর ধরে পার্বত্য ও মোনঘরের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে ভিক্ষু জীবন ত্যাগ করে সংসারী হয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে চাকুরী নেন এবং যথাসময়ে অবসর গ্রহন করেন। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। ২০০৯ সালের ১৫ই জুলাই হঠাৎ করে অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রয়াত সুভাষ চাকমা'র ক্রেস্ট গ্রহন করেন তাঁর সহধর্মিনী মিসেস রাখী দেওয়ান। ক্রেস্ট তুলে দেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব আবুল কালাম আজাদ, মাননীয় পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রতিষ্ঠাতামন্ডলী ও অতিথিবৃন্দের বক্তৃতার চুম্বক অংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

মি: পিয়ার মারশঁ

বক্তব্য রাখছেন মি. পিয়ার মারশঁ
প্রতিষ্ঠাতা, পার্টাজ, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, ফ্রান্স

আমি তখন মাত্র ২০ বছরের যুবক, তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা ও তৃতীয় বিশ্বের গরীব জনগনের সেবা তথা সহায়তা প্রদানের লক্ষে আমি বেসরকারী সংস্থা পার্টাজ প্রতিষ্ঠা করি, ফ্রান্সে। আমি শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী ভান্তে, শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে ও শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধালংকার ভান্তেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ থেকে প্রায় ৩৮ বছর আগে ঢাকায় কমলাপুরে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে ভদন্ত বিমল ভিক্ষুর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়, তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র। বিমল ভান্তে আমাকে মোনঘর পরিদর্শন করার এবং এর নিবাসীদের লেখা-পড়ায় সহায়তা প্রদানের অনুরোধ জানান। শিশুদের শিক্ষা প্রদানের জন্য মোনঘরের যে কর্মকান্ড সত্যিই আমি অভিভূত হই এবং মোনঘরের সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়ি। প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য এবং মোনঘর সেই কাজটিই করছে। মোনঘরের সাথে কাজ করতে পেরে আমিও গর্ববোধ করি- সেই ৩৮ বছর আগে মোনঘরের সাথে জড়িয়ে পড়েছি এবং আজ অবধি আমি আমার প্রিয় মোনঘরের সাথে জড়িত আছি।

শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার মহাথের

আমি প্রথমে আমার গুরু ভান্তে মঞ্চে উপবিষ্ট সদ্ধর্মাদিত্য জ্ঞানশ্রী ভান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। মোনঘর আজকে এই অবস্থায় আসার পেছনে আমাদের গুরু ভান্তেই ছিলেন একমাত্র ভরসা। ভান্তে আমাদেরকে কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা দেননি পাশাপাশি সাধারন শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে তুলেছেন, তিনি আমাদের পথ প্রদর্শক। পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম ও মোনঘর প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য মি: পিয়ার মারশঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি প্রথমে বোয়ালখীতে পরিচালক ছিলাম পরে বিমল ভান্তে ও প্রজ্ঞানন্দ ভান্তের অনুরোধে মোনঘরে পরিচালক হিসেবে

যোগদান করি। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীমন্ডলীদেরকে মোনঘরের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ২০০৭ সাল থেকে মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্ররা মোনঘরের হাল ধরেছেন, কীর্তি নিশান, বুদ্ধদত্ত, অশোক, সমর বিজয় ও ঊষাময়সহ সকলের কর্মোদ্যাগ না থাকলে মোনঘর এ পর্যায়ে আসতে পারতো না। আমি তাঁদের শুভাশীর্বাদ দিচ্ছি যেন মোনঘরকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মোনঘরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই কামনা-ই করি।

বক্তব্য রাখছেন ভেনা. শ্রদ্ধালংকার মহাথের, প্রতিষ্ঠাতা, মোনঘর

সদ্ধর্মাদিত্য শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো

১৯৫৭ সালে আমি প্রথমে যাই খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে। সেখানে তিন বছর থাকার পর ১৯৬০ সালে দীঘিনালার বোয়ালখালীতে যাই এবং বোয়ালখালী দশবল বৌদ্ধ রাজ বিহারকে কেন্দ্র করে জনগনের সহায়তায় অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করি ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৮ সালে সমাজ সেবা বিভাগ থেকে রেজিস্ট্রেশন হয়। বিমল তিষ্য ও প্রজ্ঞানন্দকে দায়িত্ব প্রদান করে ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রামে চলে যাই। দাতাদের সাথে যোগাযোগের সুবিধার্থে বিমল তিষ্য রাঙ্গামাটিতে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাকে চিঠি লিখতো।

মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা
সদ্ধর্মাদিত্য শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো বক্তব্য রাখছেন

১৯৭৪ সালে মোনঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে প্রয়াত খচ্য চাকমার কাছ থেকে প্রথমে ৪০০০ টাকায় ২ একর এবং পরে আরো ২ একর একই দামে ক্রয় করা হয়। দীঘিনালাস্থ বোয়ালখালীতে কেন আশ্রম করেছিলাম অনেকেই প্রশ্ন করতো। আমি জবাব দিতাম শিশুদের লেখাপড়া কারার জন্য করেছি। আনেকেই বিরূপ মন্তব্য করতো- অনেকেই বলে ভান্তে আপনি আশ্রম করার কারণে এখন আর রাখাল/কাজের লোক পাওয়া যায় না। আমি দীঘিনালায় ১৫ বছর ছিলাম। আমাদের বৌদ্ধধর্ম মতে- কর্মই হচ্ছে মানুষের প্রধান সম্পদ। দয়াই হচ্ছে মানুষের প্রধান ধর্ম, হিংসা নয়। সবাই পঞ্চনীতি বা পঞ্চশীল পালন করলে পৃথিবীতে কোন অশান্তি থাকবে না। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে পুলিশ বাহিনী গঠন করার কোন প্রয়োজনই হবে না যদি সকলেই পঞ্চনীতি প্রতিপালন করেন। মানুষ মারা গেলে তার কোন কিছুই থাকে না, শুধু থাকবে কর্ম, তাই কর্মের কোন বিকল্প নেই। বৌদ্ধধর্মের চারি আর্যসত্যের কথা বলবো। আমরা যখন ভূমিষ্ট হই, তখন আমাদের সাথে কিছুই থাকে না। কিন্তু মানুষ পাঁচটি শক্তি বা সম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহন করে- যেমন দৃষ্টি সম্পদ, শ্রবণ শক্তি, বাকশক্তি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও জ্ঞান। এই পাঁচটি শক্তি বা সম্পদ আমরা লাভ করি পূর্বজন্মের কুশলকর্মের ফলে। কারণ মনুষ্য জন্ম খুবই দুর্লভ। এই পাঁচ শক্তি বা সম্পদ দিয়ে মানুষের উপকার করা যায়। বুদ্ধ বলেছেন আমি তোমাদের জন্য কোন কিছু করতে পারবো না, শুধু উপদেশ/পথ নির্দেশনা দিতে পারবো।

জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ও মাননীয় মেয়র, রাঙ্গামাটি পৌরসভা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী
মাননীয় মেয়র, রাঙ্গামাটি পৌরসভা

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে মোনঘরের সকল ছাত্র এবং মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই মোনঘরের সাথে কাজ করার জন্য। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরনো বাসিন্দা। আমার পূর্বপুরুষরা প্রায় ১০০ বছর আগে এখানে এসেছিলেন। আমার দাদা তোফাজ্জল হোসেন রাঙ্গামাটি পৌর কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান। তিনি প্রথম চেয়ারম্যান এবং সর্বশেষ মেয়র আমি। মেয়র হিসেবে আমি আগেও একবার মোনঘরে এসেছিলাম। আসলে আমি মোনঘরের জন্য কিছু করতে চাইলেও পৌরসভা থেকে কাজ করার তেমন কোন সুযোগ নেই- তবে আমি মোনঘরের কর্তৃপক্ষকে আমার অফিসে আসার আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমার সাধ্যমত কিছু করার চেষ্টা করবো।

জনাব আবুল কালাম আজাদ, বিশেষ অতিথি ও পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব আবুল কালাম আজাদ
ভারপ্রাপ্ত এস.পি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

কয়েকদিন আগে রাঙ্গামাটিতে যে ঘটনাটি ঘটেছে তার রটনাই ছিল বেশী। আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। আমি একটা কথা বলতে চাই - পত্রিকায় লেখা হয় বাঙ্গালী সন্ত্রাসী অমুক কাজটি করেছে, পাহাড়ী সন্ত্রাসী অমুক ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আমার মতে সন্ত্রাসীই সন্ত্রাসী- বাঙ্গালীও নয় পাহাড়ীও নয় কাজেই শুধুমাত্র সন্ত্রাসীই পত্র-পত্রিকায় লেখা উচিত। সেদিন আমি একটি মিটিংয়ে ছিলাম- মিটিং শেষ করে দেখি প্রায় ৭০০ মিসড কল এর মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও কল ছিল। আমার স্ত্রী ফোন করে জানায় যে, এখানে লোকজন চিৎকার করছে এবং দরজা খুলে দিতে বলছে অর্থাৎ আমার বাসায় লোকজন আশ্রয় নিতে চাচ্ছে। চিন্তা করে দেখুন কত অসহায় হলে মানুষ অন্যর বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। কিছু অসৎ মানুষের কারণে ঘটনাটি ঘটেছে। আসল ঘটনার চাইতে গুজবই ছিল বেশী- কাজেই গুজবে কান দেবেন না। আমরা এ দেশের নাগরিক এ দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক নাড়ীর। আমাদের দেশ থেকে আমরা কোথাও যেতে চাই না। আমি যতদিন রাঙ্গামাটিতে থাকবো আমি একজন মানুষ হয়ে কাজ করতে চাই - সারা জীবন আমি এই চেতনা লালন করতে চাই।

শ্রী উষাতন তালুকদার, উদ্বোধন ও প্রধান অতিথি এবং মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসন

ব্যক্তি জীবনের ৪০ বছর এবং প্রতিষ্ঠানের ৪০ বছর - সফলতা ও বিফলতা - নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজ মোনঘর এ পর্যায়ে এসেছে। আজ আমাদের সবার জন্য খুবই খুশির দিন। আমি প্রতিষ্ঠাতাদের শ্রদ্ধা জানাই বিশেষ করে পিয়ার মার্চন্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোনঘর তথা পার্বত্যবাসীদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্য এবং আবারো সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি। রাঙ্গাপানি ও ভেদভেদি গ্রামের লোকদের সহায়তায় মোনঘর আজ আলোকিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মোনঘরের অনেক ছাত্র আজ মানব জাতির কল্যাণে অবদান রেখে চলেছেন। সদ্ধর্মাদিত্য শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী ভান্তের প্রচেষ্টায় ১৯৬৪ সালে বোয়ালখালী থেকে শুরু হয়ে আজ মোনঘর ৪০ বছর পূর্ণ করেছে।

মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা বিমল তিষ্য ভান্তে কলিকাতায়ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা বিমল ভান্তেসহ একসাথে রাঙ্গামাটি কলেজে পড়েছি, তখন জানতাম না তাঁর মনে এত মানব প্রেম আছে। তাঁর মানব প্রেমের নিদর্শন হচ্ছে মোনঘর। আজ অনুষ্ঠানটি আমরা আরো আনন্দঘন পরিবেশে করতে পারতাম যদি কিছুদিন আগে সংঘটিত ঘটনাটি না ঘটত।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শ্রী উষাতন তালুকদার
মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসন

আমাদের সবার আগে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের সমাজের কুসংস্কারগুলো দূর করতে হবে। মোনঘর আজ কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে- মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্ররাই আজ মোনঘর পরিচালনা করছেন। আমি দি মোনঘরীয়ান্সদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই সত্যিকার অর্থে ন্যায় এবং জ্ঞানের আলোয় আলোকিত মানুষ হবে। মোনঘর আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে এ প্রত্যাশা করি।

মি. সুকুমার দেওয়ান, সভার সভাপতি ও সভাপতি, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ

কিছু দিন আগে রাঙ্গামাটি ঘটে যাওয়া অনাকাংখিত পরিস্থিতির কারণে আজকের অনুষ্ঠানটা ভালোভাবে করতে পারছিনা বলে মনে খারাপ লাগলেও কিন্তু অনুষ্ঠানটা আমরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তারিখটা পরিবর্তন না করে। ১৯৭৪ সালে মোনঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। তারও আগে ১৯৬৪ সালে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী ভান্তে দীঘিনালায় পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই অর্থাৎ ভান্তের সুযোগ্য শিষ্যরা শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে ও শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধালংকার ভান্তেসহ অনেকেই পরবর্তীতে মোনঘর, ঢাকাস্থ বনফুল চিলড্রেন্স হোম, কোলকাতায় শিশু করুণা সংঘ ও বোধিচরিয় শিশু সদন প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ ভান্তের সুযোগ্য শিষ্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছেন। একটি প্রতিষ্ঠানের বয়স ৪০ বছর কোন অংশে কম নয়। আপনারা সবাই জানেন মোনঘর অনেক টানা-পোড়েন ও অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। ফান্সের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পার্টাজ অনেক বছর যাবত মোনঘরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিল। আমি মোনঘরের পক্ষ থেকে পার্টাজের নিকট কৃতজ্ঞা জানাচ্ছি।

সভাপতির বক্তব্য রাখছেন মি. সুকুমার দেওয়ান
সভাপতি, মোনঘর

বিকালের অধিবেশন বেলা ২.৩০ ঘটিকা

প্রধান অতিথি	: চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, সার্কেল চীফ, চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি
বিশেষ অতিথি	: মি: গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
সভাপতি	: মি: বিপ্লব চাকমা, সভাপতি, দি মোনঘরীয়ান্স
স্বাগত ভাষণ	: মি: অশোক কুমার চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, মোনঘর

মোনঘর ও পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান রয়েছে, তাদের প্রতি সম্মাননা

: প্রয়াত রাজা ত্রিদিব রায়, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি
: রাজমাতা আরতি রায়, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি
: মিজ আরতি চাকমা, মাঝেরবস্তি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: ভৈরব চন্দ্র কার্বারী, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: কর রতন কার্বারী, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: নীল রতন চাকমা, ভেদভেদী, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত যোগেন্দ্র দেওয়ান, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত খচ্য চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: বেলাক্কা চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত কান্ত চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত গোলারাম কার্বারী, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত হুলোরাম চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: প্রয়াত মোল্লুরু চাকমা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর।
: মিসেস লতিকা তালুকদার, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়।
: প্রয়াত ডা: ভগদত্ত খীসা, উত্তর কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি সদর।
: অধ্যাপক ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা, মাননীয় উপাচার্য, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
: মি: সুগত চাকমা (ননাধন), কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি সদর।
: মি: কল্পরঞ্জন চাকমা, প্রাক্তন মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
: মি: মনিস্বপন দেওয়ান, প্রাক্তন উপ-মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
: মি: বীর বাহাদুর উশৈসিং, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
: শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের, সভাপতি, কাচালং শিশু সদন, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।
: মি: ফিলিপ ক্রাবট্রি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ইংল্যান্ড
: মি: গ্রাহাম আর্থার, অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার, ইংল্যান্ড
: মি: কালী প্রসন্ন দাশ, আফজালুন্নেসা ফাউন্ডেশন, ঢাকা
: মি: আহমেদ ফারুক, রোটারী ক্লাব, কাওরান বাজার, ঢাকা
: পার্টাজ, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, ফ্রান্স
: প্রয়াত সুহৃদ চাকমা, কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি সদর।

সন্ধ্যা ৬.০০টা : ফানুস বাতি উত্তোলন এবং ক্যাম্পাসে হাজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন।

অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিনের দ্বিতীয় পর্বে ছিল খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় অবস্থিত অধুনালুপ্ত "পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম" এবং "মোনঘর" প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যাঁরা ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদেরকে সম্মানা ও ক্রেস্ট প্রদান করা।

সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহন করেন। এরপর একের পর একজন সম্মাননাপ্রাপ্ত অতিথিবৃন্দ বা তাঁদের প্রতিনিধিরা মঞ্চে আসন গ্রহন করেন। এর সাথে সাথে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা অতিথিদের ফুলের তোড়া প্রদান ও ব্যাজ পরিয়ে দেয়ার পর মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দের হাতে তুলে দেয় এবং প্রধান অতিথি মহোদয় স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

এর পরে মোনঘরের নির্বাহী পরিচালক ***মি: অশোক কুমার চাকমা*** স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের চুম্বক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি মোনঘরের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করছি। মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে প্রকাশের জন্য মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা ভদন্ত সদ্ধর্মাদিত্য শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী ভান্তের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম আমি ও আমার সহকর্মী মি: নন্দ কিশোর চাকমা। আমরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম ভান্তে আপনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়েও কেন অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? তিনি হেসে উত্তর দিয়েছেন- তোমাদের প্রশ্ন আমাকে পাকিস্তান আমলেও সরকারী কর্মকর্তারা করেছিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল যা করলে অধিক সংখ্যক মানুষ উপকার পাবে তা'ই করা। আমি ভাবলাম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো যাবে এবং এতেই বেশী সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবে। তখনকার সময়ে দীঘিনালায় শিক্ষার হার তেমন ছিলো না। মাত্র দুইটি স্কুল ছিল একটি প্রাইমারী আর একটি জুনিয়র হাই স্কুল। ধর্মীয় অবস্থাও নাজুক ছিল। বৌদ্ধ বিহার ছিল মাত্র দুইটি। তখনকার সময়ে দীঘিনালার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বিমল তিষ্য ভান্তে রাঙ্গামাটিতে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞানশ্রী ভান্তেকে চিঠি লিখতেন। একবার রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করার সময় তখনকার সময়ের রাঙ্গাপানি মিলন বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রিয়তিষ্য ভিক্ষুর আমন্ত্রণে (তাঁর শিষ্য) রাঙ্গাপানিতে আসেন। তখন প্রয়াত খচ্য চাকমার কাছ থেকে ৮ হাজার টাকায় ৪ একর জমি ক্রয় করা হয়। তখন নাকি প্রয়াত খচ্য চাকমা বলেছিলেন আমি গরীব মানুষ জমি বিক্রয় করলে আমি কিভাবে বাঁচবো? তখন রাঙ্গাপানি মৌজার হেডম্যান প্রয়াত যোগেন্দ্র দেওয়ান বলেছিলেন জমিটা ভান্তেকে দিয়ে দাও তোমাকে অন্য কোথাও থেকে জায়গার পরিবর্তে জায়গা দেওয়া হবে। এভাবেই মোনঘরের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা খুবই কঠিন ছিল। সাধারন জনগনের সহায়তায় পার্বত্য এবং মোনঘর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। এখানে অনেকেই আছেন মোনঘর প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা দান করেছিলেন এবং অনেকেই নাম মাত্র মূল্যে মোনঘরের নিকট জমি বিক্রয় করেছিলেন। আজ তাঁদেরকে মোনঘরের পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রদান করা হবে।

স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন মোনঘরের নির্বাহী পরিচালক
মি. অশোক কুমার চাকমা

আমি এখন সংক্ষিপ্তভাবে গত বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালে মোনঘরের সার্বিক চিত্র তুলে ধরছি। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ছিল মোট ৮১৪ এবং অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ৫৬৪ জন তৎমধ্যে ছাত্র ছিল ৫৮% এবং ছাত্রী ছিল ৪২%, সম্ভবত মোনঘরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠির ছেলে-মেয়ে মোনঘরে পড়াশুনা করছে। তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে সকল উপজেলা থেকে কোন না কোন সময়ে মোনঘরে ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করেছে। বর্তমানে একমাত্র খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলা থেকে কোন ছাত্র-ছাত্রী নেই। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম জেলা থেকেও কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে মোনঘরে লেখাপড়া করছে।

এবার আমাদের সুবিধাসমূহ - একটি আবাসিক স্কুল, বারটি আবাসিক হোস্টেল তন্মধ্যে একটি ছাত্রী হোস্টেল, একটি মিনি হাসপাতাল, ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম, যেমন মোনঘর বেকারী যা এখন উৎপাদনশীল অবস্থা রয়েছে। এছাড়া মোনঘর প্রকাশন যা মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে শুরু হলো। মোনঘর প্রকাশন এর উদ্দেশ্য হলো একদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং কিছু হলেও আয় করা।

মোনঘর উচ্চ শিক্ষা ঋণ প্রকল্প [Moanoghar Higher Education Loan Program (HELP)] এর অধীনে বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজে ৩৫ জন এবং বিভিন্ন কলেজে ৪২ জন মোট ৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন দি মোনঘরীয়ান্স ও মোনঘরের মাধ্যমে HELP কর্মসূচীর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে মোনঘরে তিন ক্যাটাগরির/ধরণের ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এক. থাকা ও খাওয়া বাবদ সম্পূর্ন টাকা প্রদান করতে হয়। দুই. কিছু টাকা প্রদান করতে হয়। তিন. দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্পন্সরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কোন টাকা দিতে হয় না। যাদের সংখ্যা ২৭১ জন। এ ছাড়া দেশী-বিদেশী কিছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান একাংশ বা সম্পূর্ন স্পন্সর করে থাকে। অর্থাৎ বর্তমানে মোনঘরে তিন ধরনের স্পন্সর আছে। সাধারন জনগনের সহায়তা হচ্ছে বর্তমানে মোনঘরের জন্য বড় প্রাপ্তি।

এবার সরকারী সহায়তার ব্যাপারে কিছু বলবো। সরকারী সহায়তা বলতে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ৮০ জন ছাত্রের প্রাপ্ত ক্যাপিটেশন গ্রান্ট ও বিভিন্ন সরকারী অধিদপ্তর থেকে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সহায়তা। এছাড়া সরকারী কোন সহায়তা নেই। সাধারন জনগনের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে মোনঘরের কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

ভবিষ্য পরিকল্পনা -অদূর ভবিষ্যতে মোনঘর কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে যাতে স্কুল থেকে ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীরা কারিগরি শিক্ষা গ্রহন করতে পারে। যেহেতু মোনঘরে হোস্টেলের সমস্যা রয়েছে তাই তিন পার্বত্য জেলায় অব্যবহৃত বিভিন্ন সরকারী ভবন/হোস্টেল ব্যবহার করে মোনঘরের শাখা খোলা প্রচেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা বেশীদূর এগোয়নি। এছাড়া উচ্চ শিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষে HELP কর্মসূচীর অধীনে আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৩০০-৪০০ ছাত্র-ছাত্রী অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা আছে।

স্বাগত ভাষণের পরপরই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মিঃ কীর্তি নিশান চাকমা সম্মাননা প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন এবং তাঁদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। মোনঘরের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধির হাতে সন্মাননা ফলক তুলে দেন। সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলঃ

প্রয়াত চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়

প্রয়াত চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের জন্ম ১৯৩৩ সালে রাঙ্গামাটিতে। পিতা রাজা নলিনাক্ষ রায়ের অকাল প্রয়াণে ১৯৫৩ সালে চাকমা রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের তীব্র ডামাডোলের মধ্যে তিনি পাকিস্তান সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে বিদেশে সফররত থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাকিস্তানে দেশান্তরী হন। সেখানেই তিনি ২০১২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৬০ দশকে পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে চাকমা রাজ পরিবার থেকে সহধর্মীনি রাজমাতা আরতি রায়সহ প্রভূত পৃষ্টপোষকতা প্রদান করেছিলেন।

প্রয়াত রাজা ত্রিদিব রায়ের পক্ষে তাঁর পুত্র কুমার চাঁদ রায় সন্মাননা ফলক গ্রহণ করেন। ফলক প্রদান করেন শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার মহাথের, মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ।

রাজমাতা রাণী আরতি রায়

জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সালে। প্রয়াত রাজা ত্রিদিব রায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ১৯৫৩ সালে। স্বামী প্রয়াত রাজা ত্রিদিব রায়ের সাথে পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছিলেন।

রাজমাতা আরতি রায়ের পক্ষে তাঁর নিকট আত্মীয় মিজ করবী রায় সম্মাননা ফলক গ্রহন করেন, ফলক প্রদান করেন মোনঘর পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মি: সুকুমার দেওয়ান।

প্রয়াত মোত্তুরু চাকমা

জন্ম আনুমানিক বিংশ শতকের প্রথম দিকে রাঙ্গামাটি সদরের রাঙ্গাপানি গ্রামে এবং মারা যান ১৯৮০-৮১ সালে। তাঁর পিতার নাম প্রয়াত অরচন্দ্র চাকমা এবং সহধর্মিনী রাত্তোবী চাকমাও প্রয়াত। তিনি পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে তিন জন প্রয়াত হয়েছেন এবং বাকীরা এখনো বেঁচে আছেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে মোনঘরের সাথে জড়িত ছিলেন। মোনঘর প্রতিষ্ঠায় রাঙ্গাপানি গ্রামবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি তিনি তাঁর এক ছেলেকে মোনঘরে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। মোনঘরের জন্য মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করে দিতেন। বর্তমানে বিশাখা ভবনের পাশে অবস্থিত ১৬০ শতক রেকর্ডভূক্ত জায়গা স্বল্পমূল্যে মোনঘরের নিকট বিক্রয় করেছিলেন।

প্রয়াত মোত্তরু চাকমার পক্ষে তাঁর পুত্র বিচ্চি চাকমা সন্মাননা ফলক গ্রহন করেন। ফলক প্রদান করেন মি: বিপ্লব চাকমা, সভাপতি, দি মোনঘরীয়ান্স ও অনুষ্ঠানের সভাপতি।

প্রয়াত ডা: ভগদত্ত খীসা

জন্ম রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলাধীন সাবেক্ষং গ্রামে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণ মোহন খীসা ও মাতার নাম ষোড়শী বালা খীসা। ১৯৪২ সালে সাবেক্ষ্যং নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু। নানিয়ারচর মধ্য ইংরেজী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করার পর ১৯৪৭ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু সেই সময় পাক-ভারত বিভক্তির সময়ে রাজনৈতিক কারণে স্কুল থেকে বহিস্কার হন। ১৯৫১ সালে জে.এম.সেন. ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম হতে (মেট্রিক) এস.এস.সি, ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকা হতে এইচ.এস.সি, ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এসসি এবং ১৯৬২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হতে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করেন।

সারা জীবনে তিনি সরকারী বা বেসরকারী কোন চাকুরী করেন নাই। রাঙ্গামাটির রিজার্ভ বাজারের তাঁর নিজস্ব চেম্বারে বসে সারা জীবন এ অঞ্চলের সাধারণ জনগনকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে গেছেন। ২ ডিসেম্বর ২০০২ সালে এই গুনী ও মেধাবী চিকিৎসক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে সহধর্মিনী সবিতা খীসা এবং তিন কন্যা ও দুই পুত্র রেখে গেছেন।

ছাত্র জীবন থেকে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল বার্ষিকী, লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর অনেক গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, গান ও নাটক প্রকাশিত হয়েছে। চাকমাদের ভেষজ চিকিৎসার উপর তাঁর রচিত "চাকমা তালিক শাস্ত্র" নামের গ্রন্থটি বর্তমানে এই বিষয়ে আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। তিনি চাকমা ভাষায় নাটক রচনা ও অনুবাদ করেছেন। প্রখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের এর নাটক Le Medecin malgré Lui চাকমা ভাষায় "অয় নয় বৈদ্য" রপান্তরিত করেন যা বর্তমান পর্যন্ত বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে।

মোনঘর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি মোনঘরের একজন প্রগাঢ় হিতৈষী ছিলেন। মোনঘরে পূর্ণকালীন চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত তিনি মোনঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে গেছেন। এমনকি তাঁর পুত্র ডা: পরশ খীসাকে কোথাও চাকুরী করতে না দিয়ে মোনঘরে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। একসময় মোনঘরের ক্রান্তিকাল সময়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের সদস্য হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রয়াত ভগদত্ত খীসার পক্ষে তাঁর পুত্র ড: পরশ খীসার হাতে সন্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

প্রয়াত যোগেন্দ্র দেওয়ান

প্রয়াত যোগেন্দ্র দেওয়ান এর জন্ম আনুমানিক ১৯০০ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সালে। ১৯৭৪ সালে মোনঘর প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি রাঙ্গাপানি মৌজার হেডম্যান ছিলেন। সেই সুবাদে মোনঘরের জন্য জমি-জমা সংগ্রহ ও ক্রয়-বিক্রয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিলেন। মোনঘরের জন্য মুষ্টি চাউল সংগ্রহসহ বিভিন্ন বিষয়ে এলাকার জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করে মোনঘর প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং ভান্তেদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

প্রয়াত যোগেন্দ্র দেওয়ানের পক্ষে তাঁর পুত্র ও মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মি: রঞ্জিত দেওয়ান সন্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করেন। ক্রেস্ট প্রদান করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মি: গৌতম দেওয়ান।

শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের

গৃহী নাম লক্ষী মোহন চাকমা। পিতার নাম প্রয়াত: কৃষ্ণমণি চাকমা এবং মাতার নাম প্রয়াত: শিঙেপুদি চাকমা। জন্ম ২৮ আগস্ট ১৯৩৭ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বরকল উপজেলাধীন শুভলং ইউনিয়নের বেতছড়ি গ্রামে। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারন শিক্ষা লাভের পর পরবর্তীতে পালি ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষায় উপাধি ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৫৬ সালে পন্ডিত গিরিশ চন্দ্র কার্বারী বৌদ্ধ বিহার, শুভলং, বরকল, রাঙ্গামাটি জেলায় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাসার স্থবির এর নিকট শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। উপসম্পদা লাভ করেন ১৯৫৯ সালে। দীক্ষাগুরু হলেন প্রয়াত শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের, প্রয়াত শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের ও প্রয়াত শ্রীমৎ জ্যোতিপাল মহাথের প্রমুখ। তিনি ২৭ জানুয়ারী ২০১১ সালে উপ-সংঘরাজ উপাধি লাভ করেন।

শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে অধ্যক্ষ হিসেবে অবস্থানের পর ১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন 'মগবান শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার' এ এসে থিতু হন। এই বিহারকে কেন্দ্র করে ১৯৮২ সালে গড়ে তোলেন ***"কাচালং শিশু সদন"*** এবং অদ্যবধি এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বর্তমানে মগবান ধর্মোদয় পালিটোলের সভাপতি ও পার্বত্য ভিক্ষ সংঘের উপদেষ্টা। এ ছাড়াও তিনি পার্বত্য

ভিক্ষু সংঘ ও মোনঘর এর প্রাক্তন সভাপতি এবং মোনঘরের ক্রান্তিলগ্নে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২০০৭ সালে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড সারাদেশে যে দশজন ***"সাদামনের মানুষ"*** হিসেবে সম্মানিত করেছে, নিরহংকারী, সদালাপী, সহজ-সরল ও প্রচারবিমুখ শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের তাদের একজন। আক্ষরিক অর্থেই তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন সাদা মনের মানুষ।

শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথেরোর হাতে সন্মাননা ফলক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

মি: ফিলিপ স্টিভেন ক্রাবট্রি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ইংল্যান্ড

মি: ফিলিপ স্টিভেন ক্রাবট্রির জন্ম ২৮ জুন ১৯৪৩ সালে ইংল্যান্ডে। তিনি গণিতে স্নাতকোত্তর। দীর্ঘ বছর ধরে শিক্ষকতা করার পর ২০০১ সালে অবসর গ্রহন করেন। তিনি পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমন করেছেন এবং বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছেন। ১৯৬৬ সালে তিনি প্রথম বাংলাদেশে(তখন পূর্ব পাকিস্তান) আসেন। মোনঘরে প্রথম আসেন ২০০৯ সালে। সেই থেকে প্রতি বছরই ৩/৪ মাসের জন্য মোনঘরে আসেন এবং স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইংরেজী ও গণিত শেখান। মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি বলেছেন- পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছেন তিনি, অনেক প্রতিষ্ঠান দেখেছেন কিন্তু মোনঘরের মত প্রতিষ্ঠান দেখেন নি। তিনি মোনঘরের এক অকৃত্রিম বন্ধু ও শুভাকাংখী। মোনঘরের তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে।

মি: ফিলিপ স্টিভেন ক্রাবট্রির হাতে সন্মাননা ফলক তুলে দেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মি: গৌতম দেওয়ান।

ড. গ্রাহাম আর্থার, অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার, ইংল্যান্ড

ড. গ্রাহাম আর্থার, OBE জন্ম গ্রহন করেন ২০ জুন ১৯৪১ সালে লন্ডন, ইংল্যান্ডে। লীডস বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬৯ সালে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। Mealor Hospital, Wrexham এ তিনি ১৯৭৭ সাল থেকে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করে আসছেন এবং এই হাসপাতালে বিভিন্ন জটিল ও উপশম (critical and palliative care) যত্নসহ অনেক নুতন সেবার চালু করেছেন। দীর্ঘ সাফল্যময় কর্মজীবন শেষে, ২০১৪ সালে চিকিৎসা বিষয়ক কর্মকান্ড থেকে অবসর গ্রহন করেন।

২০০১ সালে তিনি প্রথম বাংলাদেশে আসেন এফসিপিএস পরীক্ষার একজন বহি:পরীক্ষক হিসেবে। রোটারী ক্লাবের আর্থিক সমর্থনে এবং অধ্যাপক ইকবাল ও অধ্যাপক নিজাম এর সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জটিল ও উপশম পরিসেবা ইউনিট (critical and palliative care) প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। এর স্বীকৃতি স্বরূপ, পরবর্তীতে তাঁকে সন্মাননা মূলক এফসিপিএস ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

তিনি ইংল্যান্ডে 'বাংলাদেশের শিশু' (Children of Bangladesh) নামের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুদের কল্যাণে সহায়তা করে।

ড. গ্রাহাম মোনঘরের একজন মহৎ হিতাকাংখী এবং ২০০৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর পরিদর্শন করে আসছেন। তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি ও সহায়তা মোনঘরের শিশু ও সকল আবাসিকের জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণার উৎস।

ভিসা জটিলতার কারণে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি।

মি: ভৈরব চন্দ্র কার্বারী

মি : ভৈরব চন্দ্র কার্বারীর জন্ম ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ সালে রাঙ্গামাটিতে। রাঙ্গামাটি সদরের রাঙ্গাপানি গ্রামের কার্বারী তিনি। তাঁর পিতার নাম প্রয়াত: জাম্যা কার্বারী ও মাতার নাম প্রয়াত: ভাগবী চাকমা। তিনি পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলে সন্তানের জনক।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি মোনঘরের সাথে জড়িত ছিলেন। এক সময় মোনঘর পরিচালনা কমিটির সদস্যও ছিলেন। মোনঘরের জন্য মুষ্টি চাউল সংগ্রহসহ বিভিন্ন বিষয়ে এলাকার জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করে মোনঘর প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছেন। দেশী-বিদেশী গুরুত্বপূর্ন অতিথি মোনঘর পরিদর্শনে আসলে তিনি গ্রামের ছেলে-মেয়েদেরকে একত্রিত করে মোনঘরে পাঠিয়ে দিতেন, বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন।

মি: ভৈরব চন্দ্র কার্বারীর পক্ষে তাঁর পুত্র শ্যামল মিত্র চাকমার হাতে সন্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং সভাপতি, দি মোনঘরীয়াঙ্গ মি: বিপ্লব চাকমা।

মিজ আরতি চাকমা

পিতা মৃত: নবীন ধর চাকমা, মাতা মৃত: নির্মলা চাকমা। মাঝেরবস্তি, তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১ জানুয়ারী ১৯৪৪ সালে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক সম্মাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারী হিসেবে তিনিই প্রথম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনকারী।

২১ মে ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সমাজসেবা বিভাগে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। সমাজসেবা কর্মকর্তা হিসেবে ঢাকা, টাঙ্গাইল এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় চাকুরী করেছেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সমাজ সেবা বিভাগের উপ-পরিচালক হিসেবে ২০০১ সালে তিনি অবসর গ্রহন করেন।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল থেকে তিনি মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সময় পেলে মোনঘরে বেড়াতে যেতেন এবং ভান্তেদের সাথে কুশল বিনিময় করে নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। একাধিকবার মোনঘরের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তদুপরি সমাজ সেবা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বরত অবস্থায় প্রশাসনিক কাজে তিনি সবসময়ই মোনঘরকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মোনঘর ছাড়াও তিনি অধুনালুপ্ত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন ***"পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম"***, সদর উপজেলার ***গিরিফুল শিশু সদন*** ও রাংগামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার ***কাচালং শিশু সদনের*** সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

মিজ আরতি চাকমার হাতে সন্মাননা ফলক তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং সভাপতি, দি মোনঘরীয়াঙ্গ মি: বিপ্লব চাকমা।

মি: বেলাক্কা চাকমা

জন্ম তারিখ বা সাল স্মরণ করতে পারেন না। বর্তমানে তার বয়স আনুমানিক ৮০ বছর। জন্ম রাঙ্গামাটি সদরের রাঙ্গাপানি গ্রামে। পিতার নাম প্রয়াত সুবল্যা চাকমা এবং মাতার নাম প্রয়াত মেজাঙবী চাকমা। দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক।

শুরু থেকেই তিনি মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মুষ্টি চাউল সংগ্রহ, জায়গা ক্রয়ে সহায়তা ও মোনঘর প্রতিষ্ঠায় জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করাসহ সব ধরনের উদ্যোগে বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। এমনকি তিনি তার এক ছেলেকে মোনঘরে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তখনকার সময়ে স্বল্পমূল্যে ১ (এক) একর

রের্কডকৃত জায়গা মোনঘরের কাছে বিক্রয় করেছিলেন। উক্ত জায়গায় বর্তমানে মোনঘরের প্রশাসনিক ভবন, কনফারেন্স হল ও কেন্দ্রীয় ভোজনালয় অবস্থিত।

মি: বেলক্কা চাকমার পক্ষে তার ভ্রাতুস্পুত্র মি: বাতায়ন চাকমা অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং সভাপতি, দি মোনঘরীয়ান্স মি: বিপ্লব চাকমা থেকে সন্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করেন।

প্রয়াত খচ্য চাকমা

সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায়নি। মৃত্যু বরণ করেন ১৯৭৮ সালে। মোনঘর প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি রাঙ্গাপানি গ্রামের একজন উপরিস্থ মুরুব্বী ছিলেন। রাঙ্গামাটি সদরের রাঙ্গাপানি গ্রামের আদি বাসিন্দা ছিলেন প্রয়াত খচ্য চাকমা। তাঁর পিতার নাম প্রয়াত চোরম্যা চাকমা ও মাতার নাম প্রয়াত আনন্দিনী চাকমা।

প্রয়াত খচ্য চাকমা নিরক্ষর হলেও সমাজ সচেতন ছিলেন। মোনঘরের রাঙ্গাপানি মিলন বিহারের জন্য তিনি ৩০ শতক জমি দান করেছিলেন। এ ছাড়াও খুব স্বল্পমূল্যে জমির পরিবর্তে জমি হিসেবে বর্তমানে করুণা ভবন ও হাসপাতাল সংলগ্ন জায়গাটি মোনঘরকে প্রদান করেছিলেন। প্রয়াত খচ্য চাকমা অত্যন্ত সহজ সরল ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন।

প্রয়াত খচ্য চাকমার পক্ষে তাঁর পুত্র স্বপন কুমার চাকমা অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং সভাপতি, দি মোনঘরীয়ান্স মি: বিপ্লব চাকমা থেকে সন্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করেন।

মি: কালী প্রসন্ন দাশ

সমন্বয়ক, আফজালুন্নেসা ফাউন্ডেশন, ঢাকা

হরতালের কারণে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি।

মি: আহমেদ ফারুক, রোটারী ক্লাব, কাওরান বাজার, ঢাকা

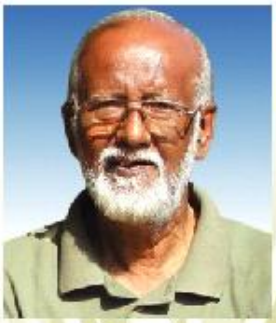

রোটারিয়ান আহমেদ ফারুক একজন বহুজাতিক কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ নির্বাহী। দেশে ও দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং জাহাজ শিল্প ব্যবসা করেছেন। এরও বাইরে, তিনি জাতি সংঘসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করেছেন। তিনি লেখাপড়া করেছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে; সেন্ট জর্জ স্কুল, নটরডেম কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সামাজিক সম্প্রীতি এবং মানব উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন তার জীবনের মূলমন্ত্র। এই ব্রতে তিনি বর্তমানে অনেক মানবতাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। এছাড়াও তিনি অনেক পেশাদারিত্ব ও সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। দীর্ঘদিন ধরে তিনি একজন রোটারিয়ান হিসাবে দেশের বিভিন্ন রোটারী ক্লাবের সাথে

জড়িত রয়েছেন এবং বর্তমানে রোটারি ক্লাব, ঢাকা, কাওরান বাজার এর সদস্য। এইডস ও পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনে তিনি দীর্ঘদিনের একজন সক্রিয় কর্মী।

রোটারিয়ান আহমেদ ফারুক ২০০৮ সাল থেকে মোনঘরের সাথে জড়িত এবং বর্তমানে মোনঘরের বিভিন্ন কার্যক্রমে একজন নিত্যদিনের সহচর। বর্তমানে তিনি ঢাকায় আদিবাসী নারীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্যোগ নিয়েছেন।

হরতালের কারণে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি।

মি: মনিস্বপন দেওয়ান

প্রাক্তন উপমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মি: মনিস্বপন দেওয়ানের জন্ম ১৯৫৪ সালে হাজারীবাগ, রাঙ্গামাটি সদরে এক সম্ভ্রান্ত চাকমা পরিবারে। তাঁর পিতা প্রয়াত শান্তিময় দেওয়ান ১৯৪৬ সালে 'কলিকাতা শ্বিবিদ্যালয়' থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তখনকার সময়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেও সরকারী চাকুরী না নিয়ে নিজেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। প্রয়াত শান্তিময় দেওয়ান ১৯৬৫ সালে প্রথম বালুখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৫ সালে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁর মা প্রয়াত বকুল বালা চাকমা ছিলেন রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।

মি: মনিস্বপন দেওয়ান রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৭১ সালে এস.এস.সি এবং ১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। এরপর তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ***'পাঞ্জাব এগ্রিকালচারেল ইউনিভার্সিটি'***, লুধিয়ানায় পড়ালেখা করেন।

তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে ১৯৯০ সালে তিনি রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালে নির্বাচিত হন রাঙ্গামাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন সুপরিচিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বও। চাকমা ভাষায় অনেক গান লিখেছেন, নিজে সুর এবং কণ্ঠ দিয়েছেন। এছাড়াও বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

ব্যস্ততার কারণে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি আসতে পারেন নি। পরবর্তীতে মোনঘরের প্রতিনিধিদল উনার বাড়ীতে গিয়ে ক্রেস্টটি প্রদান করেন।

মি: কল্প রঞ্জন চাকমা

প্রাক্তন মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মি: কল্প রঞ্জন চাকমার জন্ম ১৯২২ সালে বর্তমানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন তারাবনিয়ায়। তাঁর পিতার নাম প্রয়াত রূপসেন চাকমা এবং মাতার নাম প্রয়াত চন্দ্রমুখী দেওয়ান।

তিনি কানুনগো পাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ, চট্টগ্রাম থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৫৮ সাল থেকে ব্যবসা শুরু করেন।

১৯৫২ সালে ন্যাপ (ভাসানী)তে যোগদানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে জেলা কাউন্সিলর ও ১৯৭২ সালে আরবিট্রেশন কোর্টের চেয়ারম্যান হন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, সিনিয়র-সহ-সভাপতি ও ১৯৯০ সাল পর্যন্ত জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (সাধারন ভাবে শান্তিচুক্তি নামে পরিচিত) সম্পাদনের সময় তিনি বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন।

তিনি ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খাগড়াছড়ির আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হলে তিনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক, যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন।

তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। বর্তমানে রাঙ্গামাটির নিজ বাসভবনে অবসর জীবন-যাপন করছেন।

বার্ধক্যজনিত কারণে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি আসতে পারেন নি। পরবর্তীতে মোনঘরের প্রতিনিধিদল উনার বাড়ীতে গিয়ে ক্রেস্টটি প্রদান করেন।

মি: বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি

প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মি: বীর বাহাদুর উশৈসিং এর জন্ম ১৯৬০ সালে বান্দরবান জেলা সদরে। তাঁর পিতার নাম প্রয়াত লাল মোহন বাহাদুর এবং মাতা মা চ য়ই।

মি: বীর বাহাদুর উশৈসিং এর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু ১৯৬৫ সালে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছাত্রলীগের সাথে জড়িত। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মি: বীর বাহাদুর উশৈসিং ২০০২ সালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জাতীয় সংসদে সরকারী সংসদীয় দলের হুইপ নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৯ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার পরিষদ, বান্দরবান জেলার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির পূর্বে এ সংক্রান্ত সংলাপ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৯৮ সালে প্রথম বারের মত উপমন্ত্রীর মর্যাদায় এবং ২০০৮ সালে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ছাত্র জীবন থেকেই খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় মনোযোগী ছিলেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং বাংলাদেশ ফুটবল রেফারী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মি: বীর বাহাদুর উশৈসিং ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯৬ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সপ্তম, অষ্টম, নবম, এবং সর্বশেষ ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বান্দরবান সংসদীয় আসন (৩০০ নং আসন) থেকে টানা পঞ্চম বারের মত জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মি: বীর বাহাদুর উশৈসিং বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

সূত্র: তথ্য ও ছবি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সরকারী ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহিত ও সংক্ষেপিত। www.mochta.gov.bd

ব্যস্ততার কারণে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি আসতে পারেন নি। পরবর্তীতে মোনঘরের প্রতিনিধিদল উনার বাড়ীতে গিয়ে ক্রেস্টটি প্রদান করেন।

পার্টাজ, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, ফ্রান্স।

১৯৭৩ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তু শরণার্থী ও শিশুদের সহায়তা করার জন্য, একটি কনসার্টের মাধ্যমে যোগাড় করা যৎসামান্য তহবিল নিয়ে ফ্রান্সে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা পার্টাজ (Partage) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পার্টাজ ফ্রান্সের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারী সাহায্য সংস্থা। ১৯৮১/৮২ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পার্টাজ অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম, মোনঘর ও ঢাকাস্থ বনফুল শিশু সদনে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছিল।

মি: নির্মলেন্দু ত্রিপুরা

মি: নির্মলেন্দু ত্রিপুরার জন্ম ১৯৩৭ সালে পুরাতন রাঙ্গামাটির ত্রিপুরা পাড়ায়-যা এখন কাপ্তাই হ্রদের পানিতে নিমজ্জিত। পিতা মৃত: অঞ্জরায় ত্রিপুরা, মাতা মৃত: বীরবালা ত্রিপুরা।

তিনি রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক (এস.এস.সি) পাস করেন ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৬ সালে স্যার আশুতোষ কলেজ, কানুনগো পাড়া, চট্টগ্রাম থেকে আই.কম(এইচ.এস.সি) পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বি.কম(সম্মান), এম.কম ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৬১ সালে।

শিক্ষা জীবন শেষ হওয়ার পরপরই তিনি চাকুরীতে যোগদান করেন ১৯৬১ সালে ***'জুনিয়র অফিসার'*** পদে বর্তমানে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে। ১৯৬৪ সালে পদোন্নতি পেয়ে ***'সহকারী পরিচালক'*** হিসেবে যোগদান করেন বিসিকের প্রধান কার্যালয়ের ডিজাইন সেন্টারে।

১৯৭৪ সালে কুটির শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প-পার্বত্য চট্টগ্রাম এর ***'উপ-পরিচালক'*** হিসেবে রাঙ্গামাটিতে বদলী হয়ে আসেন। মূলত: তার হাতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে কুটির শিল্পের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। রাঙ্গামাটিতে চাকুরীরত অবস্থায় পদোন্নতি হয় উপ-মহাব্যবস্থাপক হিসেবে ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৯ সালে কুটির শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসে ***'আঞ্চলিক পরিচালক'*** হিসেবে যোগদান করেন। আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহন করেন।

নিভৃতচারী ও নিরহংকারী মি: নির্মলেন্দু ত্রিপুরা তিন কন্যা সন্তানের জনক। তিন কন্যা ডা: লোপা ত্রিপুরা, দোলা ত্রিপুরা ও প্রজ্ঞা জুঁই ত্রিপুরা -সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি রাঙ্গামাটিতে ***'ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশন'*** এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এক সময় তিনি মোনঘর পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন।

মি: ত্রিপুরা বর্তমানে রাঙ্গামাটি শহরের কালিন্দিপুরে নিজ বাড়ীতে সহধর্মিনী মিসেস কারুবালা ত্রিপুরাকে নিয়ে অবসর জীবন-যাপন করছেন।

শারিরীক অসুস্থতার কারণে তিনি সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করতে পারেন নি। পরবর্তীতে মোনঘরের প্রতিনিধিদল উনার বাড়ীতে গিয়ে ক্রেস্টটি প্রদান করেন।

অধ্যাপক ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা, মাননীয় উপাচার্য, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমার জন্ম ১ জানুয়ারী ১৯৫৫ সালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের খবংপড়িয়া গ্রামে। পিতার নাম মৃত সুরেন্দ্র মোহন চাকমা এবং মাতার নাম মৃত উমাবতি চাকমা।

শিক্ষা জীবন শুরু খরংপড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (১৯৬৩ সাল পর্যন্ত)। তিনি ১৯৬৯ সালে খাগড়াছড়ি হাই স্কুল থেকে (বর্তমানে সরকারী) এস.এস.সি (মানবিক) প্রথম বিভাগে এবং ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ থেকে এইচ.এস.সি (বাণিজ্য) প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এর পর ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবস্থাপনা বিভাগে হতে বি.কম (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৫ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগ থেকে এম.কম ডিগ্রি অর্জন করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৮৪ সালে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়া থেকে পিএইচডি (ব্যবস্থাপনা) ডিগ্রি অর্জন করেন।

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন বোর্ড,' ঢাকায় সহকারী পরিচালক হিসেবে কয়েক মাস চাকুরী করেন। এরপর ৫ অক্টোবর ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৮৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৯৬ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে প্রেষণে 'রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ সরকার অধ্যাপক চাকমাকে নিয়োগ প্রদান করে যা এখনো অব্যাহত আছে এবং এর পর ১৩ জানুয়ারী ২০১৪ হতে বাংলাদেশ সরকার 'রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' এর উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

মোনঘরের পরিচালনার সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন মেয়াদে মোনঘর এবং ঢাকাস্থ বনফুল শিশু সদন ও পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ন পদে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। ১৯৯৮-২০০০ সালে মোনঘর এবং বনফুল শিশু সদনের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট অন্তরবর্তীকালীন কমিটিতে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।

একমাত্র পুত্র অনিক চাকমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ পাশ করে বর্তমানে ঢাকায় বেসরকারী কোম্পানীতে চাকুরী করছেন। অধ্যাপক চাকমা বর্তমানে ছেলে ও পুত্রবধুসহ ঢাকাতেই বসবাস করছেন।

ব্যস্ততার কারণে অধ্যাপক চাকমা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

মি: কর রতন কার্বারী,

মি: কর রতন কার্বারীর জন্ম ১২ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে। তাঁর পিতার নাম প্রয়াত দুর্গা চরণ কার্বারী ও মাতার নাম প্রয়াত পহন চোগী চাকমা।

রাঙ্গাপানি গ্রামের কার্বারী হিসাবে মি: কর রতন কার্বারী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং যেকোন সংকট মূহুর্তে সহযোগিতা প্রদান করে এসেছেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে মোনঘরের ভাবনা কেন্দ্র ও মোনঘর প্রি-ক্যাডেট স্কুলের জায়গায় যোগেন্দ্র দেওয়ান পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছিল এবং স্কুলের বর্তমান জায়গাটি অদল-বদল করার কারণে উক্ত জায়গাটি খুব স্বল্পমূল্যে মোনঘরের নিকট বিক্রয় করেছিলেন। মোনঘর প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি সবসময় মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তিন ছেলে ও তিন মেয়ে সন্তানের জনক। তার সহধর্মিনীর নাম স্বর্ন লতা চাকমা।

মি: কর রতন কার্বারীর পক্ষে তাঁর পুত্র সোনা ধন চাকমা, যিনি মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্রও, অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মি: গৌতম দেওয়ান এর কাছ থেকে সন্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করেন।

প্রয়াত গোলারাম কার্বারী

প্রয়াত গোলারাম কার্বারীর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক সাল পাওয়া যায়নি। পিতার নাম প্রয়াত: ছাবারা চাকমা এবং তার সহধর্মিনীর নাম প্রয়াত: গোলাবী চাকমা। তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান এখন আর বেঁচে নেই।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি মোনঘরকে সহযোগিতা করেছিলেন। মুষ্টি চাউল সংগ্রহ, জায়গা ক্রয়ের জন্য সহযোগিতা করে তিনি স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছিলেন। এছাড়াও এলাকার জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করে মোনঘর প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রয়াত গোলারাম কার্বারীর পক্ষে তাঁর নাতি মি: সুজন চাকমা (কুলচন্দ্র), মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র সন্ন্যাননা ক্রেস্ট গ্রহন করেন। ক্রেস্ট প্রদান করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মি: গৌতম দেওয়ান।

মি: সুগত চাকমা (ননাধন)

জন্ম রাঙ্গামাটি, শনিবার, ২৪ মার্চ, ১৯৫১ সালে। তাঁর পিতার নাম দেবব্রত চাকমা এবং মাতার নাম সরলা চাকমা। তিনি ১৯৭৬ সালে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এস.সি ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আধুনিক ভাষা বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল, "পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষা।"

বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও তিনি ছাত্র জীবন থেকে লেখালেখি করতেন। প্রচুর গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, গান রচনা করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ ও বই তিনি লিখেছেন। একাধারে তিনি কবি, গীতিকার, নাট্যকার, সাহিত্যিক ও গবেষক। রাঙ্গামাটির মোনঘরের প্রাত:সঙ্গীত ***"আমা জাগা আমা ঘর, আমা বেগ মোনঘর"*** তিনিই রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ***"জুম্মবি কমলে হাদিবে ম ধাগত"*** চাকমা গানটি এখনো সমান জনপ্রিয়। ***"হিল্ল মিলাভুয়া জুমত যায়দে"*** গানটি তিনি রচনা করেছেন এবং এই গানটি দিয়ে চাকমা জুম নৃত্য প্রথম কম্পোস করেন ১৯৭২ সালে। তাঁর রচিত প্রথম চাকমা নাটক ***"ধেঙা বৈদ্য"*** রাঙ্গামাটিতে প্রথম মঞ্চস্থ করা হয় ১৯৭৮ সালে।

চাকুরীকালীন সময়ে তিনি অনেক গবেষণামূলক বই, ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছেন এবং বর্তমানেও করছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ক) উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা (উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট), খ) বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য, গ) বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, ঘ)পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, ঙ) রাধামন ধনপুদি ইত্যাদি। তিনি বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রের নিবন্ধিত একজন গীতিকার। এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা এর আজীবন সদস্যসহ বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে এখনো জড়িত আছেন।

তাঁর লেখা প্রকাশিত বই সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি (উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ২০০৯), পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা (উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৮), চাকমা রূপকথা(বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪), বাংলাদেশের উপজাতি (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫), চাকমা পরিচিতি (রাঙ্গামাটি, ১৯৮৩), চাকমা-বাংলা অভিধান (রাঙ্গামাটি, ১৯৭৩), পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি (ঢাকা, ১৯৮৬), ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি: চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি)।

চাকুরী জীবনে তিনি প্রথমে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট) ও কয়েক বছর কক্সবাজারে একই ইনস্টিটিউতে চাকুরী করেছেন। সর্বশেষ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট), রাঙ্গামাটি থেকে পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহন করেন ২০০৯ সালে। অবসর গ্রহন এর পরেও এখনো লেখালেখি ও গবেষণা সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন।

সহধর্মিনী মিসেস শীলা চাকমা, পুত্র সুবর্ণ চাকমা ও কন্যা শ্রাবন্তী চাকমাকে নিয়ে বর্তমানে কলেজ গেইট, মন্ত্রীপাড়ায় রাঙ্গামাটিতে অবসর জীবন-যাপন করছেন।

সুগত চাকমার হাতে সন্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

প্রয়াত হুলো রাম চাকমা

প্রয়াত হুলোরাম চাকমা আনুমানিক ১৯০০ সালের প্রথম দিকে রাঙ্গাপানি গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১৯৭৮/৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতার নাম প্রয়াত: অরচন্দ্র চাকমা। তিনি পাঁচ ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিন মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মোনঘরের জন্য জায়গা ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন। এছাড়াও মুষ্টি চাউল সংগ্রহ, জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে মোনঘরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বর্তমানে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় ও টেম্মাংশালা বা প্রেসিডেন্ট ভবনের জায়গাটি স্বল্পমূল্যে মোনঘরের নিকট বিক্রয় করেছিলেন।

প্রয়াত হুলোরাম চাকমার পক্ষে তাঁর পুত্র মি: বীর চাকমা সন্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করেন। ক্রেস্ট প্রদান করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মি: গৌতম দেওয়ান।

মি: নীল রতন চাকমা

শ্রী নীল রতন চাকমা তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ স্মরণ করতে পারেননি, তবে বর্তমান বয়স ৭৫ এর কাছাকাছি। পেশায় কৃষক। পিতার নাম প্রয়াত: বরাক্ক্যা চাকমা এবং মাতার নাম প্রয়াত: নুওমিনি চাকমা। বর্তমানে ভেদভেদী, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটিতে বসবাস করছেন। মোনঘরের লোক-জনদের কাছে তিনি মাজন্যা (মহাজন) নামে পরিচিত।

পারিবারিক জীবনে তিনি পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে সন্তানের জনক। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখনকার সময়ে তিনি মোনঘরের জন্য মুষ্টি চাউল সংগ্রহ থেকে শুরু করে সকল কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। তিনি এক সময় মোনঘর পরিচালনা কমিটির সদস্যও ছিলেন। খুব স্বল্পমূল্যে তিনি মোনঘরের নিকট বর্তমানে আলোক ভবনের জায়গাটি বিক্রয় করেছিলেন।

শারিরীক অসুস্থতার কারণে তিনি সন্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করতে পারেন নি। পরবর্তীতে মোনঘরের প্রতিনিধিদল উনার বাড়ীতে গিয়ে ক্রেস্টটি প্রদান করেন।

মিসেস লতিকা তালুকদার

জন্ম ১০ জানুয়ারী ১৯৪৭ সালে। পিতার নাম মৃত: ধনঞ্জয় তালুকদার ও মাতার নাম মৃত: পুন্যবতী তালুকদার। বর্তমানে মাঝেরবস্তি, তবলছড়ি রাঙ্গামাটি সদরে অবসর জীবন-যাপন করছেন।

কর্ম জীবন শুরু ১৯৭১ সালে রিজার্ভ বাজারস্থ নিউ রাঙ্গামাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে। দু'বছর চাকুরী করার পর চাকুরী ছেড়ে দেন। এরপর রাঙ্গমাটিস্থ সি.বি.সি- তে শিক্ষিকার পদে নিয়োগ পেলেও তাতে যোগদান না করে ১৯৭৪ সালে প্রীতি কুমার চাকমা, স্নেহময় চাকমা, বিনয় চাকমা, সুভাষ সদয় চাকমা এবং মৃদু ময় চাকমাসহ কয়েকজন বন্ধু মিলে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে কমলছড়িতে একটি জুনিয়র উচ্চবিদ্যালয় খোলার সিদ্ধন্ত গ্রহন করেন। নিজেরাই বিদ্যালয় তৈরীর জন্য গাছ, বাঁশ থেকে শুরু করে যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে গ্রামবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় একটি বিদ্যালয় দাঁড় করান। সেখানে প্রথমে সহকরী শিক্ষিকা, পরে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ও পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮১ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর একমাত্র ছেলে জকি জন্ম নেওয়ার পর আর কমলছড়িতে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এর পরেও কমলছড়ির গ্রামবাসী তথা স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে এক বছরের বেতন ভাতা ইত্যাদি তাঁর ঘরে পৌছে দিয়েছিলেন। এ সময়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রস্তাব আসা সত্বেও অপারগতা প্রকাশ করেন। ঠিক এমন এক সময়ে মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার শ্রদ্ধেয় বিমল তিষ্য ভান্তে ও শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ ভান্তের অনুরোধে ১ জানুয়ারী ১৯৮২ সালে অধ্যক্ষা হিসেবে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তখন মোনঘর বিদ্যালয় বলতে ছিল কয়েকটা বেড়া দিয়ে তৈরী কয়েকটি শ্রেণী কক্ষ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০০ এর কাছাকাছি। মোনঘরের স্বার্থে তখন জুতো সেলাই থেকে চন্ডি পাঠ পর্যন্ত তাঁকে করতে হয়েছে। সুদীর্ঘ চাকুরী জীবনের ২০০৭ সালে ৯ জানুয়ারী মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা হিসেবে তিনি অবসর গ্রহন করেন। মোনঘর অদুর ভবিষ্যতে আরো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে আরোহন করুক এবং মোনঘর সম্মানের সহিত অনন্তকাল বেঁচে থাকুক পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর একান্ত প্রার্থনা।

বর্তমানে স্বামী সুভাষ সদয় চাকমা এবং একমাত্র পুত্র জকি চাকমাকে নিয়ে অবসর জীবন-যাপন করছেন।

মিসেস লতিকা তালুকদারের হাতে সন্মাননা ফলক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

প্রয়াত কান্ত চাকমা

প্রয়াত কান্ত চাকমার জন্ম রাঙ্গামাটি সদরের রাঙ্গাপানি গ্রামে আনুমানিক ১৯১০ সালের প্রথম দিকে এবং মৃত্যু ১৯ জানুয়ারী ২০০০ সালে। পিতার নাম প্রয়াত চরপ্যা চাকমা, মাতার নাম প্রয়াত বাক্কনী চাকমা এবং সহধর্মিনীর নাম প্রয়াত চিক্কবী চাকমা। তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জনক ছিলেন।

প্রয়াত কান্ত চাকমা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরাসরি মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এক সময় মোনঘর পরিচালনা কমিটির সদস্যও ছিলেন। তখনকার সময়ে মোনঘরের জন্য মুষ্টি চাউল সংগ্রহসহ এলাকার জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছিলেন। বর্তমানে মোনঘরের খেলার মাঠটি (আনুমানিক ৫০/৬০ শতক) মোনঘরকে দান করেছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র মি: কালা চাকমা বেঁচে আছেন।

প্রয়াত কান্ত চাকমার পক্ষে তাঁর নাতি মি: পলাশ কুসুম চাকমা, মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান সন্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করেন। সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মি: গৌতম দেওয়ান।

প্রয়াত সুহৃদ চাকমা

জন্ম ২০ জুন ১৯৫৮ সালে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি গ্রামে। তার ডাক নাম লক্ষণ। গ্রামের বাড়ীতে তিনি লক্ষণ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। পিতা প্রফুল্ল চাকমা ও মাতা ফুলেশ্বরী চাকমা (দেনি) এর তিন ছেলে ও চার মেয়ে সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। তিনি শিক্ষা জীবন শুরু করেন তার পাশের গ্রামের উদাল বাগান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহন করেন দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে। তিনি ১৯৭৫ সালে এস.এস.সি. এবং ১৯৭৭ সালে এইচ.এস.সি. পাস করেন। ১৯৮১ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৮২ সালে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন 'পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম' এর 'অনাথ আশ্রম আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়' এ স্বস্ত্রীক সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে তার কর্ম জীবনের শুরু। সেখানে কিছু দিন চাকুরী করার পর ১৯৮৩ সালে রাঙ্গামাটির মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে স্বস্ত্রীক সহকারী শিক্ষক হিসেবে বদলী হয়ে আসেন। পরবর্তীতে মোনঘরের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করেন।

কবি সুহৃদ চাকমা, চাকমা ভাষা ও সাহিত্যে একটি অতিপরিচিত নাম। চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্ষণজন্মা সুহৃদ চাকমা ছিলেন একাধারে কবি, প্রবন্ধকার, গল্পকার, গীতিকার, গবেষক ও সমালোচক এবং একজন সফল সংগঠকও। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত রাঙ্গামাটির অনন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন 'জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল' সংক্ষেপে জাক এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। জাক আজ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠিসমূহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, বিকাশ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

তার লেখা বিভিন্ন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও সাহিত্য সমালোচনা বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন পত্রিকা ও লিটন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। তার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ ***'বাগী'*** প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯৮৭ সালে। ক্ষণজন্মা এই গুণী ও মেধাবী কবি সুহৃদ চাকমা ১৯৮৮ সালের ৮ আগস্ট মোনঘরের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরতরত অবস্থায় আমাদের কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে যান। হারিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সহধর্মিনী অর্চনা তালুকদার, নাবালক শিশু পুত্র সুভদ্র চাকমা ও কন্যা সুস্বনা চাকমাকে রেখে গেছেন।

প্রয়াত সুহৃদ চাকমার পক্ষে তার সহধর্মীনি মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মিসেস অর্চনা তালুকদার ব্যক্তিগত অসুস্থতার কারণে সন্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করতে পারেন নি। পরবর্তীতে মোনঘরের প্রতিনিধিদল উনার বাড়ীতে গিয়ে ক্রেস্টটি প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের সন্মাননা ফলক প্রদান পর্বের পরে মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দসহ সন্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তাঁদের বক্তব্যের মূল বিষয় সমূহ সারাংশ আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

মিজ আরতি চাকমা

বক্তব্য রাখছেন মিজ্ আরতি চাকমা

মোনঘর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে। আসলে মোনঘর আমার সত্বা। মা যেভাবে নিজের ছেলেকে লালন করে আমিও মোনঘরের জন্য সেভাবে করেছি। আমি মোনঘরের সাথে প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ১৯৭৪ থেকে জড়িত ছিলাম। বিমল ভান্তে, প্রজ্ঞানন্দ ভান্তের বয়স তখন কম ছিল আর আমি ছিলাম চাকুরীজীবী। বিমল ভান্তে ও প্রজ্ঞানন্দ ভান্তেসহ আমরা মোনঘরের জন্য জায়গা দেখতে এসেছি। তখন মোনঘরের জায়গা ছিল পাহাড়-জঙ্গলাকীর্ণ। কোন রাস্তা-ঘাট ছিল না। আমি প্রথমে শংকিত ছিলাম আসলে আমরা কি পারবো? কিন্তু বিমল ভান্তে, প্রজ্ঞানন্দ ভান্তেসহ এলাকার জনসাধারনের সকলের আন্তরিক সহয়োগিতায় মোনঘর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের

বক্তব্য রাখছেন শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের

মোনঘরের আজকের এই ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আমি সকলের মঙ্গল কামনা করি। বুদ্ধ জ্ঞানে, ধর্ম জ্ঞানে, সংঘ জ্ঞানে আপনারা সবাই জ্ঞানী হোন এই কামনা করে, আপনাদের সবাইকে শুভাশীর্বাদ জানাচ্ছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করছি। আমি আমার স্বরচিত একটি কবিতা আপনাদের সামনে পাঠ করে শুনাবো।

বিশ্বভরা বিশ্ব ভূবন মাঝে জন্মেছে,
তারাতো বুঝেনা, কিভাবে মানুষের মতন মানুষ হবে,
শিশুকালে থাকে শুধু খেলা-ধুলা, খাওয়া-দাওয়া, হাসি-কান্না
আরো থাকে ঘুম।
কিন্তু কিভাবে মানুষের মতন মানুষ হবে
থাকেনা তাদের সে গুন।
যারা জ্ঞানী-গুনী মহাজন,
সকল শিশু কিভাবে মানুষের মতন মানুষ হবে
চিন্তা করেন সর্বক্ষণ।

জ্ঞানী-গুণী যেখানে
সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণ হয় সেখানে।
বনের ফুল বনে ফোটে বনে ঝড়ে যায়
সেই ফুল রাখিব যতনে
দেশ ও জাতির কল্যাণের তরে রাখিব যতনে------

আসুন আমরা সবাই মিলে অনাথ-অসহায় শিশুদের পাশে এসে দাঁড়াই এবং তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মত মৌলিক সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদেরকে মানুষের মতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই। মোনঘরের অনেক ছাত্র-ছাত্রী মানুষের মত মানুষ হয়ে সমাজে গুরুত্ব পূর্ন অবদান রাখছে। আমি আজ মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী ভান্তের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মোনঘর আরো উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক এই কামনা করি।

মি: ফিলিপ ক্রাবট্রি

বক্তব্য দিচ্ছেন মি. ফিলিপ ক্রাবট্রি

আমি জানতাম না আমাকে ভাষণ দিতে হবে। আমি মোনঘরের বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত এবং এজন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ৪০ বছর ধরে যারা মোনঘরের জন্য কাজ করেছেন এবং এখনো করছেন, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি স্থানীয় কোন ভাষা জানি না শুধু ইংরেজী পারি, আশা করি আপনারা ভাববেন না যে, সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এসে এই বুড়ো কি বলছে। আমি ১৯৬৬ সালে প্রথম বাংলাদেশে আসি এবং ২০০৯ সাল থেকে মোনঘর সম্পর্কে আমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনেছি। ২০১০ সাল থেকেই প্রত্যেক বছর আসছি এবং আমার সাধ্যমত চেষ্টা করি মোনঘরের জন্য কিছু করতে। আমি স্কুলে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদেরেকে ইংরেজী ও অংক শিখাই। আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়ে গ্রহন করেছেন সেজন্য আমি ধন্য। আপনারা মনে রাখবেন আমি কোনদিনই মোনঘরের কথা ভুলতে পারবো না। আমি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি কিন্তু মোনঘরের মত কোন প্রতিষ্ঠান দেখিনি এবং এখানকার লোকদের অতিথি পরায়নতা ও সরলতা দেখে আমি মুগ্ধ। এখানে এসে আমি কত জনের বাড়ীতে যে নিমন্ত্রন খেয়েছি তার হিসাব দিতে পারবো না। আপনারা জানেন আমি এখানে আসলে ভাবনা কেন্দ্রে থাকি এবং কিছু লোকের সাথে কথা হয়। বুদ্ধ দত্ত ভান্তে না থাকলে হয়তো আমার মোনঘরে থাকা ও আসা সম্ভব হতো না, সেজন্য আমি বুদ্ধদত্ত ভান্তেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে পড়াই কিন্তু থাকি ভাবনা কেন্দ্রে। সেখানকার ছাত্রসহ সকলের কথা ভূলতে পারবো না। বুদ্ধদত্ত ভান্তের করে দেয়া দশ/বার জনের গ্রুপের ছেলেদের সাথে কথা বলে আমি তাদের বুঝাতে পেরেছি যে, ইংরেজীতে কথা বলতে কোন সংকোচ করা উচিত নয়। আমি লক্ষ্য করেছি ছাত্রদের ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে জড়তা অনেকটা কেটে গেছে সেজন্য আমি আনন্দিত। স্কুল সময়ে ক্লাশ নেয়ার সময় শিক্ষক অরূপন বড়ুয়া আমাকে সাহায্য করেছেন, সবসময় আমার সাথে ক্লাশে গেছেন এবং সেজন্য ছাত্ররা উপকৃত হয়েছে বলেও আমি মনে করি। আমি যখন একা একা ক্লাশ করি তখন অনেক ভাষাগত সমস্যা হতো কিন্তু তা সত্বেও এতে ছাত্ররা উপকৃত হয়েছে। আমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঝিমিত বাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁর আন্তরিক সহযোগিতার জন্য। এখানে মোনঘরের নির্বাহী পরিচালক অশোক এর কথাও স্মরণ করি। আর যদি কারো নাম বাদ পড়ে যায় আমাকে মাফ করবেন। আমি মোনঘরের সবাইকে ভালোবাসি, মোনঘরকে ভালোবাসি। সবাইকে ধন্যবাদ।

মি: পলাশ কুসুম চাকমা

বক্তব্য রাখছেন মি. পলাশ কুসুম চাকমা

১৯৭৪ সালে মিলন বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই সাথে মোনঘরও প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী ভান্তে পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম থেকে মোনঘরে পাঠিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রিয়তিষ্য ভান্তেকে। পরে শ্রদ্ধেয় সুদর্শী ভান্তে, শ্রদ্ধেয় জিনপাল ভান্তে, শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধালংকার ভান্তেসহ আরো অনেকে এসেছেন। আজকের অনুষ্ঠানে মোনঘর প্রতিষ্ঠায় যারা অবদান রেখেছেন, যারা জীবিত আছেন ও যারা মারা গেছেন আমি তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি। আজকের অনুষ্ঠানে মোনঘর প্রতিষ্ঠায় যারা ভুমিকা পালন করেছেন তাঁদেরকে সম্মাননা প্রদান করার জন্য আমি মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে উপস্থিত সকল গুণীজন ও সুধীবৃন্দকে মোনঘরের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে এবং উপজেলা পরিষদ পক্ষ থেকে সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডা: পরশ খীসা

বক্তব্য রাখছেন ডা. পরশ খীসা

মোনঘর আমার বাবাকে ভূলে যায়নি বলে আমি মোনঘরের প্রতি কৃতজ্ঞ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক মি: কীর্তি নিশান চাকমা অনেক বলে দিয়েছেন। কাজেই আমি এর চাইতে আর কিছু বলতে চাই না। এই ডাইনিং হলে এলে আমার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যায়। মোনঘরের দিনগুলো ছিল আমার জীবনের সোনালী অধ্যায়। দি মোনঘরীয়ান্সের প্রথম পুর্নমিলনী অনুষ্ঠানেও বলেছিলাম এবং আজও বলছি একটি স্মৃতিচারণামূলক পর্ব রাখা যেখানে কোন সভাপতি থাকবে না সবাই মন খুলে কথা বলতে পারবে। আজ অনেক প্রাক্তন ছাত্র আমাকে সেই পুরনো স্মৃতির কথা বলেছেন। মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে আমার একটি লেখা ছাপানো হয়েছে, সেখানে আমি আমার জীবনের সোনালী অধ্যায়ের কথা লিখেছিলাম। লেখাটি ছাপিয়ে দেয়ার জন্য আমি মোনঘর এবং দি মোরনঘরীয়ন্সকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মি: সুগত চাকমা (ননাধন)

বক্তব্য দিচ্ছেন মি. সুগত চাকমা (ননাধন)

আমাকে আজ যে সম্মাননা দেয়া হয়েছে এ জন্য আমি মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্স এর নিকট কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মোনঘরের মেধাবী ছাত্ররাই আজ মোনঘর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি যখন প্রথমে মোনঘরে আসি তখন ১০/১২ জন ছাত্র ছিল, তারা থাকতো বাঁশের তৈরী চৌকিতে। শ্রদ্ধেয় ভান্তেরা আমাকে মোনঘরের গানটি লিখে দিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁদের স্বপ্ন ছিল মোনঘর একদিন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের শান্তি নিকেতনের মতন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ১৯৭৮ আমি গানটি রচনা করি, এর পরে ৪ বছর পর গানটির শেষ স্তবকটি রচনা করি।

কুমার চাঁদ রায়

বক্তব্য প্রদান করছেন কুমার চাঁদ রায়

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করতে পেরে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আমাদের চাকমা রাজা বাবু, আমার স্নেহভাজন ছোট ভাই গতকাল ফোন করে আমাকে জানালেন, মোনঘরের পক্ষ থেকে প্রয়াত ত্রিদিব রাজা ও রাজমাতা আরতি রায়সহ অনেক গুনীজনকে সম্মাননা দেয়া হবে। আমি যেন বাবার পক্ষে সেই সম্মাননা গ্রহন করি। আমি যার পক্ষে সম্মাননা গ্রহন করতে এসেছি তিনি সরাসরি মোনঘরে না আসলেও ১৯৯১ সালে কোলকাতায় মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বিমল তিষ্য ভান্তে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বোধিচরিয়ায় আমার বাবা রাজা ত্রিদিব রায়কে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছিল এবং তিনি সেখানে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করছে দেখে খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে (Departed Melody) তিনি তা উল্লেখ করেছেন। আমার প্রয়াত বাবাকে সম্মানিত করায় এবং এ রকম একটি মহতী অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য মোনঘর কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মি: গৌতম দেওয়ান, বিশেষ অতিথি

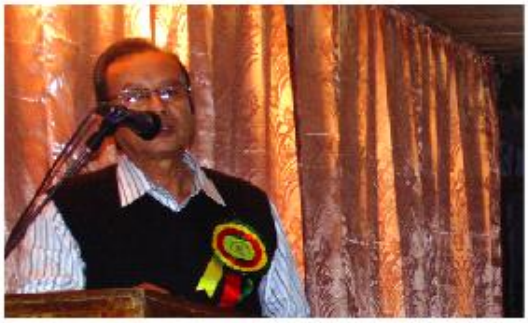
বিশেষ অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন মি. গৌতম দেওয়ান

মোনঘরে আমি বহুবার এসেছি এবং যতবার আসি মনে হয় নিজের প্রতিষ্ঠানে এসেছি। আজো তেমন মনে হ''ছ। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মোনঘর। ৪০ বছর আগে কিন্তু রাঙ্গামাটির পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন, তখন রাঙ্গামাটিতে কলেজ ছিল একটি, এখন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী ভান্তে ৪০ বছর আগে সেই কাজটিই করেছিলেন। ৪০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী ভান্তে তাঁর সাক্ষাতকারে বলেছেন, নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি সাধারন শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে এবং মোনঘর সেই কাজটিই করছে। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যমন্ডলীরা শ্রদ্ধেয় বিমল তিষ্য ভান্তে, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধালংকার ভান্তেসহ সকলের ঐকান্তি প্রচেষ্টার ফসল আজকের মোনঘর। আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রাজা দেবাশীষ রায়, প্রধান অতিথি

যাদের জন্য এ অনুষ্ঠান আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যখন ছোট ছিলাম ফুটবল খেলার জন্য রাঙ্গাপানিতে আসতাম, তখন অনেক সময় লাগতো আর এখন কয়েক মিনিটের রাস্তা। তখনকার রাঙ্গাপানি এখনকার রাঙ্গাপানি এক নয়। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত দীঘিনালার পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমটি ১৯৮৬ সালে ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সময় রাঙ্গামাটি থেকে দীঘিনালায় যেতে তিন দিন সময় লাগতো। ছোটবেলায় আমিও কয়েকবার দীঘিনালায় গিয়েছিলাম।

মোনঘরের পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্ররা এবং তা এত সহজ কথা হয়। ৪০ বছর আগে

প্রতিষ্ঠিত মোনঘর থেকে শুধু মাত্র শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী বের হয়নি অমি মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মোনঘর একটি মডেল। ভান্তেরা এবং শিক্ষকরা মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মৌলিক শিক্ষা-ই দিয়েছিলেন। বুদ্ধের বাণী হচ্ছে মৈত্রী, অহিংসা, সুশিক্ষিত হওয়া, পুজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করা এবং তা' সকলের জন্য পালনীয়।

প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করছেন চাক্‌মা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়

আমার কিছু স্বপ্ন আছে, সাথে দু:স্বপ্নও। কেন মোনঘরে আসলে ভালো লাগে, এখানে গাছ-পালা আছে একটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল আছে, মোনঘরের শিক্ষকরা অনেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও লেখালেখিতে জড়িত। মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবে না, সবাই উচ্চ শিক্ষিত হবে না। স্কুল থেকে ঝরে পড়া ছাত্রদের জন্যও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে। আগে মোনঘরে ভর্তি হলে কোন টাকা লাগতো না, এখন টাকা দিতে হয় কিন্তু তবুও মোনঘরে পড়তে চায়, এটা অবশ্যই মোনঘরের ভালো দিক। মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাপারে তাদেরকেই চিন্তা করতে হবে। এ রকম একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য মোনঘর ও দি মোনঘরীয়ন্সকে ধন্যবাদ জানাই।

মি: বিপ্লব চাকমা, অনুষ্ঠানের সভাপতি ও সভাপতি দি মোনঘরীয়ান্স

পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম ও মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠায় সহায়তা-ভূমিকা পালনকারী সকল গুণীজন সকলকে মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা অনেকের পরামর্শ ও উপদেশ শুনেছি আমরা চেষ্টা করবো সেগুলো অনুস্মরণ করতে। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় এক কথায় মোনঘরের ভিশন কি? আমি এক কথায় বলবো - শিক্ষিত সমাজ তৈরী করা। শিক্ষিত সমাজ গড়তে গুনগতমানসম্পন্ন শিক্ষা জরুরী। তাই আমাদের সবাইকে চেষ্টা করতে গুনগতমান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য।

সভাপতির ভাষণ প্রদান করছেন মি. বিপ্লব চাক্‌মা

দ্বিতীয় দিন, ১৭ জানুয়ারী ২০১৫, শনিবার

প্রথম অধিবেশন সকাল ৯.০০ ঘটিকা

৯.০০-১০.৩০ : দি মোনঘরীয়াঙ্গের বার্ষিক সাধারন সভা

দি মোনঘরীয়াঙ্গের সভাপতি মি: বিপ্লব চাকমা কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নিয়ে মঞ্চে উঠেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে জানান যে, বর্তমান কমিটি ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর গঠন করা হয়েছিল। সেই হিসাবে ৮ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। কাজেই আজকের অধিবেশনে ২০১৫-১৭ সালের জন্য তিন বছর মেয়াদি কার্যকরী কমিটি গঠন করতে হবে এবং বর্তমান কমিটির বিগত তিন বছরের (২০১১-১৪) সালের কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও আর্থিক হিসাব-নিকাশ দাখিল করা হবে। তিনি কমিটির সাধারন সম্পাদক মি: নন্দ কিশোর চাকমাকে কার্যকরী কমিটির কার্যক্রম ও আর্থিক হিসাব-নিকাশ উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান।

দি মোনঘরীয়াঙ্গের বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৫

সাধারন সম্পাদক মি: নন্দ কিশোর চাকমা সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে কার্যকরী কমিটির কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও আর্থিক হিসাব নিকাশ তুলে ধরেন। তিনি আরো জানান বিগত কমিটির কার্যক্রমের ও আর্থিক প্রতিবেদনের ন্যায় এবারও একটি বুকলেট আকারে বই ছাঁপানো হবে। ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের কারণে ছাঁপানো সম্ভব হয়নি। আমরা আশাকরি আগামী এক মাসের মাসের মধ্যে ছাঁপানো সম্ভব হবে এবং সকলের নিকট বইটি বিলি করা হবে।

দি মোনঘরীয়াঙ্গের সভাপতি মি: বিপ্লব চাকমা নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি নাম প্রস্তাব করার আহ্বান জানালে মি: কীর্তি নিশান চাকমা নাম প্রস্তাব না করে, প্যানেল ঘোষনা করার অনুরোধ করেন। এর পর মি: বিপ্লব চাকমা নিম্নোক্ত প্রস্তাবিত কমিটি ঘোষনা করেন।

দি মোনঘরীয়াঙ্গের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি (২০১৪-২০১৭)

নং	*নাম*	*পদবী*
১	মি: বিপ্লব চাকমা	সভাপতি
২	মি: অবিরত চাকমা	সহ-সভাপতি
৩	মি: নন্দ কিশোর চাকমা	সাধারন সম্পাদক
৪	মি: চঞ্চু চাকমা	সহ-সাধারন সম্পাদক
৫	মি: লিটন চাকমা	সাংগঠনিক সম্পাদক
৬	মি: দীপায়ন চাকমা	কোষাধ্যক্ষ
৭	মি: অরূপন বিকাশ বড়ুয়া	প্রচার, প্রকাশনা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক
৮	মি: দীপক চাকমা	দপ্তর সম্পাদক
৯	মিসেস সুখী চাকমা	মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা
১০	মি: কীর্তি লংকার চাক	সদস্য
১১	মিসেস দিশারী চাকমা	সদস্য
১২	মি: বাচ্চু চাকমা	সদস্য
১৩	মি: নিখিল মিত্র চাকমা	সদস্য

প্রস্তাবিত কমিটির ব্যাপারে উন্মুক্তভাবে মতামত চাওয়া হয়। কমিটির ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত না থাকায় উপস্থিত সকলের করতালির মাধ্যমে আগামী তিন বছরের জন্য প্রস্তাবিত কার্যকরী কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন

১০.৩০-১২.০০ : বিষয় ভিত্তিক দলগত আলোচনা

এই অধিবেশনে মোনঘর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উপস্থিত সকল মোনঘরিয়াঙ্গদের মধ্যে দলগতভাবে আলোচনা করা হয়। সর্বমোট নিম্নে লিখিত ৭টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় গৃহীত সুপারিশমালা সমূহের ভিত্তিতে মোনঘরের দীর্ঘমেয়াদী (আগামী ৫ বৎসর) পরিকল্পনা তৈরী করা হবে।

১) শিক্ষা	: সঞ্চালক: মি: বিধায়ক চাকমা
২) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	: সঞ্চালক : মি: কীর্তি নিশান চাকমা ও মি: শরৎ জ্যোতি চাকমা
৩) শিশু অধিকার ও যুব উন্নয়ন	: সঞ্চালক: মি: দীপক চাকমা ও এডভোকেট চঞ্চু চাকমা
৪) বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা নীতি: মোনঘরের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন ও কার্যকারিতা	: সঞ্চালক: মি: সুখেশ্বর চাকমা ও মি: উচিং মং মারমা
৫) সমাজ উন্নয়ন	: সঞ্চালক: মিজ ঝুমা দেওয়ান, মিজ সিনোরা চাকমা ও মি: অবিরত চাকমা
৬) পরিবেশ সংরক্ষণ	: সঞ্চালক: মি: বিপ্লব চাকমা ও মি: নিখিল চাকমা
৭) স্থায়ীত্বশীলতা	: সঞ্চালক: মি: অশোক কুমার চাকমা ও মি: সমর বিজয় চাকমা

প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন
দি মোনঘরীয়াঙ্গের সভাপতি মি. বিপ্লব চাকমা

বিষয়ভিত্তিক দলগত আলোচনা

দলগত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা সমূহ উপস্থাপন করা হয়:

ক্রমিক নং	বিষয়	সুপারিশমালা
১	শিক্ষা	• মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অবশ্যই বাড়াতে হবে। • প্রথাগত শিক্ষার বাইরে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ সকলের মেধা সমান নয়। বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হয়ে থাকে। • মোনঘরের উচ্চ শিক্ষা ঋণ প্রকল্পের কার্যক্রম এর আওতা ও পরিসর অবশ্যই আরও সম্প্রসারণ জরুরী। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আগামী ৫ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ৩৫০-৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই প্রকল্পের আওতাভূক্ত করা। একই সঙ্গে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারী এবং সংখ্যালঘু জাতি-গোষ্ঠী সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা।
২	সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	• পার্বত্য চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের জন্য গর্বের। এই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য কিভাবে ধারণ ও রক্ষা করা যায় এবং বহির্বিশ্বে কিভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায়, এটা মোনঘরের কাজের একটি অংশ হিসাবে সবসময় বিবেচিত হয়ে আসছে। • এই লক্ষ্যে মোনঘরের সাংস্কৃতিক বিভাগটির কর্মকান্ডকে অনতিবিলম্বে আরও জোড়দার ও শক্তিশালী করা দরকার। • মোনঘরের বিশেষ নজর দেওয়া উচিৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজ কৃষ্টি, সাহিত্য ও সংগীত প্রচার ও সংরক্ষণ এর ক্ষেত্রে।
৩	শিশু অধিকার ও যুব উন্নয়ন	• মোনঘরের কর্মকান্ড শুধুমাত্র ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানো নয়। লেখা-পড়ার পাশাপাশি তাদেরকে যেন আত্মনির্ভশীল করে তোলা যায় তা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। • এ ক্ষেত্রে মোনঘরের 'আশ্রমিক আচরণ বিধি' এবং 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা' যেন সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হয়, সেদিকে জোর দিতে হবে। • যুব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া। এক্ষেত্রে কারিগরী বিদ্যালয় কিভাবে যথাশীঘ্রই চালু করা যায় সে ব্যাপারে মোনঘরকে উদ্যোগী হতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সুপারিশমালা
৪	বৌদ্ধধর্মের অহিংসা নীতি: মোনঘর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা	• গৌতম বুদ্ধের চিরন্তন বাণী: "সব্বেসত্বা সুখীতা ভবন্তু", "জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক" এটা সংকীর্ণ ধর্মীয় অর্থে নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কিভাবে ধারণ করতে পারে তা নিয়ে মোনঘর বরাবর কাজ করবে। • মোনঘরের সকল কার্যক্রম যেন অহিংসা, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধাবোধ ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তা' সব সময় নিশ্চিত করা।
৫	সমাজ উন্নয়ন	• মোনঘরের শাখা সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে স্থাপন করা। • যুব এবং নারী কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পাইলট আকারে আগামী ৩ বছরের মধ্যে হাতে নেওয়া।
৬	পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ	• পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে বন উজারের প্রেক্ষিতে বৌদ্ধ মন্দির গুলোর মাধ্যমে পতিত ভূমিতে/পাহাড়ে বৃক্ষরোপন আন্দোলন শুরু করা।
৭	স্থায়ীত্বশীলতা	• আগামী ১০ বছরের মধ্যে - যখন মোনঘরের সূবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হবে, তখন মোনঘরের মোট বাজেটের ন্যূনতম ২৫% নিজস্ব আয়ের মাধম্যে পূরণ করা হবে। • মোনঘরের সার্বিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে এবং মোনঘরের শাখা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় চালু থাকবে।

দি মোনঘরীয়াঙ্গের নব-নির্বাচিত কার্যকরী কমিটি (২০১৫-২০১৭)

সমাপনী অধিবেশন : বিকাল ২.০০ ঘটিকা

প্রধান অতিথি	: মি: নিখিল কুমার চাকমা, মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
বিশেষ অতিথি	: মি: গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
বিশেষ অতিথি	: মি: অরুন কান্তি চাকমা, মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদ
সভাপতি	: মিজ নিরূপা দেওয়ান, সহ-সভাপতি, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ
স্বাগত ভাষণ ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক	: মি: কীর্তি নিশান চাকমা, সাধারন সম্পাদক, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ

সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিদ্বয় ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রাপ্ত গুণীজনদের সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে উপবেশন করেন। এর পরপরই মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা অতিথিদের ফুলের তোড়া প্রদান ও ব্যাজ পরিয়ে দেয় ও প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ হাতে তুলে দেয়। অনুষ্ঠামালার এই পর্বে ছিল বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রাপ্তদের ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মাননা প্রদান।

এর পরে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মোনঘর পরিচালনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মি: কীর্তি নিশান চাকমা। তাঁর বক্তৃতার চুম্বক অংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

প্রথমে, স্বাগত বক্তৃতায় কীর্তি নিশান চাকমা প্রথমে সকালের দলগত আলোচনার সারাংশ তুলে ধরেন (যা' উপরে দেয়া হয়েছে)। এর পরেও তিনি বলেন, "মোনঘর শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান নয়। মোনঘর একটি চেতনার নাম, একটি আদর্শের নাম, একটি নীতির নাম। সেই চেতনা, নীতি এবং আদর্শের মূল ভিত্তিমূল হচ্ছে, ভগবান গৌতম বুদ্ধের অহিংসা নীতির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস, সহনশীলতা ও করুণার চেতনায় স্ব স্ব জীবনকে পরিচালিত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যকে আদর্শ হিসাবে লালন ও পালন করা। মোনঘর এই চেতনাকে ধারণ করেছে বলেই মোনঘরের ছাত্ররা আজ সবাই সমাজের প্রতি নিবেদিত প্রাণ এবং তা যেন সব সময় আমাদের মাঝে বজায় থাকে। আত্মসম্মানবোধ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ধারণ এবং সৃজনশীলতার চর্চার মধ্যে দিয়ে মোনঘর এগিয়ে যাবে। এই চেতনাকে ধারণ করেই আমরা আজ থেকে দশ বছর পর মোনঘরের ৫০ বর্ষপূর্তি অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবো"।

সমাপনী অনুষ্ঠানে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

তিনি তাঁর বক্তৃতায় মোনঘর ও পার্বত্য'র প্রতিষ্ঠাতাদের, বিশেষ করে, শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে, প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে, শ্রদ্ধালংকার ভান্তে এবং পার্টাজ এর প্রতিষ্ঠাতা পিয়ের মারশঁ ও তার সহধর্মিনী দীপ্তি মারশঁ এর প্রতি সবিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে, মোনঘরের সুবর্ন জয়ন্তীকে (৫০ বর্ষপূর্তি) সামনে রেখে তিনি ৪টি স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন:- (১) মোনঘর দীর্ঘদিন টিকে থাকবে এবং তার কার্যক্রম বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও প্রসারিত হবে, (২) অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম পুনরুজ্জীবিত হবে এবং মোনঘরের বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে, (৩) মোনঘর বেশীদিন অপরের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকবে না, ন্যুনপক্ষে মোনঘরের মোট বাজেটের ২৫% আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মোনঘর নিজেই যোগান দেবে এবং (৪) অহিংসা নীতির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে শান্তি ফিরে আসবে এবং এই প্রক্রিয়ায় মোনঘরের বা তার ছাত্র-ছাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকবে।

গুণীজন সম্মাননা

সমাপনী অধিবেশনের মূল বিষয় ছিল গুনীজন সন্মাননা। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগামের যে সকল ব্যক্তিত্ব স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সফল এবং সমাজের নিকট অনুসরনীয় হিসাবে গন্য, তাদেরকে মোনঘরের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মোনঘরের কার্যক্রমের সাথে সর্ম্পকিত নিম্নে উল্লেখিত ৪টি বিষয়ের ক্ষেত্রে সর্বমোট ৭ জন ব্যক্তিত্ব এবং একটি সংগঠনকে এই সন্মাননা প্রদান করা হয়:

১) শিক্ষা :

: অধ্যাপক ড. মানিক লাল দেওয়ান, প্রাক্তন ডীন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
: মি: ক্য শৈ প্রু (খোকা), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বান্দরবান।
: মিসেস অঞ্জুলিকা খীসা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাঙ্গামাটি।

২) নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন :

: মিজ মাধবীলতা চাকমা, মাননীয় সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
: মিসেস মঞ্জুলিকা চাকমা, প্রতিষ্ঠাতা, বেইন টেক্সটাইল, রাঙ্গামাটি।
: মিসেস শেফালিকা ত্রিপুরা, প্রতিষ্ঠাতা, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর।

৩) নাগরিক সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার :

: চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, সার্কেল চীফ, চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি।

৪) সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার চর্চা :

: জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল, বনরূপা, রাঙ্গামাটি।
: মি: প্রভাংশু ত্রিপুরা, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মি: কীর্তি নিশান চাকমা সম্মাননা প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন, যা' নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল :

১) শিক্ষা :

অধ্যাপক ড. মানিক লাল দেওয়ান, প্রাক্তন ডীন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

পিতা মৃতঃ প্রিয় মোহন দেওয়ান, মাতা মৃতঃ করুনা দেওয়ান। জন্ম ১ জানুয়ারী ১৯৩৫ সালে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ১০৯ নং মানিকছড়ি মৌজার তীরে অবস্থিত মধ্য আদাম নামক গ্রামে। ১৯৪২ সালে বাড়ি থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত রাঙ্গামাটি কৃষি ফার্ম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় এবং ১৯৫২ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান কলেজ অব ভেটেনারি সাইন্স থেকে ১৯৫৮ সালে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি এনিমেল হাজবেন্ডারী অফিসার, কুমিল্লা ও ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান ভেটেনারি কলেজে সহকারী লেকচারার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৬১ সালে তিনি ইউএসএইড বৃত্তি লাভ করে ১৯৬৪ সালে তিনি টেক্সাস (ইউএসএ) এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এস. ইন প্যাথলজি ডিগ্রী অর্জন করেন। একই

সালে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন বৃত্তি লাভ করে মস্কো ভেটেনারি একাডেমী থেকে ১৯৭১ সালে পিএইচডি ইন ভেটেনারি প্যাথলজি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর এসোসিয়েট প্রফেসর এবং ১৯৭৩ সালে তিনি প্যাথলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৮১ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হয়ে ১৯৮২-৮৪ সালে ভেটেনারি ফ্যাকালটির ডীনের আসন অলংকৃত করেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট ডক্টরাল রিসার্স করেন। ১৯৮০-৮১ সালে তিনি ইরাকের মসুল বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। ২০০০ সালে তিনি শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যাপনা জীবন শেষে, ২০০২ সালে ড. দেওয়ান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ২০০৭ সাল পর্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত পদে থাকাকালীন তিনি শিক্ষা খাতকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। ২০০৪ সালে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জেলা পরিষদ থেকে মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা করেন যা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় অদ্যবধি চলমান রয়েছে। তিনিই প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য মার্তৃভাষায় শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন যা তৎকালীন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনিষ্টিটিউড এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত হয়। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ জীবনে তিনি অসংখ্য সন্মাননা ও ক্রেস্ট অর্জন করেন। তন্মধ্যে বাংলাদেশে পশুসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাঁকে ২০০৪ সালে বাংলাদেশ একাডেমী অফ এগ্রিকালচার কর্তৃক ডঃ এ.ডি চৌধুরী গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। ভেটেরিনারি প্যাথলজি উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবসর গ্রহণের পর তাঁর অফিস কক্ষটিকে ''প্রফেসর এম.এল দেওয়ান কনফারেন্স রুম" নামকরণ করে।

ডঃ দেওয়ান পারিবারিক জীবনে দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রীর নাম দীপিকা দেওয়ান। বর্তমানে তিনি ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, তবলছড়িতে পরিবার পরিজন নিয়ে স্বস্ত্রীক বসবাস করছেন।

শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাবিদ এই ব্যক্তিত্ব সারাজীবন শিক্ষার আরাধনায় নিজের জীবনকে নিবেশ করে গেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম উচ্চশিক্ষায় পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে সবার জন্য অনুস্বরণীয়। অবসর জীবনে লেখা তাঁর আত্মজীবনী "আমি ও আমার পৃথিবী" শিক্ষা ও জ্ঞানের অনুসন্ধানে তাঁর এই দীর্ঘ যাত্রার স্বাক্ষী।

ড: মানিক লাল দেওয়ানের হাতে সন্মাননা স্বারক তুলে দেন তাঁরই উত্তরসূরী মি: নিখিল কুমার চাকমা, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

ক্য শৈ প্রু (খোকা), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

ক্য শৈ প্রু (খোকা), পিতা- মৃত: সাতুয়ং মারমা, মাতা- মৃত: শৈন্দ্রা চিং মারমা বর্তমানে মারমা সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজস্ব ভাষা ও হরফে লেখার স্বনামধন্য একজন লেখক এবং গবেষক। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী এই ব্যক্তি খোকা বাবু নামে সবার কাছে সুপরিচিত। ১৬ জানুয়ারী ১৯৪৯ সালে চন্দ্রঘোনা মিশন হাসপাতালে তাঁর জন্ম। তিনি ১৯৬৬ সালে এস. এস. সি এবং ১৯৬৮ সালে এইচ. এস.সি পাশ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বান্দরবান সদরের **"ডন বসকো উচ্চ বিদ্যালয়"** এ সহকারী শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। উক্ত স্কুল থেকে ২০০৯ সালে অবসর গ্রহণের পর একই স্কুলে আরও ৫(পাঁচ) বছর চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকতা শেষে ২০১৪ সালে শিক্ষকতা জীবন থেকে সম্পূর্ণরুপে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মারমা ভাষায় লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত। মারমা ভাষায় এবং মারমা ভাষার উপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও বইয়ে তাঁর অনেক লেখা,

মতামত ছাঁপানো হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বেসরকারীভাবে পরিচালিত **"মারমা মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েল এডুকেশন শিক্ষা কর্মসূচী"** এর শিক্ষকদের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। শিক্ষকতা জীবনের অবসর শেষে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বিশেষ করে মারমা ভাষা-সাহিত্য, বই-পুস্তক প্রকাশনা প্রভৃতি সংগঠনের সাথে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। বর্তমানে তিনি **"বাংলাদেশ মারমা ভাষা একাডেমী"** এর সভাপতি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মারমা শিশু পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও শিক্ষা কমিশনের সদস্য। পারিবারিকভাবে তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের সন্তানের জনক। স্ত্রী মিসেস মায়ঁই প্রু মারমা বান্দরবানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ইনিস্টিটিউটে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত।

তাঁর হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন মি: গৌতম দেওয়ান, বিশেষ অতিথি ও সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি।

অঞ্জুলিকা খীসা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী শিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ক'জন অবদান রেখেছেন, অঞ্জুলিকা খীসা তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলায় তাঁর জন্ম। পিতার নাম স্বর্গীয় কালী রতন খীসা এবং মাতার নাম মিসেস পঞ্চলতা খীসা। রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৬৬ সালে এস.এস.সি, রাঙ্গামাটি সরকারী মহাবিদ্যালয় হতে ১৯৬৮ সালে এইচ এস সি এবং ১৯৭০ সালে ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা হতে তিনি স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭৮ সালে কুমিল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষন মহাবিদ্যালয় হতে বি.এড এবং ১৯৯১ সালে ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হতে এম.এড ডিগ্রী লাভ করেন।

তৎকালীন কাঠালতলী জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়টি পূর্নাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য একজন স্নাতক পাশ মহিলা শিক্ষিকার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কাঠালতলী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ঐ বিদ্যালয়টি ১৯৭৮ সালে নাম এবং স্থান পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে রানী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সেখানে ১৯৮১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। অত:পর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য **"খাগড়াছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়"** স্থাপন করা হয়। এতে তিনি প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে ১৯৮৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন। উল্লেখ্য তিনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষিকা। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রশাসনের সহযোগিতা এবং ব্যক্তিগত চেষ্টায় তিনি বিদ্যালয়টি ১৯৮৫ সাল হতে জাতীয়করণ করতে সক্ষম হন।

১৯৯২ সালে বদলী হয়ে তিনি রাঙ্গামাটি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৯২ সাল হতে ২০০৩ ইং পর্যন্ত কর্মকালীন তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় বিদ্যালয়টি পরপর তিনবার জাতীয় পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হয়। বিদ্যালয়ের হ্যান্ডবল টিম (বালিকা দল) ১৯৯৫ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ১৯৯৬ সালে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০০২ সালে এই বিদ্যালযের গার্লস গাইড দলটিও শ্রেষ্ঠ গাইড দল হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। তাছাড়া তিনি নিজেই উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন ছাড়াও তাঁকে বেশ কয়েকবার এ সময় তাঁকে জেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ২০০৩ সালে (২০০৩ - ২০০৬) তিনি পূর্নাঙ্গভাবে রাংগামাটি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ দায়িত্বে এসে পার্বত্য অঞ্চলে নারী শিক্ষাসহ শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য এ সময় তিনি জেলার শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষে জেলার বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলের বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের শিক্ষার উন্নয়নে উৎসাহিত করেন। তখন বেশ কয়েকটি নতুন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও, অনেক বিদ্যালয় নিম্ন মাধ্যমিক হতে মাধ্যমিকে উন্নীত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে তিনি জাতীয় পর্যায়ে অনন্যা শীর্ষ দশ ও বাংলাদেশ গার্লস গাইড এসোসিয়েশনসহ আঞ্চলিক পর্যায়ে অনেক পুরস্কার এবং সম্মাননা লাভ করেন।

সারা জীবন তিনি সংস্কৃতিনুরাগী। এক সময়ে, বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি কেন্দ্রের প্রথম বাংলা স্থানীয় সংবাদ পাঠিকা ছিলেন। এছাড়াও সম্পৃক্ত রয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে। বেশ কয়েকটি টিভি নাটক যেমন, মামুনুর রশীদ পরিচালিত ধারাবাহিক নাটক ***দানব***, কমল চাকমা পরিচালিত টিভি নাটক ***কালনিশি, বনলতা*** ইত্যাদিতে অভিনয় করেছের।

২০০৭ সালের ২৩ জানুয়ারী তিনি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে ২২ নভেম্বর মি: বাবুল চন্দ্র চাকমার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনিও বংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ব্যবস্থাপক হিসেবে ২০০২ সালে অবসর নেন। ব্যাক্তিগত জীবনে তাঁদের তিন পুত্র সন্তান, দুই পুত্রবধু , এক নাতি এবং এক নাতনী রয়েছে।

অঞ্জুলিকা খীসার হাতে সন্মাননা স্বারক তুলে দেন মি: অরুন কান্তি চাকমা, বিশেষ অতিথি ও চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদ।

২) নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন :

মাধবীলতা চাকমা, মাননীয় সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

মাধবীলতা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের এক সংগ্রামী নারীর নাম। তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের হাতিমারা মুখের ছোট মহাপ্রুম এর এক সাধারণ পরিবারে। পিতা মৃতঃ গিরীশ চন্দ্র চাকমা এবং মাতার নাম তর্কপতি চাকমা। দুই ভাই চার বোনের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ছোট। কমলছড়ি গ্রাম উচ্চ প্রাইমারী স্কুল থেকে ৬ষ্ট শ্রেণী এবং খাগড়াছড়ি জুনিয়র সরকারী স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ১৯৫৯ সালে গুইছড়ি ধীরেন্দ্র কার্বারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬১ সালে রেশম ও তাঁত শিল্পের উপর এক বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষকতা থেকে তাঁত শিল্পের চাকরীতে যোগদান করেন। এ চাকরী জীবনও তাঁকে বেশি দিন আটকিয়ে রাখতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা'র উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় জনসংহতি সমিতির সদস্য হিসেবে ১৯৭০ সালে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৫ সালের ১০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির প্রথম সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আজীবন সংগ্রামী এ আদিবাসী নারী পার্বত্য চট্টগ্রামের নিজ জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় ও নারীদের অধিকারের জন্য কাজ করতে গিয়ে সংসার জীবন থেকে ছিলেন অনেক দূরে। রয়ে গেছেন চিরকুমারী। অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের চিরাচরিত পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় তাঁকে নানা বাঁধা বিপত্তির সন্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু চলার পথে কোন বাঁধা তাঁকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। আদিবাসী নারীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের অন্যতম সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভানেত্রী হিসেবে তিনি দীর্ঘ তিন যুগ ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৭৭ বছর বয়সেও নারীদের সচেতনতা সৃষ্টি ও অধিকার আদায়ে রাস্তায়, মিছিলে, জনসভায় তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও থেমে নেই। বর্তমানে তিনি জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য।

মাধবীলতা চাকমার হাতে সন্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন তাঁরই উত্তরসূরী নিরূপা দেওয়ান, সভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি, মোনঘর।

মিসেস মঞ্জুলিকা চাকমা, প্রতিষ্ঠাতা, বেইন টেক্সটাইল, রাঙ্গামাটি।

মিসেস মঞ্জুলিকা চাকমার জন্ম ২০ জানুয়ারী ১৯৪৭ সালে রাঙ্গামাটিতে। ১৯৬০ সালে দশম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর মেট্রিক (এস.এস.সি), আই.এ (এইচ.এস.সি) ও বি.এ পাস করেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের শুরু ১৯৬১ সালে। রাঙ্গামাটির শাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। শিক্ষকতার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কোমর তাঁত দিয়ে তিনি প্রথম ব্যবসা শুরু করেন।

১৯৭৬ সালে শিক্ষকতা থেকে ইস্তফা দিয়ে বেইন টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কঠোর অধ্যাবসায়, মেধা ও শ্রমের কারণেই ***'বেইন টেক্সটাইল'*** আজ একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান, পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশে এবং বিদেশেও।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাধারণ হস্তশিল্পকে ভিত্তি করে যে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা যায়, যে সময়ে তিনি এই দুরদৃষ্টির কথা ভেবেছিলেন, তা' ছিল এক কথায় বিপ্লবাত্মক। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, তাঁর এই চিন্তার রূপকার হলেন একেবারেই সাধারণ মহিলারা, যাঁদের অধিকাংশই হলেন সমাজের হত-দরিদ্র শ্রেনীর অংশ। বেইন টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সমাজের এই হত-দরিদ্র মহিলাদেরকে শুধুমাত্র নিজস্ব আয় অর্জনের ব্যবস্থাই করে দেন নি, তঁদেরকে দিয়েছেন আত্ম-সন্মানবোধ এবং আত্ম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক অনন্য সুযোগ।

তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ২০০৩ সালে ডেইলি স্টার ও ডিএইচএল কর্তৃক Outstanding Women in Business, ও অনন্যা শীর্ষদশ পুরস্কার ও সম্মাননা।

ব্যক্তিগত জীবনে ২ কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক তিনি। বর্তমানে পুত্র কৌশিক চাকমা, পুত্রবধু ও নাতি-নাতনী সহ রাংগামাটিতে বসবাস করছেন।

অসুস্থতার করনে মঞ্জুলিকা চাকমা সন্মাননা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতে পারেন নি। তাঁর সন্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করেন তাঁর বোন মিসেস মঞ্জুলিকা খীসা এবং তুলে দেন নিরূপা দেওয়ান, সভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি, মোনঘর।

মিসেস শেফালিকা ত্রিপুরা, প্রতিষ্ঠাতা, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর।

জন্ম খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলাধীন ভাইবোন ছড়া গ্রামে, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে। পিতা: গোপাল কৃষ্ণ ত্রিপুরা এবং মাতা-মঙ্গল প্রভা ত্রিপুরা। পড়া-লেখা এস.এস.সি. পর্যন্ত।

সংসার জীবনের শুরুতে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাস্থ ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের জ্ঞানমা পাড়ায় খামার বাড়ীতে কৃষি কাজ করে জীবিকা শুরু করেন। এক সময় স্বামীর কর্মস্থল একই জেলার দিঘীনালা উপজেলায় চলে যান। সেখানেও পাহাড়ী নারীদের মানবেতর জীবনযাপন ও দুঃখ দুর্দশা দেখে তাদের জন্য কাজ করার বাসনা মনে তীব্র হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে গ্রামে **"পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড"** কর্তক বাস্তবায়নাধীন ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় **"সমন্বিত সমাজ উন্নয় প্রকল্পে"** পাড়া উন্নয়ন কমিটি গঠন করতে চাইলে সেই সমিতিতে কাজ করার ডাক পড়ে এবং এ কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে স্বামীর চাকুরী বদলীর কারণে আবার খাগড়াছড়ি জেলা সদরে ফিরে আসেন এবং ১৯৯৩ সালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের খাগড়াপুর গ্রামের স্থানীয় গৃহিণীদের নিয়ে **"খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি"** গঠন করেন। অদ্যাবধি উক্ত সংস্থার সভানেত্রী ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে নারীদের কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর প্রতি

সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সহ নারীদের বিভিন্ন অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্যে জোড়ালো ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সর্বোপরি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে গণসচেতনতা, ধর্ষণ-এর শিকার নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক সমর্থন, চিকিৎসা সেবা ও আইনগত সহায়তা প্রদানে তিনি সবসময়ই সোচ্চার। এ কাজে তাঁর সম্পৃক্ততার সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল:-

- মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি সক্রিয় ভুমিকা পালন করে যাচ্ছেন।
- নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সর্বোপরি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার প্রায় ৫৫০টি নারী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত "দুর্বার নেটওয়ার্ক" নামক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে ২০০৮ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিন বছর চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে করেছেন।
- পার্বত্য অঞ্চলের উপেক্ষিত, সুবিধা বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ২০০১ সালে গঠিত **"পার্বত্য চট্টগ্রাম উইমেন্স রিসোর্স নেটওয়ার্ক"**-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ২০০৬ সাল হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক ও ২০০৯ হতে অদ্যাবধি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন;
- সমাজের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলার নারী অধিকার নিয়ে কর্মরত সকল বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে ২০০৭ সালে গঠিত **''সিএইচটি উইমেন অর্গানাইজেশন্স নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন'' (সিএইচটি-ওন)** এর প্রতিষ্ঠা সদস্য। ২০০৭ হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত খাগড়াছড়ি জেলা কমিটি সভাপতি ও প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বর্তমানে তিনি এই নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি।

কর্মজীবনের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সন্মাননা পেয়েছেন। তৎমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য; সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য পাক্ষিক অনন্যা পত্রিকা কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে প্রদত্ত "অনন্যা শীর্ষদশ ২০০৬" সন্মাননা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "জয়িতা অন্বেষন ২০১৩"-এ সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পর্যায়ে জয়িতার সম্মাননা।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন: নির্যাতনের শিকার নারীদের আশ্রয় ও আত্মকর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন, দিবা যত্ন/সেবা কেন্দ্র স্থাপন, মেধাবী ও গরীব ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল স্থাপন করা। খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি (কেএমকেএস) যাতে সরকারী-বেসরকারি সংস্থাসহ সমাজের সকলের কাছে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে- এটিই তার অন্যতম প্রধান স্বপ্ন।

মিসেস শেফালিকা ত্রিপুরার হতে সন্মাননা স্মারক তুলে দেন মি: নিখিল কুমার চাকমা, প্রধান অতিথি ও চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

৩) নাগরিক সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার :

ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়, চীফ, চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি।

চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ের জন্ম ৯ এপ্রিল ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রামে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ৫১তম চাকমা রাজা হিসেবে ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়কে অভিষিক্ত করেন।

ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় ১৯৮১ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। ইংল্যান্ডের University of Kent থেকে বি.এ (সম্মান) (আইন) পাশ করেন ১৯৮৫ সালে। ১৯৮৬ সালে Inns of Court School of Law, London, UK থেকে Barrister-at-Law ডিগ্রি লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৯১ সালে La Trobe University, Victoria, Australia থেকে আইনের উপর পড়াশুনা করে Diploma in Legal Studies প্রাপ্ত হন।

রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় ১৯৮৯ সালে রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার নিবাসী প্রয়াত ত্রিপুরা কান্ত চাকমার (অবসরপ্রাপ্ত ডি.এস.পি ও মুক্তিযোদ্ধা) চতুর্থ কন্যা তাতু চাকমাকে বিবাহ করেন। তাদের একমাত্র ছেলে কুমার ত্রিভূবন আর্য্যদেব রায় এবং একমাত্র মেয়ে রাজকুমারী আরাধনা আয়েত্রী রায় এখনো লেখাপড়া করছেন। ১৯৯৮ সালে রানী তাতু রায়ের অকাল মৃত্যুর পর ২০১৩ সালে তিনি বান্দরবান জেলা নিবাসী উ মংহ্লী ও পূ ম্যা রাখাইন- এর দ্বিতীয় কন্যা য়েন য়েনকে বিবাহ করেন। রাজকুমার যোদ্ধা দেবায়ানা নামে তাদের এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

রাজা দেবাশীষ রায় জানুয়ারী ২০০৮-জানুয়ারী ২০০৯ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে মন্ত্রীর মর্যাদায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশাগত জীবনে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবি।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অংগনে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব রাজা দেবাশীষ রায়। অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ ও আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসরকারী উন্নয়ন মূলক সংস্থা ***'টংগ্যা'*** এবং ***'মালেয়া ফাউন্ডেশন'*** এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছেন এবং এক্ষেত্রে তৃণমূল জনসাধারন ও নাগরিক আন্দোলনের প্রধান পথিকৃত তিনি।

১৯৭৭ সাল থেকে তিনি চাকমা রাজা ও সার্কেল চীফ হিসেবে চাকমা সার্কেলের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সার্কেল চীফ হিসেবে বিচার কার্য, ভূমি ও খাজনা সম্পর্কিত প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষার উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন। রাজা দেবাশীষ রায় একজন আইনজ্ঞ, চিন্তাশীল লেখক এবং কবিতা ও সঙ্গীত প্রিয় মানুষ। ক্রীড়াঙ্গনেও তিনি সুপরিচিত। এছাড়াও তিনি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, জাতীয় বিভিন্ন সংস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। রাজা দেবাশীষ রায় বর্তমানে এশিয়ার আদিবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত ***'জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম'*** এর সদস্য।

রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়কে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন মিজ নিরূপা দেওয়ান, সভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি, মোনঘর।

৪) সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার চর্চা :

জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল, বনরূপা, রাঙ্গামাটি

১৯৮১ সালের, ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে **"রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল"** সংক্ষেপে রাক, ইংরেজীতে (RAC: Rangamati Aesthetics Council) প্রয়াত সুহৃদ চাকমার উদ্যোগে ও নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠিসমূহের একসময়ের প্রধান জীবিকা ও সংস্কৃতির প্রধান উৎস জুম চাষ এর (পাহাড়ের ঢালু জায়গায় জঙ্গল কেটে কাটা গাছ-পালা আগুনে পুড়িয়ে আগাছা পরিষ্কার করে তথায় ধান, তুলা, তিলসহ বিভিন্ন ফসলাদি একই সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে জুম চাষ বলে) সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৮৬ সালে নাম পরিবর্তন করে **"জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল"** সংক্ষেপে জাক এবং ইংরেজীতে (JAC: Jum Aesthetics Council) নামকরণ করা হয়।

রাক এবং জাক উভয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মি: সুসময় চাকমা ও প্রয়াত সুহৃদ চাকমা। জাক প্রতিষ্ঠায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন বা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তাঁরা হলেন- **চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, মৃত্তিকা রঞ্জন চাকমা, শিশির কান্তি চাকমা, কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, কনক চাঁপা চাকমা, বীর কুমার চাকমা, প্রশান্ত ত্রিপুরা, রণজ্যোতি চাকমা ও মানস মুকুর চাকমাসহ আরো অনেকেই।**

জাক এর প্রধান কাজ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠিসমূহের সংস্কৃতির চর্চা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহন ও উৎসাহিত করা, এবং তাদের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করা। জাক এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাষায়, বিশেষত চাকমা ভাষায়, সৃজনশীল লেখা-লেখির চর্চা ও বিস্তার ঘটানো। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন। শুরু থেকে এ পর্যন্ত জাক এর উদ্যোগে রাঙ্গামাটিসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ২৭টির মত নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে। ১৯৯৮ সাল (বিভিন্ন কারণে মাঝখানে ২ বছর করা সম্ভব হয়নি) থেকে প্রতিবছর বিজু উপলক্ষে জাক এর উদ্যোগে আয়োজিত ***"পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা"*** আজ প্রথায় পরিণত হয়েছে।

নাটকের বাইরেও জাক এর সৃজনশীলতার চর্চা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত। লিটল ম্যাগাজিন ও মননশীল লেখালেখির চর্চার মাধ্যমে জাক কর্তৃক এ পর্যন্ত ৬৭টি প্রকাশনা বের করা হয়েছে। জাক এর আরেকটি কৃতিত্ব হল প্রথম চাকমাসহ বিভিন্ন আদিবাসী ভাষায় সৃজনশীল লেখালেখির চর্চার শুরু করা। জাক এর দেখাদেখি বর্তমানে অনেকেই মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রতি মনোযোগি হয়েছেন।

জাক বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলার একটি বহুল পরিচিত সাংস্কৃতিক সংগঠন। তিন পার্বত্য জেলাতেই জাক এর সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জাক এর সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং কর্মকান্ডও তিন পার্বত্য জেলাতেই বিস্তৃত।

যোগাযোগের ঠিকানা :

জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল (জাক)

ত্রিদিব নগর, বনরূপা, রাঙ্গামাটি - ৪৫০০

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ।

ফোন: +০০৮৮-০৩৫১-৬৩৫৪২

E-mail: jac_cht@yahoo.com

জাক এর পক্ষে সন্মাননা স্মারক গ্রহন করেন মি: মিহির বরণ চাকমা, সভাপতি এবং সন্মাননা প্রদান করেন মি: পিয়ের মারশঁ, ফরাসী বেসরকারী সাহায্য সংস্থা পার্টাজ এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর সহধর্মীনি দীপ্তি মারশঁ।

মি. প্রভাংশু ত্রিপুরা, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক

পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন অতিশয় খ্যাতিমান গবেষক, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি তাঁর গবেষণার মুখ্য বিষয় হলেও ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও গান প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করে দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছেন।

জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল, পানছড়ি থানার মদন কাবরী গ্রামে। তিনি পিতা ঋষি সন্দ মোহন ত্রিপুরা এবং মাতা শ্রীমতি কুমুদীনি ত্রিপুরার চার পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ। পড়ালেখা করেছেন গ্রাম্য পাঠশালায়, এর পর পানছড়ি বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, পানছড়ি হাই স্কুল ও খাগড়াছড়ি বেসরকারি কলেজে। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম কেন্দ্রে বেতার উপস্থাপক হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে সিনিয়র প্রযোজক পদে বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি এই কেন্দ্রের মুখ্য প্রযোজক পদে সমাসীন রয়েছেন। দেশ বিদেশের অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য বা নিবার্হী সদস্য

বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন একজন গুণী ব্যক্তিত্ব প্রভাংশু ত্রিপুরা। তিনি শুধু গবেষক কিংবা লেখক নন, তিনি একাধারে পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন নিবেদিত প্রাণ সংস্কৃতি কর্মীও। এ যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে আমরা যে সব সঙ্গীত ও নৃত্যের উৎকর্ষ ও প্রসারতা দেখি এর মূলে রয়েছেন তিনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আধুনিক সাংস্কৃতিক ধারার অন্যতম পথিকৃৎ তিনি।

অনেক সন্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর কর্মজীবনের সাধনার জন্য। তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০১৪ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলা একাডেমী পুরস্কার।

বিরোধী দলের ডাকা হরতালের কারণে প্রভাংশু ত্রিপুরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। পরবর্তীতে তাঁর নিজ বাড়ীতে মোনঘরের একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে তাঁর হাতে সন্মাননা হস্তান্তর করেন।

সন্মাননা প্রদান শেষে, সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগন এবং অতিথিরা তাঁদের বক্তব্য প্রদান করেন। নিম্নে তাঁদের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হল :

অধ্যাপক ড. মানিক লাল দেওয়ান

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. মানিক লাল দেওয়ান

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি এই সন্মাননা পাওয়ার যোগ্য নই তবুও মোনঘর কর্তৃপক্ষ আমাকে মনোনীত করে সন্মাননা প্রদান করায় আমি মোনঘরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য মোনঘরকে ধন্যবাদ জানাই। মোনঘর শুধু একটি জাতিকে জাগ্রত করছে তা নয়, রক্ষাও করছে। আমাদের মত ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে বেঁচে থাকলে হলে অহিংস হতে হবে এবং শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। আর আছে কর্ম প্রচেষ্টা। মোনঘরের নীতিনর্ধারকরা বলে

দেবেন, আমাদের কি করতে হবে এবং আমরা সেভাবে কাজ করাবো। আপনারা যেকোন ভাবে হোক শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। শিক্ষাই আমাদের মূলমন্ত্র। শিক্ষাই আমাদেরকে বেঁচে রাখবে। আমি আমার সাধ্যমত মোনঘরের জন্য দিয়ে যাবো আমরণ, এমনকি আমার মৃত্যুর পরেও আমার সন্তানদের মাধ্যমে মোনঘরের জন্য আমার সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত থাকবে।

মি: ক্যশৈপ্রু (খোকা)

বক্তব্য রাখছেন মি. ক্যশৈপ্রু (খোকা)

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে গর্বিত ও ধন্য মনে করছি। আমি মোনঘর পরিবারের সদস্য নই এবং মোনঘরে এই প্রথম আসা, তবুও আমাকে মোনঘরের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ করে মারমা সম্প্রদায়োর পক্ষ থেকে মোনঘরকে আবারো শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক। মারমা ভাষা ও শিক্ষা নিয়ে করি, পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গেও জড়িত। আমি ইতিমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মারমা ভাষায় এবং মারমা হরফে একটি বই প্রণয়ন করেছি। বর্তমানে আমি সরকারী কারিকুলাম অনুসারে মারমা মাতৃভাষা ভাষা শিক্ষার উপর বই লেখায় ব্যস্ত আছি। শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে হলে শিক্ষক প্রয়োজন। তাই নিজেকে আমি এখানে জড়িত করেছি। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন করে সকল সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ব সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রেখে মোনঘরের আরো অবদান রাখবে এবং এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এই কামনা করি। যেহেতু আমি মারমা ভাষা ও শিক্ষার উপর কাজ করি তাই ভবিষ্যতে প্রাক-প্রাইমারি মারমা ভাষা ও শিক্ষার জন্য মোনঘরের প্রয়োজন হলে আমার সহযোগীতার হাত সবসময়ই প্রসারিত থাকবে।

মিসেস অঞ্জুলিকা খীসা

মিসেস অঞ্জুলিকা খীসা বক্তব্য প্রদান করছেন

আমি মোনঘরের সদস্য না হলেও আমি নিজেকে মোনঘরের একজন সদস্য হিসেবে মনে করি। মোনঘর আমাকে এই সম্মাননা জানানোর জন্য আমি মোনঘরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি জানিনা এই সম্মাননা দেওয়ার জন্য মোনঘর কেন আমাকে নির্বাচন করেছে, তবে এই সম্মাননা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। আমার দৃষ্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোনঘর একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। আমি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছি। মোনঘর শুধুমাত্র লেখা-পড়ায় নয় সব ক্ষেত্রে ক্রীড়া, চিত্রাংকন, সংস্কৃতি ইত্যাদিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে। আমি যখন জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে চট্টগ্রামে যাই তখন মোনঘরের একজন ছাত্র জাতীয় পুরস্কার লাভ করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিচিত করেছে। আমি তাদের হয়ে পরিচিত হয়েছি, এ জন্য আমি মোনঘরের সকলকে ধন্যবাদ

জানাচ্ছি। একটু আগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মানিক লাল দেওয়ান বলেছিলেন, শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আমি মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই- আমি এইচ.এস.সি পাস করার পর বাবা আমাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কারণ তখন এখানে কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তখন আমার মা বলেছিলেন, না মেয়ে শুধু তোমার নয় আমারও অংশ আছে। আমি আমার মেয়েকে লেখা-পড়া করাবোই। আমার মা কাপড় বুনে বুনে বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে আমাকে লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন। এজন্য আমি আমার মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তাই তোমাদেরকেও মনোযোগ দিয়ে পড়া-লেখা করতে হবে। আমার মা কষ্ট করে আমাকে লেখা-পড়া শিখিছেন বলেই আমি আজকের অনুষ্ঠানে আসতে পেরেছি।

এডভোকেট মিহির বরণ চাকমা, সভাপতি, জুম ঈস্থেটিক্স কাউন্সিল (জাক)

মোনঘর এবং জাক একে অপরের পরিপূরক। জাকের প্রতিষ্ঠাতারা প্রায় সবাই মোনঘরের শিক্ষক এবং জাক প্রতিষ্ঠার পেছনে মোনঘরের অনেক অবদান রয়েছে। এজন্য আমি মোনঘরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মোনঘরের আজ ৪০ বছর বয়স। জাকের প্রতিষ্ঠাতা প্রায় একই সময়ে। জাকের প্রতিষ্ঠাতা সুহৃদ চাকমা মোনঘরে শিক্ষকা করেছেন এবং কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করেছিলেন। আশা রাখি মোনঘর আগামীতে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে এবং আমরাও তাতে সামিল হতে পারবো। মোনঘরের ছাত্ররা আজ শুধু দেশে নয় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমি মোনঘরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

এডভোকেট মিহির বরণ চাকমা বক্তব্য রাখছেন

মিসেস শেফালিকা ত্রিপুরা

আমি যখন ক্লাশ সেভেনে পড়ি তখন গ্রামে বিভিন্ন বিষয়ে বিচার-সালিশ বসতো এবং দেখতাম যে, মেয়েদের পক্ষে কেউ কথা বলতো না, তাই ছেলেদের চাইতে মেয়েদেরকে বেশী জরিমানা দিতে হতো। নারীরা নির্যাতনের শিকার হতো। আমি ভাবতাম এ কেমন বিচার ব্যবস্থা। বড় হয়ে ভাবলাম মহিলাদের জন্য কিছু করতে হবে। ১৯৮৬ সালে ইউনিসেফের ১৮ দিনের একটা ওয়ার্কসপে অংশ গ্রহন করি এবং খাগড়াছড়ি সদরের খাগড়াপুরে ১৯৮৮ সালে ***'খাগড়াপুর মহিলাপুর কল্যাণ সমিতি'*** গঠন করার সুযোগ হয়। সমিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল- মহিলারা মাসে অন্ত:ত একবার সমিতিতে এসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা ভাগাভাগি করতে পারবে এবং মাসিক ৫/- (পাঁচ) টাকা হারে মাসিক কিস্তি সঞ্চয় জমা করবে। এভাবেই যাত্রা শুরু সমিতির। কিন্তু আমি এবং আমার সহকর্মীবৃন্দের কঠিন পরিশ্রমে সত্বেও প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে ভেঙ্গে যায়। বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলতে শুরু করে। কিন্তু আমি মনোবল হারাইনি এবং আবার গড়ে তুলি। এ ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করেছেন মি: শক্তিপদ ত্রিপুরা ও মি: মনীন্দ্র লাল ত্রিপুরাসহ অনেকেই।

বক্তব্য রাখছেন মিসেস শেফালিকা ত্রিপুরা

২০০৬ সালে আমি পাক্ষিক অনন্যা থেকে সমাজকর্মী হিসেবে পুরস্কার পাই। আমার গভীর আক্ষেপ, নারী কর্মী হিসেবে হলো না কেন? সমাজকর্মী না হয়ে নারীকর্মী হিসেবে পেলে আরও বেশী খুশি হতাম।

আজকে মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মোনঘর আমাকে যে সম্মাননা দিয়েছে আমি অত্যন্ত খুশি। সে জন্য আমি মোনঘরের নিকট কৃতজ্ঞ। আজকে আমি সম্মাননা পেলাম নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী অধিকার যেন প্রতিষ্ঠিত হয় এই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করি। আজ মোনঘরের ছেলে-মেয়েদেরকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে । অনেক আগে থেকেই আমি মোনঘরের সাথে সম্পৃক্ত, মোনঘরে আসলে আমি বিশাখা ভবনে অবস্থান করি। মোনঘরে আমার দুই ছাত্রী আছে এবং ভবিষ্যতে আরো আনার চেষ্টা করবো।

মিজ্ মাধবীলতা চাকমা

ভাষণ প্রদান করছেন মিজ্ মাধবীলতা চাক্‌মা

আমি ১৯৫৯ সালে বর্তমানে নানিয়ার চর উপজেলার গুইছড়ি গ্রামে প্রথম বীরেন্দ্র কার্বারী পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার এক বছরের মধ্যে, কাপ্তাই বাঁধ তৈরী হওয়ার কারণে, অন্য সকলের মত আমরাও অন্যত্র চলে যাই। গুইছড়ি গ্রামটি এখন কাপ্তাই হ্রদের পানিতে ডুবে গেছে।

মোনঘর সম্পর্কে আমি আগে কিছুই জানতাম না। আজকের অনুষ্ঠানে এসে জানতে পেরেছি মোনঘর সম্পর্কে, কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় অধুনালুপ্ত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম ও মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী ভান্তেকে স্মরন করছি এবং বিদেশী দাতা সংস্থাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোনঘরকে সহায়তা প্রদানের জন্য। আজ মোনঘর সম্পর্কে এবং এর ভিতরের ইতিহাস জানতে পেরে আমি খুবই খুশী হয়েছি। এ রকম একটি মহতী অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য মোনঘরের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এরপর আমি স্মরণ করবো পার্বত্য চট্টগ্রামের মেহনতী মানুষের নেতা প্রয়াত এমএন লারমাকে। তিনি আমার পথ প্রদর্শক এবং আমি এখনো তাঁর আদর্শকে লালন করে কাজ করে যাচ্ছি। আমাকে সম্মানা প্রদান করা জন্য মোনঘরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মোনঘরের জন্য যারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য কিছু বলবো- প্রতিটি মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই পাঁচটি মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মা গ্রহন করে। কিন্তু সবাই সব অধিকার পায় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। তাই অধিকার আদায়ের জন্য সকলকে সচেতন হতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা মোনঘরে থেকে লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হবে এই কামনা করি। আমাকে সম্মনানা প্রদান করে আমার কাজের স্বীকৃতি দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন- আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়

নাগরিক সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সংরক্ষণে আমার ব্যক্তিগত যৎসামান্য প্রচেষ্টা বা ভূমিকা ছিল এবং রয়েছে, কিন্তু এটা অসম্পূর্ন কাজ। জানি না মোনঘর এ বিষয়ে অপরিপক্ক কাজটি করেছে কি না। ভূমি অধিকার, প্রকৃতি ও পরিবেশ-প্রতিবেশ যথাযথভাবে রক্ষা করা, সুপ্রতিষ্ঠিত করা একটি বিরাট বিষয় এবং কাজ এখনো অনেক বাকী রয়ে গেছে। এ বিষয়ে সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য হলেন তারা যারা ভূমি অধিকার রক্ষার মূল ধারক-বাহক, লালনকারী ও সৃজনকারী - সাধারন মানুষজন। অনেকেই আছেন ভূমির অধিকার রক্ষার

জন্য জীবনও দিয়ে গেছেন, নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে লাঞ্ছিত হয়েছেন, জঙ্গী ভূমি হরণকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো অনেকেই বলিষ্ট নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন তারাই এই সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য - আমি নই।

তবে আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ অঞ্চলে ভূমি ও এ অঞ্চলের স্বকীয়তা রক্ষার কাজে জড়িত। আমাদের ভূমি, অঞ্চল (Territory), ভূখন্ড এগুলো প্রত্যেকটা জাতিসত্বার স্বকীয়তার পরিচয় এবং অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন গবেষক, চাকমা সার্কেলের প্রধান, উন্নয়নকর্মী এবং একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে কিছু প্রক্রিয়াতে জড়িত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির আগে অর্থাৎ আলোচনা চলাকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার প্রতিনিধির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। আমি বলেছিলাম ভবিষ্যতে যদি চুক্তি হয় তাহলে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কি কি বিধানাবলী থাকতে পারে। পরবর্তীতে সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি চুক্তি বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। চুক্তির নায়ক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি হিসেবে সন্তু লারমা এবং সরকার। আমি ভূমিকা পালন করেছি মাত্র। সকলের মত চুক্তির ফলাফল ভালো হলে ভালো লাগে আর খারাপ হলে আমারও বেদনা জাগে। চুক্তিতে ভালো-মন্দ যাই থাকুক না কেন চুক্তিতে ভূমি অধিকার ও প্রথাগত আইনের কথা উল্লেখ আছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনানুসারে জেলা পরিষদের অনুমতি ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, নামজারী, অধিগ্রহন প্রদান করা যায় না। কাজেই যতই ভূমি হরণ করা হোক না কেন- পরবর্তীর জন্য তা রক্ষা কবচ হয়েছে। চুক্তিতে প্রথাগত আইনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশে প্রথাগত আইন প্রচলিত আছে।

বক্তব্য প্রদান করছেন চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়

চুক্তিতে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল, প্রথাগত আইনের কথা উল্লেখ আছে। যদিও ভূমি কমিশন এখনও আইন সংশোধন করেনি আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে ভূমি অধিকার আইন সংশোধন করা হবে। প্রথাগত আইন অনুসারে সংরক্ষিত বন, রান্ন্যাখোলা, শনখোলা ইত্যাদি বন সংরক্ষণ এবং সৃজন করছে স্থানীয় জনগোষ্ঠি। এই সমস্ত বন আমরা কিভাবে সংরক্ষণ ও সৃজন করবো এবং গণতান্ত্রিকভাবে কিভাবে বন্টন করবো সেটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। গ্রামে গেলেই তবে বন দেখতে পাওয়া যায়। আমি রেইখং লেকের কথা বলবো। রেইখং চাকমা সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত রিজার্ভ ফরেস্ট। রেইখং লেক থেকে রেইখং নদীর উৎপত্তি। রেইখং সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট কিন্তু সেখানে কোন বন কর্মকর্তা নেই, পুলিশ নেই, আর্মি নেই এমনকি বিজিবিও নেই। একটু দক্ষিণে গেলে মায়ানমার সীমানা। তাহলে রেইখং লেক, নদী ও বন এবং দেশের সার্বভৌমত্ব কে রক্ষা করছে? রক্ষা করছে স্থানীয় জনগোষ্ঠি। প্রাকৃতিক বন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও সৃজনের জন্য এরাই মূল। তাদেরকেই আমাদের পুরস্কৃত করা উচিত কিন্তু আমরা করি না।

আমি এ রকম আর একটি গল্প বলবো- ঠেগা। সেখানে একটি স্কুল আছে। দু'জন মাত্র শিক্ষক আছেন এবং তারা স্বামী-স্ত্রী। তারা স্কুলটি কিভাবে চালায়? স্কুল সংলগ্ন একটি বন আছে। বনের সংরক্ষণ ও গাছ-বাঁশ ব্যবহার করে তারা স্কুলটি পরিচালনা করে। এদেরকেই পুরস্কৃত করা উচিত।

বন সৃজন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ সংস্কৃতির এক মেলবন্ধন। সাংস্কৃতিক সংগঠন জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল (জাক) এর কথা জানি। মোনঘরের শিক্ষকরা প্রায়ই জাকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা ভালো জানেন। আমি জানি না পাঠ্য বইয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কি বা কতটুকু আছে। যদি সম্ভব হয় মোনঘরের শিক্ষকরা স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অন্তর্ভূক্ত করে দিতে পারেন যাতে ছাত্ররা পার্বত্য চট্টগ্রামের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিবেশ-প্রতিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

শহরবাসীরা জানেন না পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি মৌজায় কি পরিমান বন আছে। আমরা ১৫০টি মৌজার মধ্যে প্রতিটি মৌজায় সর্বোচ্চ ৫০০ একর থেকে সর্বনিম্ন ৩০-৪০ একর বন পেয়েছি। এই বনগুলোকে আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। এই সমস্ত বন যারা ব্যবহার করে তাদের কোন বন্দোবস্তি জমি বা ভূমি নেই। এই সমস্ত বনের মধ্যে দিয়ে ছড়া (ছোট নদী) প্রবাহিত হচ্ছে। বন রক্ষা করা গেলে ছড়া বেঁচে থাকবে। আজকাল শহরবাসী ছাড়াও প্রায় অনেকেই নিজের মাতৃ ভাষায় গাছ, বাঁশ, পাখি ইত্যাদির নাম জানেন না। ছড়া বা নদীর নামও বিকৃত হচ্ছে।

এবার আমি মোনঘর সম্পর্কে কিছু বলবো। মোনঘরের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে টিকে থাকার। মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী ভান্তে, বিমল তিষ্য ভান্তে, প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে, শ্রদ্ধালংকার ভান্তেদের কথা জানি এবং মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বদৌলদে মোনঘর প্রতিষ্ঠায় সহায়তাকারীদের কথাও জানলাম। কিন্তু বিগত ৭/৮ বছর আগে মোনঘর যে টালমাতাল অবস্থায় ছিল এবং সেই অবস্থা থেকে মোনঘরীয়াঙ্গরা মোনঘরকে টিকিয়ে রেখেছেন, আমি তাদেরকে সালাম জানাই। মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের রোল মডেল। তারা মোনঘরকে ভূলে যায়নি। ভবিষ্যৎ মোনঘরের জন্য অবশ্যই মোনঘরীয়াঙ্গদের ভূমিকা থাকবে।

সবাইয়ের উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন থাকে। মোনঘরীয়াঙ্গরাও অবশ্যই সেই স্বপ্নটা দেখে। আগামীতে মোনঘরের ৫০ বর্ষপূর্তি বা সুবর্ণজয়ন্তী হবে। আমি আশা করি অন্তত: এরই মধ্যে মোনঘরে কলেজ হবে। মোনঘরীয়াঙ্গদের জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

মোনঘরের জন্য আর একটি চ্যালেঞ্জ, মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করতে পারবে না। যারা এসএসসি এবং এইচএসসিও পাস করতে পারবে না তারা কি করবে? তাদের জন্য কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আমি আয়োজক তথা মোনঘর কর্তপক্ষ এবং মোনঘরীয়াঙ্গদের ধন্যবাদ জানাই। মোনঘরীয়াঙ্গরা ইতিমধ্যে সফল হয়েছে। এই সফলতা আরো বাড়ুক এই কামনা করি।

মি: অরুন কান্তি চাকমা, বিশেষ অতিথি ও চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদ

আমার জন্মের কয়েক বছর পর মোনঘরের প্রতিষ্ঠা। যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমি তাদেরকেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। মোনঘর শুধুমাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও। কয়েকদিন মাস আগে আমি মোনঘরে এসেছিলেন এবং তখন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জেনেছিলাম বর্তমানে মোনঘরে প্রায় ৮০০ আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী আছে। আমার স্ত্রী মোনঘরের ছাত্রী, সেই হিসেবে আমিও মোনঘরের সদস্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে মোনঘরের জন্য কিছু করতে চাইলেও বাস্তবতার নিরিখে কোন কিছু করতে পারি না। মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন এতিম আমিও একজন এতিম, কারণ আমি যখন পঞ্চম

বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন
মি. অরুন কান্তি চাকমা, চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা পরিষদ

ব্যক্তিগত ইচ্ছা আছে যে, আমি মোনঘরের সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকমন্ডলীসহ সকলকে নিয়ে যেকোন একদিন একবেলা ভাত খাবো এবং তা এই বছরের মধ্যে করবো। আমার যদি সামর্থ্য থাকতো এবং যদি আজকে ঘোষনা দিতে পারতাম, "আমি পাঁচ জন ছাত্রের দায়িত্ব নিলাম", তাহলে শান্তিতে ঘরে ফিরতে পারতাম। মোনঘরের সাধারন সম্পাদক মি: কীর্তি নিশান চাকমা বলেছেন, মোনঘর আগামীতে মোনঘরের মোট বাজেটের ২৫% নিজস্ব আয় থেকে সংস্থান করবে। আমিও সেই কাজের সাথে সামিল হতে আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো।

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজকদের এবং মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মি: গৌতম দেওয়ান, বিশেষ অতিথি ও সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি

বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন
মি. গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমি গতকালও এসেছিলাম এবং জেনেছি প্রতিষ্ঠাতারা কিভাবে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন। আজকের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও মোনঘরের সাধারন সম্পাদক মি: কীর্তি নিশান চাকমা বলেছেন আজকে তারা সাতটি গ্রুপে ভাগ হয়ে আলোচনা করেছেন কিভাবে মোনঘরকে সুরক্ষা করা যায়। মোনঘরের ব্যাপারে আমার সব সময়ই আগ্রহ ছিল । মোনঘর আজ ৪০ বর্ষপূর্তি পালন করছে। এই দীর্ঘ ৪০ বছর সব সময় সহজ-সরল ছিল না। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে মোনঘর বর্তমান অবস্থায় এনে পৌছেছে। সঞ্চালক কীর্তি নিশান চাকমা সত্যিই বলেছেন, মোনঘর কেবল মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান নয়- একটি আদর্শ, একটি চেতনা। মোনঘরে বর্তমানে প্রায় ৮০০ ছাত্র-ছাত্রী আছে। আমি শুধুমাত্র সংখ্যাটা বলবো না। এরা শহর থেকে নয়। সবাই তিন পার্বত্য জেলার সব জাতি-গোষ্ঠি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মোনঘরে পড়া-লেখা করতে এসেছে। এ জন্য মোনঘরকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে না এবং সকলের মত আমারও ক্ষোভ আছে। এছাড়া যুক্ত হয়েছে ডিভাইড এন্ড রুল (ভাগ কর এবং শাসন কর), প্রকৃত অর্থে মোনঘর হচ্ছে তারই জবাব। মোনঘরে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্কুল লেভেল থেকে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মার বন্ধন তৈরী হচ্ছে। এ বন্ধনে যারা ফাটল ধরাতে চায় তারা সফল হবে না-এ বিশ্বাস আমার আছে।

আজ মোনঘর ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে। এরই মধ্যে আমরা দুই যুগ সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। আমরা দিশাহারায় ছিলাম কিন্তু মোনঘর তার আলোক বর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছে। মোনঘর কেবল মাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়- মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। কেবলমাত্র বিএ, এমএ বা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হলে সাবলম্বী হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। সবার মেধা সমান হয় না এবং তাদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। মোনঘর যে আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আগামীতে ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে, আপনারা এগিয়ে যান আমরা আপনাদের সাথে থাকবো। এমন একটি উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠানে আসার সুযোগ দিয়ে এবং আপনাদের পাশে থাকার সুযোগ করে দিয়ে আমি সত্যিই গর্বিত ও আনন্দিত। আয়োজকদের সকলকে ধন্যাবাদ জানাচ্ছি।

মি: নিখিল কুমার চাকমা, প্রধান অতিথি ও মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মি. নিখিল কুমার চাকমা
চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

মোনঘর এমন একটি প্রতিষ্ঠান, জাতিগত এবং সাংস্কৃতি বিকাশে ও ভাতৃত্ববোধ এবং জাতিকে এগিয়ে নেয়ার এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন বিকল্প নেই। মোনঘরের অনেক কৃতি ছাত্র-ছাত্রী আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। আজকের অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মালিক লাল দেওয়ান যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, মোনঘরের জন্য যে সহযোগিতার কথা বলেছেন- আমি মনে করি আমরা সবাই মোনঘরকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষে অনুপ্রেরণা পাবো। মোনঘরকে নতুনভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য যারা এসেছেনে তাদের সঙ্গে সামিল হতে পেরে আমি আনন্দিত। আজকের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও মোনঘরের সাধারন সম্পাদক মি: কীর্তি নিশান চাকমার বক্তব্যে জানতে পেরেছি মোনঘরের আবাসন সমস্যার কথা। গত বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালে মোনঘরে ভর্তির জন্য প্রায় ৫০০ ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেছিল কিন্তু আবাসন সমস্যার কারণে কেবল মাত্র ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো মোনঘরের জন্য কিছু করার। মোনঘর এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান তিন পার্বত্য জেলার সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠিকে একত্রিত করেছে। আজকের অনুষ্ঠানে যারা সংবর্ধিত হয়েছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আয়োজক ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিজ্ নিরূপা দেওয়ান, সভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি, মোনঘর পরিচালনা পরিষদ

সভাপতির ভাষণ প্রদান করছেন মিজ্ নিরূপা দেওয়ান

সভাপতি হিসেবে অনুষ্ঠানে তেমন কিছু বলার থাকে না। পূনর্মিলনী শুধুমাত্র আনন্দ করা নয়। আমার খুবই ভাল লাগছে যে, মোনঘরীয়াঙ্গরা পূনর্মিলনী করার পাশাপাশি সাতটা গ্রুপে ভাগ হয়ে তারা মোনঘরকে কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায় সেজন্য মিলিত হয়ে আলোচনা করেছেন। আমি বিশ্বাস করি মোনঘরীয়াঙ্গরা সফল হবে এবং মোনঘরকে এগিয়ে নিতে পারবে। আমি তাদেরকে অভিবাদন জানাই। মোনঘরে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠির ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়া করে এবং মোনঘরের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মোনঘরীয়াঙ্গরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলোকিত করবেন। মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী গুনীজনদেরকে যে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে তা হলো তাদের কাজের স্বীকৃতি এবং আমরা তাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাবো। অনেক ধৈর্য্য ধরে অনুষ্ঠানে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আয়োজকদের-মোনঘরীয়াঙ্গদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সন্ধ্যা ৭টায় মোনঘরের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক এবং প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট চঞ্চু চাকমা

মোনঘর আশ্রমিক আচরণ বিধি

(মোনঘর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত)

ভূমিকা:

মোনঘর একটি আদর্শ সুসমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই কথাটি এখন সর্বজন স্বীকৃত। মোনঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল তিষ্য মহাথেরো ও শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো বিভিন্ন সময়ে মোনঘরকে একটি মিলন কেন্দ্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই অঞ্চলের বসবাসকারী দশ ভাষাভাষি তেরটি আদিবাসী জনগোষ্ঠির গরীব, দুঃখী, অসহায় ও ছিন্নমূল ছেলেমেয়েদেরকে একত্রিত করে সাধারণ, কারিগরী ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক, কলা, ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নি:সন্দেহে মোনঘরকে একটি মিলন কেন্দ্র বলা চলে।

মোনঘরের সকল আশ্রমিকেরা ব্রহ্মচর্যের চর্চায় রত। প্রকৃত জ্ঞান লাভের অনুশীলন এর মূল ভিত্তি। বর্তমানের প্রতি সকলেই সজাগ। সবাই সদাচরণে অভ্যস্ত। স্মৃতিমান থাকা ও একাগ্রতার অভ্যাস প্রতিদিনের নিত্যকর্মের অংশ। সবাই শুদ্ধ মন নিয়ে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করার কঠোর সাধনায় নিয়োজিত রয়েছেন। এই লক্ষ্য সাধনে মোনঘরের কর্মীরা দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। একমাত্র কঠোর অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই মোনঘরের অনেক ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা পার্বত্য অঞ্চলের আনাচে কানাচে ও দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

বিগত চার দশক ধরে এতদ্‌অঞ্চলের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সহযোগী হিসেবে রয়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী এবং প্রতিটি বিভাগে দায়িত্বরত কর্মীবৃন্দ।

অতীতের মোনঘরের ফসল বর্তমান মোনঘর। তাই, মোনঘরের অতীতের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বর্তমান মোনঘরকে আরও কিভাবে উন্নয়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে নেয়া যায়, এ নিয়ে সকলের চিন্তা চেতনাকে সমন্বয় সাধন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরীভাবে প্রয়োজন। সকলের সদিচ্ছায় নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধিমালার প্রতি আন্তরিক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল হলে মোনঘরকে আরও অধিকতর পরিমার্জিত, পরিশীলিত, উন্নত ও গতিশীল করা যাবে।

বর্তমান আশ্রমিক আচরণ বিধিটি এ লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। এখানে উল্লেখিত 'দিক নির্দেশনা' মেনে মোনঘরের সকল আশ্রমিকেরা উন্নততর ও গতিশীল ভবিষ্যত জীবনের অধিকারী হবেন।

১। মোনঘরের আশ্রমিকদের প্রধান লক্ষ্য:

১) মোনঘর ও মোনঘর সংগীত;

২) মোনঘরের সার্বিক সহযোগিতা সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চতর পর্যায়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা;

৩) তথাগত ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত মধ্যম পথ অবলম্বন করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা;

৪) সার্বিকভাবে একজন মোনঘরিয়ান্স হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

২। অবশ্যই পালনীয় আদর্শ বা নীতিমালা :

১) পবিত্রতা - পবিত্র অর্থ পরিশুদ্ধ, পবিত্রতার অর্থ পরিশুদ্ধতা অর্থাৎ নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখা;

২) আনুগত্য - আনুগত্য মানে বাধ্য থাকা। গুরুজন বা উপরিষ্টজনের প্রতি অনুগত থাকা। এখানে মোনঘর আশ্রমিক আচরণবিধির প্রতি অনুগত থাকা;

৩) সচেতনতা - সচেতন অর্থ সতর্ক বা সজাগ। সচেতনতার অর্থ যে কোন বিষয়ের প্রতি সজাগ বা সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

৪) দৃঢ়তা - দৃঢ় অর্থ অবিচল বা শক্ত। এখানে দৃঢ়তা মানে নিজের লক্ষ্য অর্জনে অবিচলিত থাকা;

৫) মৈত্রী - পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, দয়া বা মমত্ববোধ;

৬) করুণা - কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা। গরীব, দুঃখী, অসহায় মানুষদের সহায়তায় এগিয়ে আসা। শুধু মানুষ নয় অন্যান্য প্রাণীর প্রতিও তাই করা;

৭) মুদিতা - অন্য জনের উন্নতিতে খুশী হওয়া, তার সাফল্যকে সাদরে গ্রহণ করা বা মেনে নেয়া;

৮) উপেক্ষা/সমতা - কে কি বলল তার উপর প্রতিক্রিয়া না দেখানো; অর্থাৎ নিজ লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিজের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি অবিচল থাকা।

৩। ***অধিষ্ঠান:*** এক কথায় প্রতিজ্ঞা। আমি এ কাজটি করবই। লক্ষ্য অর্জিত না করা পর্যন্ত এ কাজটি করে যাব - এরকম প্রতিজ্ঞা;

১) শীল বা সদাচরণঃ নীতি বা চরিত্র

২) সমাধি বা সম্যক ব্যয়াম- বর্তমানের প্রতি সজাগ থাকা :

ক) সঠিক প্রচেষ্টা;

খ) সঠিক মনোযোগ বা সম্যক স্মৃতি;

গ) সঠিক মনোনিবেশ বা সম্যক সমাধি;

৩) প্রজ্ঞা-চিত্তের সমতাঃ

১) সঠিক বোধশক্তি (সম্যক দৃষ্টি);

২) সঠিক চিন্তা (সম্যক সংকল্প);

৪। ***ভবনে/স্কুলে পড়া-লেখা করার সময় নিয়মাবলী:***

১) প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়ালেখা করবে;

২) এ সময় অন্য কোন কাজে বাইরে যাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ;

৩) কেউ কারো কাছে এসে পড়ার ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

৫। ***ছুটি গ্রহনের নিয়মাবলী:***

১) মোনঘরের প্রচলিত নিয়মে ছুটি নিতে হবে। অভিভাবক ছাড়া কোন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে ছুটি দেয়া হবে না;

২) একদিন আগে ছুটি অনুমোদন করে নিতে হবে, তবে বিশেষ জরুরী মুহূর্তে তা শিথিলযোগ্য।

৬। ***শীল/নীতি অনুসরণ:***[২]

পঞ্চশীল অবশ্যই পালনীয়;(যেমন, প্রাণী হত্যা না করা, মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, ব্যাভিচার না করা ও মাদকদ্রব্য পান/সেবন না করা)

১) ছুটির সময় বা বন্ধের দিনে অষ্টশীল পালন করা বাঞ্ছনীয়;

২) উচ্চস্বরে কথা বলা বা উচ্চ হাস্য থেকে বিরত থাকা;

৩) নিজের আচরণে যেন অন্য জনের ক্ষতি বা অসুবিধা সৃষ্টি না হয়।

৭। মোনঘরে অবস্থানকালীন সময়ে পালনীয় নীতিসমূহ:

১) মোনঘরের সঙ্গীতটির মর্মার্থ অনুসরন করে সমসুখে সুখী, সমদুঃখে দুঃখী হয়ে অবস্থান করা;
২) সমতা, সমঝোতা ভাব নিয়ে অবস্থান করা;
৩) একে অপরকে শ্রদ্ধা করা, ভালবাসা ও অনুগত থাকা।

৮। মোনঘরে যা করা যাবে না বা নিষিদ্ধ:

১) কোন প্রকার অবৈধ, অসামাজিক তথা শান্তি-শৃংখলার পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হওয়া;
২) মোনঘরের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা পরিপন্থী যে কোন ধরণের কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া;
৩) মোনঘরের স্বার্থ পরিপন্থী যে কোন কাজে জড়িত হওয়া;
৪) মোনঘরের ক্যাম্পাসে বা স্কুলে কোন অননুমোদিতভাবে নিজ হেফাজতে মোবাইল ফোন রাখা বা ব্যবহার করা

৯। খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত নীতিমালা:

১) যথাসময়ে আহার করা;
২) নিরবে পরিমিত আহার করা;
৩) খাদ্য অপচয় না করা;
৪) মিতব্যয়ীতার অভ্যাস গড়ে তোলা;
৫) ভোজনালয়ে এসে এক জায়গায় বসে আহার করা;
৬) ভোজনালয়ে খালি পায়ে প্রবেশ করা;
৭) সব সময় নিজ নিজ থালা/প্লেটে করে আহার করা।

১০। স্বাস্থ্যসম্মত সংক্রান্ত নীতি :

১) শরীরের যত্ন নেওয়া;
২) নিয়মিত যথাসময়ে স্নান করা;
৩) নিয়মিত নখ কাটা ও পরিষ্কার রাখা;
৪) প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চুল ছাঁটাই করা;

১১। মনে রাখা ও অভ্যাস করা :

১) ছেঁড়া কাগজ ও অব্যবহার্য দ্রব্যাদি যত্রতত্র না ফেলা বা না রাখা;
২) ভবন ও উঠান ঝাড়ু দেওয়ার পর আবর্জনা স্তুপ করে না রাখা;
৩) যে কোন আবর্জনা বা অব্যবহার্য দ্রব্য ডাস্টবিন বা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা;
৪) যত্রতত্র থুথু না ফেলা;
৫) হাঁটার সময় জুতা বা সেন্ডেলের শব্দ না করা;
৬) পানি অপচয় না করা;
৭) অযথা লাইট/বাতি জ্বালিয়ে না রাখা;
৮) নির্ধারিত লাইট/বাতি ব্যাতীত আলাদা কোন লাইট/বাতির সংযোগ না দেয়া।

১২। নিরবতা পালন :

১) নিরবতা পালন অর্থ মৌন অবলম্বন নয়। কম কথা বলা; পাশের জনের যেন কোন অসুবিধা না হয়।
২) উচ্চস্বরে কথা না বলা।

১৩। সকলের বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

১) রাগ - সহজ অর্থে ক্রোধ;
২) দ্বেষ - সাধারণ অর্থে হিংসা, ঈর্ষা, শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতাকে বুঝায়;
৩) মোহ - অজ্ঞানতা, অজ্ঞতা ও বিবেকহীনতা বুঝায়। মোহ মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখে;
৪) আলস্য - অলসতা, জড়তা;
৫) চঞ্চলতা - অস্থির বা চঞ্চল হওয়া;
৬) ভয় - ভীতি, ডর, ভীত হওয়া, আতংক ইত্যাদি;
৭) সংশয় - সন্দেহ, দ্বিধা, ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভয়, অনিশ্চয়তাবোধ ইত্যাদি;
৮) কৃপণতা - কার্পণ্য, উদার মনোভাবের অভাব ইত্যাদি;
৯) অহংবোধ - অহংকার, অর্থ গর্ব, আত্মাভিমান।

১৪। অনুশাসন:

১। সব্ব পাপস্স অকরণং কুলস্স উপসম্পদা, সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং -ধম্মপদ

অনুবাদ: সর্বপ্রকার পাপকর্ম হতে বিরত (শীল), কুশল কর্মের পরিপূর্ণতা (প্রজ্ঞা) ও স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন (সমাধি) ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন। -ধম্মপদ

২। অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা, ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞ সরণাতি।

অনুবাদ: আত্তদীপ হয়ে বিহার কর, আত্মশরণ ও অনন্য শরণ এবং ধর্মদীপ ধর্ম শরণ ও অনন্য শরণ করে বিহার কর।

৩। নহি বেরেন বেরানি সম্মন্ধীধ কুদাচনং, অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

অনুবাদ: শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না। মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

১৫। যে কোন অভাব অভিযোগ ও অসুবিধা অবহিতকরণ:

১) ভদ্রোচিত আচরণের মাধ্যমে;
২) উত্তেজিতভাব পরিহার করে;
৩) নীতিগত ও ন্যায্য হতে হবে;
৪) প্রশাসন বা আভ্যন্তরীণ পরিচালনা পর্ষদের আওতাধীন বা এখতিয়ারভূক্ত আবেদন হতে হবে;
৫) অযৌক্তিক বা অপ্রাসঙ্গিক দাবী তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে;
৬) তর্কের খাতিরে তর্ক করা অবিধেয়।

১৬। ভবন সম্পর্কিত (ব্রতকর্ম ও নিত্যকর্ম):

১) শয্যাত্যাগের সাথে সাথে বিছানাপত্র গুছিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা;
২) নিজ নিজ শয়ন কক্ষ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;
৩) ভবন, উঠান ও চতুপার্শ্বস্থ জায়গা রুটিন মাফিক বা পালাক্রমে ঝাড়ু দেওয়া;
৪) পায়খানা ঘর/বাথরুম সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;
৫) ফল ও ফুলের বাগান নিয়মিতভাবে পরিচর্যা করা;
৬) নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি (কোদাল,বেলচা, দা ইত্যাদি) নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা।

১৭। পোশাক-পরিচ্ছদ:

১) পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;
২) প্রতি সপ্তাহে ব্যবহার্য কাপড় (লেপ, তোষক, বালিশ, লেপ কভার, বালিশ কভার, বেডশিট, মশারী প্রভৃতি) ধৌত করা ও রৌদ্রে শুকানো;
৩) ভিজা কাপড় ভবনের ভিতরে না শুকানো।

১৮। নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা :

১) শিক্ষা সামগ্রী (বই, কাগজ, কলম, খাতা ইত্যাদি),
২) টুথ পেস্ট, ব্রাশ,
৩) জুতা/সেন্ডেল ও
৪) খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদি ।

১৯। অভিভাবকগণ ও তাঁদের ভূমিকা:

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর কমপক্ষে ২(দুই) জন অভিভাবক থাকবেন। একজন স্থানীয় অভিভাবক এবং আর একজন বাবা/মা অথবা নিকট আত্মীয়। ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়া তথা বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা হবে। মোনঘর কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান নিশ্চিত করা তথা তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে সবসময় সচেষ্ট থাকবে। কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন ছাত্র-ছাত্রী গুরুতরভাবে শৃংখলা ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে মোনঘর কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাশীঘ্রই যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরকে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে হবে। বিশেষ কোন অপরাধে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহিষ্কার করা হলে অভিভাবকদের যে কোন একজনকে উক্ত বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীকে নিজ হেফাজতে গ্রহণ করতে হবে।

২০। কোর্স সমাপ্তি:

- ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্স এস.এস.সি. (Secondary School Certificate) পর্যন্ত নির্ধারিত। তবে মোনঘর কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় এইচ.এস.সি. (Higher Secondary Certificate) পর্যন্ত কোর্স চলমান রাখতে পারে।
- এস.এস.সি. (Secondary School Certificate) পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কোর্স সমাপ্ত হবে।
- কোর্স সমাপ্তির ৭(সাত) দিনের মধ্যে মোনঘরের সাথে যোগাযোগ করে প্রত্যেক অভিভাবক নিজ নিজ ছেলে -মেয়েকে নিজ হেফাজতে গ্রহণ করবেন।

[২] পঞ্চ মননশীলতা'র ধ্যান

❑ *মননশীলতার প্রথম নীতি শিক্ষা :*

জীবনের বিনাশ দুঃখ-কষ্টের জন্ম দেয়; আমি সহানুভূতি জাগাবো এবং মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা ও খনিজ সম্পদ রক্ষা করার উপায় শিখবো বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি হত্যা করবো না, অন্যকে হত্যা করতে দেবো না এবং পৃথিবীর কোন হত্যাকান্ডকে আমার চিন্তায় ও আমার জীবন চলায় ক্ষমা বা উপেক্ষা করবো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

❑ *মননশীলতার দ্বিতীয় নীতি শিক্ষা :*

শোষণ, সামাজিক অবিচার, চুরি এবং উৎপীড়ন দুঃখ-কষ্টের জন্ম দেয়, আমি আমার মননে, চিন্তায় ভালোবাসা

দিয়ে মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা ও খনিজ সম্পদের কল্যাণার্থে কাজ করবো বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আমার সময় ও শক্তি দিয়ে মহানুভবতার চর্চা করবো বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চুরি করবো না এবং অন্যের মালিকানাধীন কোন কিছু আমার অধিকারে রাখবো না বলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি অন্যের সম্পদকে শ্রদ্ধা করবো কিন্তু অন্যায়ভাবে যারা অপরের সম্পদকে শোষণ করেন তাদেরকে প্রতিরোধ করবো।

- ***মননশীলতার তৃতীয় নীতি শিক্ষা :***

যৌন অসদাচরণ দুঃখ-কষ্টের জন্ম দেয়, আমি দায়িত্ববোধ জাগাবো এবং ব্যক্তি, দম্পতি, পরিবার ও সমাজের নিরাপত্তা ও সাধুতা রক্ষা করার উপায় শিখবো বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি ভালবাসা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে যৌন সম্পর্কে নিয়োজিত হবো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি নিজের ও অন্যের সুখ সংরক্ষণার্থে আমার ও অন্যের প্রতিশ্রুতিকে মর্যাদা দেবো বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি যৌন অপব্যবহার থেকে শিশুদের রক্ষা করতে এবং যৌন অসদাচরণ দ্বারা দম্পতি ও পরিবারসমূহের ভাঙ্গন রোধ করতে আমার সাধ্যমত সবকিছু করবো।

- ***মননশীলতার চতুর্থ নীতি শিক্ষা :***

অসতর্ক কথাবার্তা এবং অন্যের কথা শোনার অক্ষমতা দুঃখ-কষ্টের জন্ম দেয়; অন্যের কাছে আনন্দ ও সুখ আনয়নার্থে এবং অন্যকে তাঁদের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করণার্থে ভালবাসাযুক্ত ভাষা ও গভীর শ্রবণশক্তি জাগাবো বলে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কথা সুখ অথবা ভোগান্তি সৃষ্টি করতে পারে জেনে, আমি সত্যতার সাথে, আত্মবিশ্বাস, আনন্দ ও আশার সঞ্চার করে এমন সব শব্দ প্রয়োগে কথা বলতে শিখবো বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে সংবাদ সঠিক কিনা আমি জানি না তা প্রচার করবো না বলে এবং নিশ্চিত না হয়ে কোন জিনিসের সমালোচনা বা দোষারোপ করবো না বলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে কথা বিভেদ বা মন কষাকষির কারণ হতে পারে অথবা যা পরিবার বা সম্প্রদায়ের ভাঙ্গনের কারণ হতে পারে সে সমস্ত কথা উচ্চারণ করা থেকে আমি বিরত থাকবো। নগন্য হলেও সকল দ্বন্দ্বের পূর্ণর্মিলন এবং অবসান ঘটাতে আমি সর্বময় প্রচেষ্টা চালাবো।

- ***মননশীলতার পঞ্চম নীতি শিক্ষা :***

অসতর্ক ভোগ দুঃখ-কষ্টের জন্ম দেয়; মননশীল খাবার, পান করার এবং ভোগ করার অভ্যাসের দ্বারা আমি নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য দৈহিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য তৈরী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি এমন খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা আমার শরীরে, আমার বিবেকবোধে ও জনসমষ্টিতে শান্তি, কল্যাণ ও আনন্দ সংরক্ষণ করে এবং যা আমার পরিবার ও সমাজের বিবেকবোধ সংরক্ষণ করে। আমি অবগত আছি, এসব বিষ দিয়ে আমার শরীর বা বিবেকবোধকে নষ্ট করার অর্থ - আমার পূর্বপুরুষ, আমার বাবা-মা, আমার সমাজ এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। আমার নিজের জন্য ও সমাজের জন্য একটি খাদ্যাভ্যাসের দ্বারা আমি নিজের ও সমাজের মধ্যেকার হানাহানি, ভয়, রাগ ও বিশৃংখল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে কাজ করবো। আমি বুঝি, নিজের ও সমাজের রূপান্তরের জন্য একটি উপযুক্ত খাদ্য হলো প্রামাণিক।

মোনঘর শিশু সুরক্ষা নীতি

(আগস্ট ২০১৫ সালে মোনঘর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত)

মোনঘর এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম :

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে গঠিত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সর্ববৃহৎ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হলো মোনঘর। এক দল সমাজ হিতৈষী বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক ১৯৭৪ সালে মোনঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিগত চার দশক ধরে এ অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির প্রায় ৪০০০ অনাথ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু মোনঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে বিনা খরচে অথবা অত্যন্ত হ্রাসকৃত মূল্যে লেখাপড়া করার সুযোগ লাভ করেছে।

আমাদের সমাজে শিশুরা একদিকে যেমন সবচেয়ে অসহায়, তেমনি তারাই ভবিষ্যতের রূপকার হতে পারে - এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র ও নি:স্ব শিশুদেরকে শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই মোনঘর প্রতিষ্ঠা।

শিশুরাই মোনঘরের মূল প্রাণ। তাদের সুখ-দু:খ, আবেগ-অনুভূতির প্রতি সবার সুদৃষ্টি প্রয়োজন। তাই মোনঘরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের কায়িক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে এবং সামাজিক মূল্যবোধ অর্জনে সহায়তা করতে হবে। এ লক্ষ্যে মোনঘরকে এমন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে যাতে তারা সহনশীলতা, দয়া-মমতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ-এসব মানবিক গুণাবলী অর্জন করে মানুষ হতে পারে। একইভাবে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে তারা মোনঘরে এসে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমেও এসব মূল্যবোধ শিখতে পারে।

মোনঘর যে বিশ্বাস থেকে তার কার্যক্রম ও সেবা পরিচালনা করে আসছে তা বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ করুণা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, একতা ও শান্তি ধারণার সাথে গভীরভাবে গ্রোথিত। এক কথায়, অহিংসা নীতির মাধ্যমে মোনঘর তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়; এটা ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বটে।

বর্তমানে মোনঘরে প্রায় ১৩৬৫ জন্য ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা লাভ করছে। তাদের মধ্যে ৮০৭ জন আবাসিক হিসেবে এবং বাকীরা আশেপাশের এলাকা থেকে অনাবাসিক হিসেবে পড়ালেখা করছে। মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৪৬% ছাত্রী। মোনঘরের সকল ছাত্র-ছাত্রী প্রায় বিনামূল্যে অথবা সর্বোচ্চ ভূর্তুকি নিয়ে (কম করে হলেও ৫০%) শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল এলাকা থেকে শিশুরা মোনঘরে ভর্তির জন্যে এসে থাকে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫টি উপজেলা থেকে এগারটি জাতিগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রী মোনঘরে লেখাপড়া করছে।

মোনঘর শিক্ষার পাশাপাশি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বর্তমানে বিভিন্ন কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেগুলো নিচে তুলে ধরা হল:

• *মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় :*

বিদ্যালয়টি মোনঘর কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে আবাসিক ও অনাবাসিক মিলে মোট ১৩৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করছে।

• *মোনঘর আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ কর্মসূচী :*

এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা। বর্তমানে পাঁচটি আদিবাসী ভাষার শিক্ষাক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সকল আদিবাসীর ভাষা এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। এছাড়াও এখানে শিশুদের সাংস্কৃতিক দল রয়েছে এবং নিয়মিতভাবে স্কুল ম্যাগাজিন, গবেষণা পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়।

• *মোনঘর মিনি-হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী :*

মোনঘর মিনি হাসপাতালে মোনঘরের শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও মোনঘর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার উপর কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে মোনঘর মেডিকেল টিমের কর্মীরা সপ্তাহে দুইদিন তিনটি পাড়া কেন্দ্রে গিয়ে বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্যবস্থাপত্র, এবং স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের উপর সচেতনতামূলক পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

• *মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচী :*

এ কর্মসূচীর অধীনে ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হয়। এ যাবত এ কর্মসূচীর আওতায় ৪০০ জনেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা ঋণ সহায়তা পেয়েছে। আর্থিক সংকটের কারণে এই কর্মসূচী কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি মোনঘর এবং মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থা 'দি মোনঘরীন্সের' যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচী পুনরায় চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সুদমুক্ত উচ্চশিক্ষা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। শর্ত অনুসারে, উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর মাসিক হারে তাদের গৃহীত উচ্চশিক্ষা ঋণ পরিশোধ করবে এবং উক্ত পরিশোধিত অর্থ দিয়ে ভবিষ্যতে আরো গরীব-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ঋণের সুযোগ দেওয়া হবে।

• *মোনঘর তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :*

৩৫টি ডেস্কটপ ও আনুষঙ্গিক সুবিধা সম্বলিত মোনঘরে তথ্য ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এখানে কম্পিউটারের উপর মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

• *মোনঘর পাঠাগার :*

বৌদ্ধ ধর্ম, শিশুতোষ, শিক্ষা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৫,০০০ হাজারের অধিক বই মোনঘর পাঠাগারে আছে। মোনঘর পাঠাগারটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিষয়ক গবেষণার সূত্র ও তথ্যভান্ডার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

• *মোনঘর পালি কলেজ :*

এখানে বৌদ্ধধর্ম ও পালি ভাষার উপর ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্স শেখানো করা হয়।

• *মোনঘর কারিগরী বিদ্যালয় :*

এ স্কুলের মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ-এর উপর কোর্স শেখানো হয়। বর্তমানে তাঁত, সেলাই, বেকারী পণ্য ও কার্পেন্ট্রির উপর কোর্স করানো হয়। ভবিষ্যতে আরো বৃত্তিমূলক কোর্স অন্তর্ভূক্ত করার পরকল্পনা রয়েছে।

• *মৎস্য, নার্সারী, কৃষি ও বনায়ন কর্মসূচী :*

এগুলি মোনঘরের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প। মোনঘরের নিজস্ব জায়গায় এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ সকল কর্মসূচী ও কার্যক্রমের মাধ্যমে মোনঘর শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে: তাদের সেবা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা; শিক্ষা প্রদান করা এবং সর্বোপরি জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের আলোকে তাদের অধিকার সংক্ষণ করার লক্ষ্যে মোনঘর কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু সুরক্ষা নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

শিশু সুরক্ষা নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মোনঘরে আশ্রিত সকল শিশুর অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে শিশুদের সেবা, ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে তাদের শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে উঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা। একই সাথে তাদেরকে নিপীড়ন, শোষণ, সহিংসতা, বৈষম্য, উত্যক্তকরণসহ যে কোন প্রকার নির্যাতন হতে সুরক্ষা দেওয়া এই নীতির উদ্দেশ্য।

মোনঘর শিশু সুরক্ষা নীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

- মোনঘরের শিশুরা যাতে সেবা, স্নেহ ও ভালবাসা পেয়ে বেড়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করা;
- শিশু নির্যাতনের সমস্যা ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- শিশুদের সাথে কীভাবে কার্যকরভাবে কাজ করা যায় সে ব্যাপারে মোনঘরের কর্মীদেরকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- কোন সময়ে শিশু নির্যাতন ঘটেছে বলে প্রমাণ পেলে অথবা শিশু নির্যাতনের ঘটনা আঁচ করতে পারলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে সে ব্যাপারে পরিস্কার ধারণা দেওয়া।

মোনঘরে শিশুদের সেবা, কল্যাণ ও অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলী ও পরিধি :

এই নীতি মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য। মোনঘরের বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত কর্মী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচীতে যে কোন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল কর্মী এই নীতি মেনে চলতে বাধ্য। এই নীতির আওতায় প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকালে মোনঘরে আশ্রিত সকল শিশুর প্রতি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই শিশু সুরক্ষা নীতিতে যেসকল শর্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেগুলো মেনে চলা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ও তা' নি:শর্তভাবে মানতে বাধ্য।

অনুচ্ছেদ-১ : যেসকল কার্যক্রমের উৎসাহিত করা হবে :

এই নীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে মোনঘর সে সকল কাজের পদ্ধতি, কার্যক্রম ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে যা শিশুদের অধিকার সুরক্ষা করে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশে সহায়তা করে যাতে তারা গঠনমূলক সহভাগিতা, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, সহানুভূতিশীল হয়ে অন্যের কথা শোনা ও বোঝা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা - এসব মূল্যবোধ তাদের জীবনে ধারণ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ-২ : যেসকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ :

এই শিশু সুরক্ষা নীতির মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মোনঘরে সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ করা গেল এবং সেগুলোর লংঘন হলে ক্ষমার অযোগ্য (zero tolerance) অপরাধ বলে বিবেচিত হবে ;

- নির্যাতন;
- বৈষম্য;
- শিশু শ্রম ও শোষণ;
- সহিংসতা;
- উত্যাক্তকরণ বা সহপাঠী দ্বারা নিপীড়ন।

অনুচ্ছেদ-২.১ : শিশু নির্যাতন :

সকল প্রকার শিশু নির্যাতন মোনঘরে সম্পূভাবে নিষিদ্ধ করা গেল। শিশু নির্যাতন বলতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বুঝাবে:

শারিরীক নির্যাতন বা শারিরীক শাস্তি :

মোনঘরের কোন শিশুকে কোন প্রকারের শারিরীক শাস্তি দেয়া যাবে না। শারিরীক শাস্তি বলতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বুঝাবে:

- প্রহার;
- কোন শিশুকে শারিরীকভাবে প্রহার করা, যেমন মুষ্টি বা হাতের তালু দিয়ে প্রহার করা ইত্যাদি;
- যে কোন ধরনের শারিরীক শাস্তি, যেমন দীর্ঘ সময়ের জন্য এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা অথবা অন্য কোনভাবে অস্বস্থিকর অবস্থায় থাকতে বাধ্য করা (যেমন, বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সচরাচর এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়)

যৌন হয়রানি :

শিশুর প্রতি যৌন হয়রানিমূলক যে কোন ধরনের আচরণ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। শিশুর যৌন হয়রানি বলতে কোন শিশুকে নিয়ে যে কোন ধরনের যৌন কর্মকে বুঝাবে।

অবহেলা :

মোনঘরে আশ্রিত কোন শিশুর প্রতি অবহেলা করা যাবে না; কোন শিশুর স্বাস্থ্য ও তার সামগ্রিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে এমন অবস্থায় তাকে ফেলে রাখা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-২.২ : শিশুর প্রতি বৈষম্য :

জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বিশ্বাস ও অঙ্গহানি ইত্যাদির ভিত্তিতে কোন শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য মোনঘর কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা গেল।

অনুচ্ছেদ-২.৩ : শিশু শ্রম ও শোষণ :

মোনঘর সকল প্রকার শিশু শ্রমসহ শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষণা করছে। মোনঘরের কোন শিশুসহ মোনঘরের বাইরে এর বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সুবিধাভোগীদের কোন শিশুকেও কোন ধরনের শোষণ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-২.৪ : উত্যাক্তকরণ বা সহপাঠী দ্বারা নিপীড়ন :

উত্যক্তকরণ বা সহপাঠী দ্বারা নিপীড়ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং সেবাদানে নিয়োজিত কোন কর্মীর এমন আচরণ মোনঘরে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা গেল। একইভাবে মোনঘরে সেবাদানে নিয়োজিত সকল কর্মী সজাগ থাকবেন যাতে এক শিশু আরো এক শিশুকে উত্যক্ত বা নিপীড়ন করতে না পারে। সে ধরনের কোন আচরণ পরিলক্ষিত হলে তারা সাথে সাথে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মোনঘর শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া :

মোনঘরের সকল কর্মী, শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক, সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য সেবাদানকারী ব্যক্তি - সকলে এই শিশু সুরক্ষা নীতি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। কেউ যদি এই শিশু সুরক্ষা নীতির কোন নিয়ম লংঘন করে থাকেন, তাহলে অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তি ভোগ করবেন। এই প্রকারের শাস্তির মধ্যে জরিমানা, মাসিক বেতন হ্রাস, চাকুরী থেকে বরখাস্ত এবং মোনঘর থেকে বিতাড়ন ইত্যাদি হতে পারে। অপরাধের ধরণ ও তীব্রতা অনুসারে মোনঘর কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করতে পারবে।

মোনঘরের নির্বাহী পরিচালক পদাধিকার বলে এই শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য দায়ী থাকবেন। মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক এই নীতি বাস্তবায়নে একই দায়িত্ব পালন করবেন। এই শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়নে তদারকির জন্যে মোনঘরের মধ্যে শিশু অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক একজন ন্যায়পাল থাকবেন। তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে মোনঘর কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট সময় সময় প্রতিবেদন পেশ করবেন। মোনঘরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ (যেমন, নির্বাহী পরিচালক) কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হলে ন্যায়পালের নিকট আবেদন করতে পারবেন এবং ন্যায়পাল তার কাজ করতে গিয়ে মোনঘরের সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য চাইতে পারবেন। এক্ষেত্রে ন্যায়পাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা মতামত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সংশোধন ও পরিবর্তন :

মোনঘর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কমপক্ষে দু'বার বাস্তবায়ন না পর্যন্ত এই শিশু সুরক্ষা নীতির শর্তাবলী বা ধারা সংশোধন করা যাবে না। সংশোধনের প্রয়োজন হলে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

এই নীতি বাংলায়ও তর্জমা করা হয়েছে যা মূল ইংরেজীর সাথে সমানভাবে নির্ভরযোগ্য পাঠ হিসেবে গণ্য হবে। এই নীতির বাংলা তর্জমা মোনঘরের সকল সেবাদানকারী ব্যক্তিগণের কাছে দেওয়া হবে এবং সকলের অবগতির জন্যে প্রশাসনিক কার্যালয়, বিদ্যালয়, আবাসিক ভবনসমূহ ও মোনঘরের বাইরে প্রকল্প কার্যালয়সমূহে টানিয়ে দেওয়া হবে।

স্বপ্ন দেখার অধিকার

- সঞ্জীব দ্রং[৩]

জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক এফেয়ার্স বিভাগ ২০০৯ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বের আদিবাসীদের অবস্থা নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল নিউ ইয়র্ক সদর দফতর থেকে। এই রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ে একটি আদিবাসী কবিতা ছাপা হয়েছে। আমি কবিতাটি রূপান্তরের চেষ্টা করলাম,

"যতদিন আমাদের নদী ছিল,
যতদিন নদীতে জল ছিল,
মাছেরা সাতার কাটতো।
যতদিন ভূমি ছিল আমাদের,
সবুজ ঘাস ছিল আমাদের,
সেখানে পশুপাখি বিচরণ করতো।
যতদিন আমাদের বনে বড় বৃক্ষ ছিল,
যতদিন তাতে বন্যপ্রাণী লুকাতে পারতো,
ততদিন পৃথিবীতে আমরা নিরাপদ ছিলাম।"

এই রিপোর্টের মুখবন্ধে জাতিসংঘ আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল মি. শা জুকাং বলেছেন, আদিবাসী জনগণ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিকারী ও রক্ষাকারী। আদিবাসীরাই পৃথিবীর নানা ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধারক ও বাহক। আদিবাসীদের প্রাচীন ও ঐতিহ্যগত জ্ঞান বিশ্বের অমূল্য সম্পদ যা মানব সমাজকে স্মরণাতীত কাল থেকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি বলেছেন, বিশ্বের জীববৈচিত্র্যের জন্য এত অবদান সত্ত্বেও আদিবাসী জনগণ নানামুখী শোষণ, বৈষম্য, প্রান্তিকতা, অতি দারিদ্রতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের শিকার হচ্ছে। অনেক আদিবাসী তাদের স্বতঃসিদ্ধ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও আদিবাসী জীবন প্রণালীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। আদিবাসীদের নিজস্ব প্রথা, রীতিনীতি, ভাষা, জীবনধারা হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে। অনেক জায়গায় আদিবাসী সমাজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেছেন, রাষ্ট্রসমূহ আদিবাসী জনগণের উপর এই হুমকিগুলোকে স্বীকার করে নিচ্ছে এবং কোথাও কোথাও আদিবাসী অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে। আদিবাসীদের ভূমি অধিকার মেনে নেয়া থেকে শুরু করে কোনো কোনো রাষ্ট্র আদিবাসীদের প্রতি অতীতের ভুল ও নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ এক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এই রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়েছে, জাতিসংঘের প্রথম ষাট বছরে অনেক অর্জন সূচিত হলেও এখনো সমাজের অতি দরিদ্র জনগণ, অতি প্রান্তিক মানুষ এবং আদিবাসীরা মৌলিক মানবাধিকার, উন্নয়নের সুফল ও নিরাপত্তা ভোগ করতে পারছে না।

১.

আদিবাসী ইস্যুতে পৃথিবীর অনেক দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। নরওয়েসহ স্ক্যানডিনেভিয়ান কয়েকটি দেশে আদিবাসী সামি পার্লামেন্ট আছে। আমরা তাদের উদাহরণ দিই। নেপালের কনস্টিটিউশন এসেম্বলিতে জনজাতিদের বড় ভূমিকা এবং ওদের সংসদের স্পীকার ছিলেন লিমবু আদিবাসী। এক সময় ভারতের স্পীকার ছিলেন মেঘালয়ের একজন গারো। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম এরকম আরো অনেক দেশের উদাহরণ আমরা দিতে পারবো যারা চেষ্টা করছে আদিবাসীদের অধিকার প্রদানের। অস্ট্রেলিয়া সরকার অতীতের ভুল আচরণের জন্য পার্লামেন্টে আদিবাসীদের কাছে ঐতিহাসিক ক্ষমা চেয়ে বলেছে, 'এই ক্ষমা প্রার্থনা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমরা একে অপরের যাতনা বুঝতে পারবো এবং সামনে অগ্রসর হতে পারবো।' দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস আইমারা আদিবাসী সন্তান। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে এসে একবার তিনি আদিবাসী পোশাক পরে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণ শোনার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। হয়তো অনেকে কষ্ট পাবেন এই উদাহরণের জন্য যে, পাকিস্তানেও প্রভিন্সিয়ালী

[৩] লেখক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক

এডমিনিস্টার্ড ট্রাইবাল এরিয়া এবং ফেডারালী এডমিনিস্টার্ড ট্রাইবাল এরিয়া (পাটা ও ফাটা) আছে যা চিত্রল, দির, সোয়াট, খাইবার, কারাম, নর্থ ওয়ারিজিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। স্বশাসনের সবচেয়ে ভালো নমুনা হলো ভারতের আদিবাসী অঞ্চলগুলো। আমরা কেন ওদের কাছে থেকে শিখবো না?

২.

যদি ইতিবাচক কিছু কথা বলি, তবে বলবো আমাদের দেশে স্বাধীনতার ৪১ বছরে যা হয়েছে তা হলো, আদিবাসী ইস্যু নিয়ে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা হচ্ছে। নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি পর্যায়ে এ বিষয়ে একধরনের সচেতনতা তৈরি হয়েছে, মিডিয়া আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চকণ্ঠ আদিবাসী বিষয়ে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউএনডিপি, আইএলও, ইউনেস্কো ও ইউনিসেফসহ অনেকে আদিবাসীদের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে আমাদের দেশে। এনজিওদের মধ্যে বেশ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষানীতিতে আদিবাসী বিষয় যুক্ত হয়েছে। নারী উন্নয়ন নীতি, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদিতে আদিবাসী ইস্যু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংবিধানে আদিবাসী বিষয় এসেছে অন্যরকমভাবে। এখানে আবার অন্যান্য সমস্যা ও জটিলতা তৈরি হয়েছে। সরকার ও সমাজের একটি অংশ 'আদিবাসী' শব্দ নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে ফেলে "দেশে আদিবাসী নেই" বলে জোরেসোরে প্রচার চালাচ্ছে যা দেখে আদিবাসীরা মর্মাহত হচ্ছে। তাই প্রশ্ন করি, আমাদের রাষ্ট্র কি ঠিকমতো চলেছে? স্বাধীনতার এই দীর্ঘ সময়ে আমরা আজ কোথায়? মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, মানবাধিকারের আজ কী অবস্থা? সংখ্যালঘুদের জীবন আজ কেমন? নাগরিক হিসেবে তাদের মানবাধিকার, মর্যাদা ও সম্মান কোথায়?

৩.

রাষ্ট্র ও আদিবাসী জনগণ-এ বিষয়ে কথা বলতে হলে আগে ব্রিটিশ আমলে একজন মুন্ডা আদিবাসী হেডম্যান পহানের উক্তি তুলে ধরতে হয়। প্রখ্যাত লেখক মহাশ্বেতা দেবী তার চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর উপন্যাসে বৃটিশ আমলের এক মুন্ডা হেডম্যান পহানকে দিয়ে বলিয়েছিলেন, "তুই যদি ভালো গোরমেন, তবে আমাদের এত কষ্ট কেন?" মুন্ডা আদিবাসীরা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন, ইংরেজ মানেই বৃটিশ এবং শাসক, আর তারা ভালো নয়। সে সময় বিহার রাজ্যের ছোটলাট সাহেব রনাল্ডসনের ভাই লন্ডন থেকে মুন্ডাদের গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন। এই ইংরেজ লোকটি মুন্ডা আদিবাসী গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে আদিবাসী নারী-পুরুষের সঙ্গে ফটো তুলেছিলেন এবং ভালো ব্যবহার করেছিলেন, গ্রাম্য মেয়েদের সঙ্গে হাসি তামাশায় মেতে উঠেছিলেন। এই দেখে মুন্ডা হেডম্যান পহান তাকে বলেছিলেন, "তুই যদি ভালো গোরমেন, তবে আমাদের এত কষ্ট কেন?" - কলোনিয়াল শাসক ব্রিটিশ চলে গেল, পরাধীন ভারতবর্ষ নেই, পাকিস্তানী শাসক নেই, এখন একচল্লিশ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশ। আজ এত বছর পর আমি একজন আদিবাসী মানুষ এই প্রশ্ন রাখলাম, "তুই যদি ভালো গোরমেন, তবে আমাদের এত কষ্ট কেন?" আজো কেন পাহাড়ে আদিবাসী মানুষকে হাহাকার করতে হয়? কেন তারা প্রশ্ন করে, কেন তারা বলে, এখানে এখনো জীবন আমাদের নয়, লাইফ ইজ স্টিল নট আওয়ার্স।

৪.

আজ বিশ্বের ৯০টি দেশের ৪০ কোটি আদিবাসী আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক আচরণের শিকার। আধুনিক রাষ্ট্র এ যাবত বহুজাতিক কোম্পানী, পুঁজিপতি ও শক্তিমানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচর্যা করে এসেছে। সাধারণ গরিব, কৃষক, মেহনতী মানুষের জন্য গণতন্ত্র আসেনি। মুক্তির সংগ্রাম দীর্ঘতর হচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ে আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব জগত, বসতভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার হারিয়েছে। যে পাহাড় ও বনকে তারা স্বতঃসিদ্ধ বলে তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার হিসেবে দেখতো, রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা না করে, সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করেছে। বাঁধ, সংরক্ষিত এলাকা, ন্যাশনাল পার্ক, ইকো-টুরিজম, সামাজিক বনায়ন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প - এসব নানা প্রকল্পের দ্বারা আদিবাসীদের উন্নয়ন তো হয়ইনি বরং তারা হয়েছে এসব কারণে উচ্ছেদের শিকার। তাদের গ্রাম, বসতভিটা, ফসলের ক্ষেত, বিচরণভূমি সব তারা হারিয়েছে, আর অসহায়ের মত রাষ্ট্র ও মূলস্রোতের মানুষের 'উন্নয়ন তান্ডব' তারা দেখেছে। ভূমির কাগজ তৈরি করতে হবে, দলিল বানাতে হবে, এ কথা তো তারা জানতো না। এর জন্য তারা চেষ্টাও করেনি। সরকারও নিজ থেকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেনি।

৫.

অনেকে বুঝতে পারে না আদিবাসী মানুষ কেন ক্ষুব্ধ হয়। মহাশ্বেতা দেবী তার বিখ্যাত বিরসা মুন্ডা উপন্যাসে লিখেছেন, আদিবাসীরা তখনি বিদ্রোহ করে যখন বাইরের লোক এসে আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেয়, জঙ্গল কেটে আদিবাসীরা যেসব জমি তৈরি করে চাষবাস করছে, তাদের যখন সে-জমি থেকে ছলেবলে কৌশলে উচ্ছেদ করা হয়। যখন

মহাজনরা নিরক্ষর ও সরল, আইনের মারপ্যাচ না জানা আদিবাসীদের ঋণের জালে বেঁধে ফেলে। যখন আদিবাসীদের এলাকায় খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ এসব নেবার জন্য বড় বড় শিল্প আর ব্যবসা গড়ে ওঠে। কিন্তু তা থেকে যত টাকা আসে, তার কিছুই আদিবাসী অঞ্চলের লোকজনের উন্নতির জন্য খরচ হয় না। যখন আদিবাসীদের সস্তায় কুলি খাটানো হয়, আর সে কাজও তারা সব সময়ে পায় না বলে দূর দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়। যখন তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্প সবকিছু একদিকে অবহেলা করা হয় আর অন্যদিকে তাদের ওপর অন্যরকম ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয়।

৬.

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদি মানুষেরা কি ভালো আছে? আদি অধিবাসী পাহাড়ি ও বাঙালিরা? ওদের জমিতে, যে জমি ঐতিহ্যগতভাবে পাহাড়ি পূর্বপুরুষদের, সেখানে বহিরাগত সেটেলার নিয়ে বসানো হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে। গরিব বাঙালিকে রাষ্ট্র দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অসহায় পাহাড়িদের বিপক্ষে। কয়েক লাখ সেটেলার বসিয়ে পাহাড়ের চোহারাই বদলে দেয়া হয়েছে। আমরা কি পাহাড়দেশকে ঢাকার টঙ্গি বা আশুলিয়ার মতো দেখতে চাই আগামীতে? পর্যটন ও সৌন্দর্যের কথা ভাবার আগে এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। সেটেলারদের মনে এই ধারণা প্রবলভাবে দেয়া হয়েছে যে, জমিটা সরকারের। তাই সরকারি জমিতে 'সেটেলার'রা ঘরবসতি করতেই পারে। কিন্তু পাহাড়ের ভূমি যে বংশপরম্পরায় (ancestral) আদিবাসীদের, সে কথা সরকার বলে না। আদিবাসীরা বললে তা মানে না। পাহাড়ে চলছে ভূমি লুণ্ঠন। ইকো-পার্ক ও পর্যটনের চেষ্টা হচ্ছে আদিবাসী ভূমিতে যেখানে আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব ও মালিকানা নেই। আদিবাসী পাহাড়িরা সরকারকে বলেওনি ইকো-পার্ক বা পর্যটনশিল্পের কথা। আদিবাসীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ও সংলাপ ছাড়াই, তাদের মতামত না নিয়েই চলছে পরিকল্পনা। আদিবাসীরা গভীর অস্তিত্ব সংকটে পতিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করে সরকার ১৫ বছরেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোই বাস্তবায়ন করেনি। ভূমি কমিশন এখনো অকার্যকর। আর সমতলের আদিবাসীদের জন্য প্রতিশ্রুত ভূমি কমিশনের কোনো খবরই নেই?

৭.

আদিবাসীরা অনেক দেশেই বর্তমান উন্নয়ন ধারাকে ভয় পায়। কেননা এই উন্নয়ন ধারা ওদের সমাজে ও জীবনে বৈষম্য বাড়ায় এবং ওদের সমষ্টিক মূল্যবোধকে ছারখার করে দেয় যেখানে ছিল সাম্য, মৈত্রী ও সহাবস্থানের চেতনা। তাছাড়া উন্নয়নের নামে আদিবাসী এলাকায় পাহাড়ের গ্রামে যখন কোনো প্রকল্প আসে, তখন আদিবাসীরা অসহায় হয়ে পড়ে। তারা দেখে, উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, বাইরে থেকে আসা মানুষেরা প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে আর আদিবাসীরা হয়ে পড়ে নামমাত্র উপকারভোগী বা টার্গেট পিপল। পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন পাহাড়িদের জমিতে কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য, তখন বিদ্যুৎ ঠিকই পাওয়া গেল, কিন্তু পাহাড়িদের বাড়িঘরে বিজলী বাতি জ্বলা তো দূরে থাকুক, লক্ষাধিক পাহাড়িকে শেষ পর্যন্ত অন্য দেশে আশ্রয় নিতে হলো উদ্বাস্তু মানুষ হিসেবে। ৫০ বছরের বেশি সময় চলে গেল, ভারতের অরুণাচল-মিজোরামে আশ্রিত সেই পাহাড়ি মানুষেরা এখনো দেশহীন মানুষ, তাদের অনেকের নাগরিকত্ব এখনো মেলেনি। এই-ই হলো উন্নয়নের নমুনা বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে। কাপ্তাই বাঁধের কারণে বহু পাহাড়ি মানুষের জীবন ছারখার হয়ে গিয়েছিল। বহু তরুণের স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। চাকমা রাজার রাজবাড়িসহ হাজার মানুষের বসতবাড়ি পানিতে ডুবে গিয়েছিল। এখন কাপ্তাই বাঁধকে পাহাড়িদের দুঃখ বলা হয়। অথচ উন্নয়নের নামেই এটি করা হয়েছিল সে সময়। এজন্য আমরা বলি, মূলস্রোতের মানুষের উন্নয়ন চিন্তা কখনো কখনো আদিবাসীদের জীবনে দুঃখ ডেকে আনে। পরবর্তী সময়ে আমরা জানি, কাপ্তাই বাঁধের সেই দুঃখ ও ক্ষোভ থেকে, সেই বঞ্চনা বড় হতে হতে স্বাধীনতার পর পাহাড়িরা কঠিন সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিল আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

৮.

টাঙ্গাইলের মধুপুর বনেও তৎকালীন পাকিস্তানী সরকার একটি জাতীয় উদ্যান গড়ে তুলেছিল ষাটের দশকে আদিবাসী গারোদের ভূমিতে, গারোদের উচ্ছেদ করে। কাগজে কলমে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ছিল বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। ভেতরে উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, আদিবাসী উচ্ছেদ। আজ এই জাতীয় উদ্যান নির্মাণের ষাট বছর পর আমরা দেখতে পাই, মধুপুর বনের প্রাকৃতিক বৃক্ষ উজাড় হয়ে গেছে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসপ্রায়, অরণ্য বিরানভূমিতে পরিণত। আর বনের আদি অধিবাসী গারো ও কোচদের জীবন মুমূর্ষু। বনবিভাগ শত শত নয়, হাজার হাজার মামলা দিয়ে বনের আদিবাসিন্দাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। সব কিছুই হয়েছে উন্নয়নের নামে। এই সব প্রকল্পের ফলে স্থানীয় মানুষের উন্নয়ন হয়নি দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা বৃদ্ধি ছাড়া। অন্যদিকে বাইরে থেকে শত শত মানুষ ঢুকে গেছে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ও বনে। আদিবাসীরা পরিণত হয়েছে সংখ্যালঘু নিজভূমিতে। মধুপুর জাতীয় পার্ক এখন বাইরের আমোদপ্রিয় লোকদের বনভোজন ও আনন্দভ্রমনের জন্য

উপযুক্ত জায়গা, আদিবাসীদের জন্য অযোগ্য। এভাবেই উন্নয়নের নামে মূলস্রোতের মানুষ ও সরকার আদিবাসীদের নিপীড়ন, নির্যাতন ও ভূমি হারানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে ঠেলে দেয়। রাঙামাটি লেক এখন নাটক ও টেলিফিল্ম নির্মানের জন্য উপযুক্ত স্পট, আর পাহাড়িদের জন্য দুঃখভূমি। তাই এ ধরনের উন্নয়নকে আদিবাসীরা ভয় পায়। উন্নয়ন করতে হলে আদিবাসীদের মনস্তত্ত্বকে ও জীবন ভাবনার বিশ্বজনীনতাকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে মমতা দিয়ে, গায়ের জোরে, শক্তির দাপটে নয়। ওদের জীবনে বহিরাগতরা প্রবল রাষ্ট্রীয় শক্তি নিয়ে ঢুকে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মতো চলে গেছে সব জমি, বন, প্রাকৃতিক সম্পদ। ওরা এখন অধিকারহীন অসহায় মানুষ। সংবেদনশীল, বিনম্র ভালোবাসা ছাড়া আদিবাসীদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি - সবখানে এ ভালোবাসার প্রতিফলন দরকার। দরকার সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ এ চরম অসহায়ত্ব, দারিদ্র ও প্রান্তিক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য। দুই তিন বছর মেয়াদী বিক্ষিপ্ত প্রকল্প দিয়ে আদিবাসীদের এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আদিবাসীদের মনে যেন এই ধারণা না জন্মায়, ওরা অন্যের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, শাসকগোষ্ঠী ওদের শাসন করছে। এই কাজটি করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং মূল দায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের। সব কিছুর জন্য দরকার আদিবাসীদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সংলাপ। আদিবাসীদের আস্থায় এনে এ কাজটি করতে হবে। আদিবাসীদেরকেও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ভেরিয়ার এলুইন তার আদিবাসী জগত বইয়ে লিখেছেন, 'পাহাড় ও সমতলের ঐক্য জাতীয় স্বার্থেও যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন পাহাড় ও অরণ্যের মানুষদের স্বার্থে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করতে পারি। আদিবাসীদের আমরা অনেক কিছু দিতে পারি, আবার ওদেরও অনেক কিছু আছে, যা আমাদের দেবার মতো।'

৯.

২০১১ সালের ৩০ জুন আদিবাসীদের আকাংখা ও দাবিকে উপেক্ষা করে সরকার সংবিধানে ২৩ক ধারায় "উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অন্যদিকে ৬(২) ধারায় বলেছে, "বাংলাদেশের জনগণ জাতিতে বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবে।" আদিবাসীরা স্বভাবতই এটি গ্রহণ করেনি, তারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ করেছে। অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইংরেজ কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন বৃটিশ আমলে পাহাড়ি জীবনের সারল্য, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, প্রকৃতির প্রতি মমতা ও মানবিক মূল্যবোধ দেখে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ সরকারকে ওই সময় লিখেছিলেন, 'এই পাহাড়-পর্বতগুলিকে আমরা যেন কেবল আমাদের নিজ স্বার্থেই শাসন না করি, আমরা যেন কেবল এই পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধানের নিমিত্তই শাসনকার্য পারিচালনা করি।' স্বাধীনতার চার দশক পার হলেও রাষ্ট্র কথাটি উপলব্ধি করতে পারেনি।

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় সংবিধান মতে, সিডিউল্ড এরিয়াজ এন্ড শিডিউলড ট্রাইব্স কমিশন গঠিত হয়। ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল, "দি ফান্ডামেন্টালস অন অ্যান অ্যাপ্রোচ টু দি ট্রাইব্স" যার মূল বক্তব্য ছিল "ট্রাইবাল টাচ" বা "আদিবাসীদের প্রতি পক্ষপাত"। এর মানে হলো, আদিবাসীদের চোখ দিয়ে, ওদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সব কিছু দেখার চেষ্টা করা। তারপর থেকে আদিবাসী অঞ্চল বা ব্লকগুলোতে অর্থ বরাদ্দ গেল। ওই কমিটির এক সদস্য ভেরিয়ার এলুইন পরবর্তীতে লিখেন, প্রতিটি মানব তার ভাইয়ের দায়িত্ব বহন করবে আদিবাসীদের বিষয়ে। আমাদের দীর্ঘ অবহেলা, আমাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি-এর প্রায়শ্চিত্ত আমাদের সকলকে করতেই হবে। জগতে একটি মানবজাতি এবং আদিবাসীরা সে জাতির অতীব অমূল্য এক অঙ্গ।" আদিবাসী জীবন অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। তারা আজো তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে চায় এবং সফল পরিবর্তনের দিকে এগুতে চায়। আদিবাসী সংস্কৃতি যাতে ধ্বংস না হয়, তার পদক্ষেপ রাষ্ট্রকে নিতে হবে। আদিবাসী বান্ধব একটি জাতীয় পলিসি দরকার। আদিবাসী অধিকার রক্ষার জন্য আইন ও নীতিমালা থাকা দরকার। ভারতের সংবিধানে লেখা আছে, 'এই সকল ট্রাইবাল ও আদিবাসীর সংখ্যা ত্রিশ মিলিয়ন। দে শুড বি মেড টু এনজয় দি প্রিভিলেজেস অফ সিটিজেনশিপ এন্ড শুড বি এবল টু টেক পার্ট ইন ডি মেকিং এন্ড স্ট্রেংদেনিং দি ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস ইন দি কানট্রি। দে শুড রিয়ালাইজ দি ফুল এডভানটেজ অফ এডাল্ট ফ্র্যানচাইজ। দে শুড এনজয় দি ফ্রুটস অফ লিবার্টি, ইকুয়ালিটি এন্ড ফ্রেটারনিটি।' আজ থেকে অর্ধশত বছর আগে ভারতে আদিবাসী কমিশন হয়েছিল ১৯৬০ সালে। তখন মুক্ত ভারতের বয়স মাত্র ১৩ বছর। আর আমরা তেতাল্লিশ বছর পার করছি স্বাধীনতার। আমরা কত পিছিয়ে আছি। আদিবাসী বিষয়ে একটি জাতীয় কমিশন এখনই গঠিত হোক। কমিশন রিপোর্ট করুক দেশের ৩০ লক্ষ আদিবাসীর মানবিক মর্যাদা ও উন্নয়নের জন্য। অসীম নম্রতা ও হৃদয়ভরা আন্তরিকতায় লেখা হবে সে রিপোর্ট, এইরকম স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে। আমাদের স্বপ্ন দেখার অধিকার যেন কেউ কেড়ে নিতে না পারে।

- ০ -

ছবিতে মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন

প্রতিষ্ঠাতামন্ডলী, উদ্বোধক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ
বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন

প্রতিষ্ঠাতামন্ডলী ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ
মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করছেন

মাননীয় প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক এবং মোনঘরের সভাপতি
জাতীয় পতাকা ও বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন করছেন

মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় ও মোনঘর সঙ্গীত
পরিবেশনা

ছবিতে বাম দিক থেকে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি
শ্রী উষাতন তালুকদার এমপি, মি: পিয়ার মারশঁ, মিজ্ সরলা মারশঁ,
মিসেস দীপ্তি মারশঁ ও মি. কীর্তি নিশান চাকমা

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

ছবিতে মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত পুজনীয় ভিক্ষু সংঘ

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

ছবিতে বাম থেকে মি. বিপ্লব চাকমা, মি. অশোক কুমার চাকমা, অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি শ্রী উষাতন তালুকদার এমপি মহোদয় ও মি. কীর্তি নিশান চাকমা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রতিষ্ঠাতামন্ডলীসহ অতিথিবৃন্দ

ছবিতে মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন

মঞ্চে উপবিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও সম্মাননাপ্রাপ্ত গুনীজন

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ ও টি-শার্ট বিক্রয় করছে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের একাংশ

সারিবদ্ধভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের দুপুরের খাবার সংগ্রহ

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে মোনঘর ক্যাম্পাসে হাজার বাতি প্রজ্জ্বলন

৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ফানুস বাতি উত্তোলন

ছবিতে মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন

অনুষ্ঠানে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

সমাপনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ-উল্লাস

সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত আমন্ত্রিত
আতথিবৃন্দ ও সম্মাননাপ্রাপ্ত গুনীজন

প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

সমাপনী দিনে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের
পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সমাপনী দিনে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের
পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান